SANEM

RESEARCH | KNOWLEDGE | DEVELOPMENT

হাজারীবাগ ও সাভার চামড়াশিল্প কারখানাসমূহের ত্বরিত মূল্যায়ন

হাজারীবাগ ও সাভার চামড়াশিল্প কারখানাসমূহের ত্বরিত মূল্যায়ন

লেখক:
বজলুল হক খন্দকার
মুহাম্মদ মশিউর রহমান

SANEM
RESEARCH I KNOWLEDGE I DEVELOPMENT

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ইকোনমিক মডেলিং

© ২০১৭ সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই প্রকাশনার কোন অংশ পূর্ব অনুমতি ছাড়াই পুনঃব্যবহার করা, সংরক্ষণ করা, কোন প্রকারে বা কোন মাধ্যমে (ইলেকট্রনিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্যান্য) সংরক্ষণ করা যাবে না। যথাযথ উদ্ধৃতির বিধানের অধীন অধ্যায়ের অংশগুলি অনুমতি ছাড়াই গবেষণা বা একাডেমিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।

উদ্ধৃতি: **খন্দকার, ব. হ. এবং রহমান, মু.ম. (২০১৭)। হাজারীবাগ ও সাভার চামড়াশিল্প কারখানাসমূহের ত্বরিত মূল্যায়ন। ঢাকা: সানেম প্রকাশনা।**

এখানে উল্লেখিত মতামতসমূহ লেখকগণের এবং এটি সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ইকোনমিক মডেলিং (সানেম) অথবা C&A Foundation এর প্রতিনিধিত্ব করে না বা অনুমোদিত নয়।

লেখক:
বজলুল হক খন্দকার
মুহাম্মদ মশিউর রহমান

প্রকাশকাল, সেপ্টেম্বর, ২০১৭

প্রকাশনায়
সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)
হাউস-১/বি, রোড-৩৫, গুলশান-২, ঢাকা, বাংলাদেশ
টেলি: +৮৮০২-৫৮৮১৩০৭৫, ফ্যাক্স: +৮৮০২-৯৮৮৩৪৪৫
ই-মেইল: sanemnet@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.sanemnet.org

SANEM
RESEARCH | KNOWLEDGE | DEVELOPMENT

সহযোগীতায়:
C&A Foundation

গ্রাফিক্স: রিয়াজ হায়দার

কভার ডিজাইন: সুনেরা সাবা খান

প্রকাশক
সানেম প্রকাশনা
২৫/৩, উত্তর গোড়ান, খিলগাঁও
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ

মুদ্রণে:
বৈশাখী ক্রিয়েশন
৮৬, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০।

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	V
নির্বাহী সারসংক্ষেপ	VI
১. ভূমিকা	০১
২. মেথডলজি (পদ্ধতি) ও ডাটা (উপাত্ত)	০৪
৩. দ্রুত মূল্যায়নের ফলাফল	০৬
৩.১ গৃহস্থালি এবং জনসংখ্যাতাত্ত্বিক (ডেমোগ্রাফিক) বৈশিষ্ট্যঃ	০৬
৩.২ কারখানা বন্ধ এবং শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ	০৬
৩.৩ কর্মসংস্থান, আয় এবং দক্ষতাবৃদ্ধি	০৯
৩.৪ শ্রমিক ইউনিয়ন	১০
৪. সাভারে স্থানান্তর	১৩
৪.১ হাজারীবাগের শ্রমিকরা স্থানান্তরকে যেভাবে দেখে	১৩
৪.২ স্থানান্তরিত শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা	১৫
৫. কেন্দ্রীয় বর্জ্য-শোধনগার (Central Effluent Treatment Plant)	১৯
৫.১ বর্তমান অবস্থা:	১৯
৫.২ ব্যবস্থাপনা	২০
৫.৩ নমুনা বিশ্লেষণ	২০
৬. সমাপ্তিসূচক পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ	২২
৬.১ শীর্ষ পর্যবেক্ষণসমূহ	২২
৬.২ সুপারিশসমূহ	২২
সূত্র (রেফারেন্স)	২৫

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: চামড়াখাতের মূল গতিবিধি	২৬
পরিশিষ্ট ২: প্রশ্নমালা-ত্বরিত মূল্যায়ন	২৮
পরিশিষ্ট ৩: প্রশ্নমালা- বৈধতা	৩০
পরিশিষ্ট ৪: প্রশ্নমালা- সাভার জরিপ	৩১
পরিশিষ্ট ৫: সিইটিপি	৩৪
পরিশিষ্ট ৬: ডিএই নমূনার ফলাফল	৩৫

সারণী, চিত্র ও বক্সসমূহের তালিকা

সারণী

সারণী ১: ত্বরিত মূল্যায়নসমূহের তালিকা ০৪
সারণী ২: গৃহস্থালি বৈশিষ্ট্য ০৬
সারণী ৩: বাসস্থান থেকে কর্মক্ষেত্রের দূরত্ব এবং সময় ১০
সারণী ৪: সাভার- মূল বৈশিষ্ট্য ১৮
সারণি ৫: সিওডি (COD) ও বিওডি (BOD) নমুনার ফলাফল ২০

চিত্র

চিত্র ১: কারখানা বন্ধ থাকার সময় কি আপনি বেতন পেয়েছেন? ০৮
চিত্র ২: রমজানের সময় চাল এবং অন্যান্য আইটেম বিতরণ ০৮
চিত্র ৩: চাকুরীর গড় বয়সচিত্র ০৯
চিত্র ৪: শ্রমিক ইউনিয়ন এবং শ্রমিকের অংশগ্রহণ (%) ১১
চিত্র ৫: শ্রমিক ইউনিয়ন এবং শ্রমিকের অংশগ্রহণ (%) ১২
চিত্র ৬: পুনর্বাসনের প্রভাব ১৩
চিত্র ৭: স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত ১৩
চিত্র ৮: অপর্যাপ্ত জ্ঞান এবং প্রত্যাশিত সমস্যা (একাধিক প্রতিক্রিয়া) ১৪
চিত্র ৯: সাভার পুনর্বাসন - উদ্বেগ এবং প্রত্যাশা (একাধিক প্রতিক্রিয়া) ১৪
চিত্র ১০: স্থানান্তরিত শ্রমিকের থাকার জায়গার অবস্থা এবং সম্মুখীন সমস্যাবলী (%) ১৫
চিত্র ১১: কর্মসংস্থান শর্তাবলী এবং বেতন ১৬
চিত্র ১২: সাভারে বসবাসের অবস্থা (একাধিক প্রতিক্রিয়া) ১৭
চিত্র ১৩: সাভার ও হাজারীবাগের মধ্যে উন্নত কাজের পরিবেশ (একাধিক প্রতিক্রিয়া) ১৭
চিত্র ১৪ : চামড়া ও চামড়া জাত পণ্য (জিডিপিতে শতকরা অংশ) ২৬
চিত্র ১৫: চামড়া ও চামড়া জাত পণ্য (শিল্পোৎপাদনে সংযোজিত মূল্যের শতকরা হার) ২৬
চিত্র ১৬: চামড়া ও চামড়া জাত পণ্য (মোট কর্মসংস্থানে শতকরা অংশ) ২৬
চিত্র ১৭: চামড়া ও চামড়া জাত পণ্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে রপ্তানি) ২৭
চিত্র ১৮ : চামড়া ও চামড়া জাত পণ্য (রপ্তানির গঠন) ২৭
চিত্র ১৯: চামড়া ও চামড়া জাত পণ্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে বিদেশি বিনিয়োগ) ২৭
চিত্র ২০: সিইপিটির ত্রি-মাত্রিক স্থাপত্য দৃশ্য ৩৪
চিত্র ২১: সিইপিটির প্রক্রিয়া করণের গতিবিধির ব্লক ডায়াগ্রাম ৩৪

বক্স

বক্স ১: হাজারীবাগের ১৫৪টি ট্যানারিই বন্ধ করার আদেশ ০২
বক্স ২: ১৫৪টি ট্যানারির সকল ইউটিলিটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার আদেশ ০২
বক্স ৩: ভ্যালিডেশন- চালু থাকা ফ্যাক্টরিগুলিতে কার্যক্রমের ধরন ০৭
বক্স ৪: ট্যানারি শ্রমিকেরা সাভারে তীব্র বাসস্থান সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে ১৬
বক্স ৫: সিইটিপি এর বর্তমান অবস্থা (আগস্ট ২০১৭) ১৯

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের একটি বড় লক্ষ্য হল ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়া। এই লক্ষ্যে আগামী দুই দশক ধরে ধারাবাহিকভাবে ৮% থেকে ১০% অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। এই অগ্রগতিতে একটি প্রধান চালিকাশক্তি হবে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের রপ্তানি প্রসারিত করা। এই কারণে, তৈরি পোশাকসহ চামড়া খাতকেও একটি সম্ভাবনাময় শিল্প হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি বলা হয় যে চামড়া শিল্পে মাঝারি মেয়াদের মধ্যে ৫ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি সম্ভাবনা রয়েছে যদি নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ করা যায়। এর মধ্যে রয়েছে পরিবেশবান্ধব উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করা এবং শ্রমিকদের অধিকার এবং কাজের উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করা। সেই অনুযায়ী, সরকার পরিবেশগতভাবে টেকসই আধুনিক ট্যানারি শিল্প নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হাজারীবাগের বর্তমান অবস্থান থেকে সাভারে ট্যানারি শিল্প স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তবে, ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে ওয়েট প্রসেসের সাথে জড়িত হাজারীবাগের সকল কারখানা বন্ধের জন্য কোর্টের দেওয়া রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে স্থানান্তরিত প্রক্রিয়া শুরু হয় তা ধীর গতিতে চলছে। অন্যান্য ফলাফলের সাথে এই স্থানান্তর প্রক্রিয়া প্রভাবে ৩০,০০০ এরও বেশি ট্যানারি শ্রমিক স্থানচ্যুত হয়েছে। মে ২০১৭তে হাজারীবাগের ৪৫৫ জন শ্রমিকের উপর একটি ত্বরিত মূল্যায়ন জরিপ চালানো হয়- যা কিনা ৯৫% কনফিডেন্স লেভেলে পরিসংখ্যানগতভাবে গ্রহণযোগ্য একটি নমুনা, যাতে সাময়িক এই বেকারত্ব দশার মধ্যে শ্রমিকদের অবস্থা এবং স্থানান্তর সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জসমূহ খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু কৌতূহলোদ্দীপক কিন্তু প্রতি-বাস্তবিক ফলাফল যাচাই করার জন্য, একটি বৈধকরণ মূল্যায়ন চালানো হয় জুন ২০১৭তে। এছাড়া সাভারে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী না হওয়া অবকাঠামোগত অবস্থার মধ্যে ইতিমধ্যেই কারখানাগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইতিমধ্যেই স্থানান্তরিত হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে পুরোপুরিভাবে চালু না হওয়া কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সেন্ট্রাল এফুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-সিইটিপি)। সাভারে শ্রমিকরা যে সমস্যাসমূহের মুখোমুখি হচ্ছে, সেগুলো হাজারীবাগের মুখোমুখি হওয়া সমস্যাসমূহের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন। বিশেষ করে, একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো হাজারীবাগের চেয়ে যে সাভারে একটি সিইটিপি আছে, যদিও এটি পুরোপুরি কার্যকর নয়। তাই সাভারের তথ্য সংগ্রহের জন্য আরেকটি ত্বরিত মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই তিনটি ত্বরিত মূল্যায়নের ফলাফল এই রিপোর্টে আলোচনা করা হয়েছে। রিপোর্টটি সিঅ্যান্ডএ ফাউন্ডেশন দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।

আমরা সিঅ্যান্ডএ ফাউন্ডেশনকে আমাদের আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই, সাফল্যের সাথে এই গবেষণা এবং এই রিপোর্টে সহায়তা করার জন্য। সবশেষে, আমরা আনদিলিপ আফরোজ এবং মোঃ সাদাত আনোয়ারকে তাদের চমৎকার সহায়তা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই।

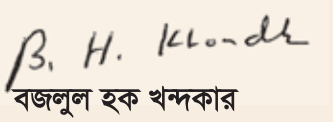

বজলুল হক খন্দকার

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

ভূমিকা ও পটভূমি

চামড়া বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন শিল্প হিসেবে পরিচিত। এটি একটি কৃষিনির্ভর উপজাত শিল্প যেখানে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়, এবং এই শিল্পের একটি বৃহৎ পরিসরের রপ্তানি ও মূল্যসংযোজনমূলক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে নিকট ভবিষ্যতে। বাংলাদেশের প্রায় ৯০ শতাংশ চামড়া শিল্প কারখানা হাজারীবাগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যদিও হাজারীবাগ একইসাথে ঢাকার একটি আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকা, এই এলাকার ট্যানারিগুলোর কোন প্রবাহমান (কার্যকর) বর্জ্য সংশোধন প্রকল্প (ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট) নেই এবং এই ট্যানারিগুলো বহুবছর ধরে পার্শ্ববর্তী নদী ও খালগুলোতে অশোধিত রাসায়নিক বর্জ্য নির্গত করে এসেছে। ফলে ট্যানারি শিল্পের কারণে হাজারীবাগ সংলগ্ন এলাকা ব্যাপকভাবে পরিবেশগত অবনতি শিকার হয়েছে। উপরক্ত এটি প্রমাণিত যে হাজারীবাগের ১৫০টির বেশি ট্যানারিতে শিশু শ্রমসহ নানা ধরণের শ্রমিক নির্যাতনের নজির পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশ সরকার চামড়া শিল্পকে একটি সম্ভাবনাময় ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে কিন্তু এই সম্ভাবনা কেবলমাত্র তখনই প্রকৃতভাবে কাজে লাগানো যাবে যদি পরিবেশবান্ধব উৎপাদন পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় এবং একইসাথে শ্রমিকদের অধিকার ও অবস্থার উন্নতি করা যায়। শিল্প মন্ত্রনালয় এই লক্ষ্যে সাভারে একটি ট্যানারি শিল্প এলাকা স্থাপন করছে (ঢাকা শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরবর্তী একটি স্থানে) যাতে করে পরিবেশের সাথে সংগতিপূর্ণতা রেখে ট্যানারিগুলোকে অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা দেওয়া যায় এবং ট্যানারি শিল্পের আধুনিকীকরণ নিশ্চিত করা যায়। ২০০ একর জমির উপর এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন ও কালভার্ট, রাস্তার আলো, বিদ্যুত ও পানি সরবরাহের মত প্রধান অবকাঠামোগত কাজসমূহ শেষ হয়েছে। একটি সেন্ট্রাল এফুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (সিইটিপি) নির্মাণাধীন রয়েছে (http://bscic.portal.gov.bd)। এই ট্যানারি শিল্প এলাকা বাংলাদেশের চামড়া শিল্পে পরিবর্তন আনবে, যার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, পন্য বৈচিত্র আসবে এবং নতুন পন্য সরবরাহ লাইনের প্রচলন ঘটবে যা এই খাতের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করবে। এর ফলে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদন পদ্ধতি পরিবেশকে বিরূপভাবে প্রভাবিত না করে উন্নতির পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সরকারি সূত্রমতে, সাভারে এই ২০০ একর জায়গার মধ্যে ১৫৫ জন শিল্প কারখানা মালিককে জায়গা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সাভারের ট্যানারিগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে এবং ৪৪টি কারখানায় ইতিমধ্যে বিদ্যুত সংযোগ দেওয়া হয়েছে (জুন ২০১৭)। বিদ্যুত সংযোগ কর্তৃপক্ষ থেকে জানা গেছে অনুমোদনের অপেক্ষায় আর কোন আবেদনপত্র নেই যদিও ট্যানারি মালিকদের কাছ থেকে জানা গেছে ১২০টি আবেদনপত্রের মধ্যে মাত্র ২টি ট্যানারি গ্যাস সংযোগ পেয়েছে। ট্যানারি মালিকগণ এখনো সরকারের কাছ থেকে কোন ক্ষতিপূরণ পাননি। তারা এটিও দাবি করেন যে সরকারের কাছ থেকে সাভারে ট্যানারির জন্য বরাদ্দকৃত জমির নিবন্ধন তারা এখনো পাননি।

ট্যানারি মালিকরা স্থানান্তরের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে নিতে ব্যর্থ হন এবং স্থানান্তরের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও ট্যানারি অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে বেঁধে দেওয়া সময় অনুযায়ী তারা কাজ করতে পারেননি। ২০১৭ সালের মার্চে হাই কোর্ট হাজারীবাগে সকল ধরণের উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধের আদেশ দেন। এপ্রিল ২০১৭-তে হাজারীবাগের সকল ট্যানারির বিদ্যুত ও গ্যাসের সংযোগ বিছিন্ন করা হয়। অন্যান্য আরও বিরূপ প্রভাবের পাশাপাশি শিশুসহ প্রায় ৩০ হাজার ট্যানারি শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ে।

এই প্রতিবেদনের মূল লক্ষ্য হল হাজারীবাগের এই কর্মহীন হয়ে পড়া এই প্রায় ৩০ হাজার ট্যানারি শ্রমিকের সামগ্রিক চাহিদ পর্যালোচনা করা। এই উদ্দেশ্যে হাজারীবাগের ৪৫৫ জন শ্রমিকের উপর একটি ত্বরিত পর্যালোচনা করা হয়েছে যার মাধ্যমে এই শ্রমিকদের সাময়িক বেকার দশার সময়ের অবস্থা ও স্থানান্তর সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহকে চিত্রিত করেছে। এই নমুনাটি ৯৫ ভাগ কনফিডেন্স লেভেলে পরিসংখ্যানগতভাবে গ্রহণযোগ্য। কিছু অপ্রীতিকর সত্য ত্বরিত পর্যালোচনার মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছে যেমন আপাতদৃষ্টিতে বন্ধ মনে হওয়া কিছু ট্যানারিতে এখনো ড্রাই অপারেশন চলছে। যদিও বেশিরভাগ কারখানা সাভারে স্থানান্তরিত হয়েছে কিন্তু সেন্ট্রাল এফুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টটি (সিইটিপি) এখনো পুরোপুরি কার্যকর হয়ে উঠেনি। তাই আপাতদৃষ্টিতে এই বিপরীতমুখী এই ফলাফলগুলোকে বৈধতা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১৭ সালের জুনে একটি বৈধকরণ ত্বরিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। তদুপরি সিইটিপি এবং সাভারে শ্রমিকরা যে ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তা হাজারীবাগের চেয়ে দৃশ্যত আলাদা নির্দিষ্টভাবে হাজারীবাগের সাথে একটি মূল পার্থক্য হল সাভারে একটি সিইটিপি রয়েছে যদিও পুরোপুরি কার্যকর নয়। তাই সাভারের তথ্য সংগ্রহের জন্য আরেকটি ত্বরিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। নিচে এই ত্বরিত মূল্যায়নের তালিকা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলঃ

	ত্বরিত মূল্যায়নের তালিকা	স্যাম্পল সাইজ	সময় ও স্থিতিকাল	স্থান	স্যামপ্লিং
১.	স্থানচ্যুত শ্রমিক	৪৫৫	১৯-২৪ মে, ২০১৭; ৫ দিন	হাজারীবাগ	র‍্যান্ডম, স্নোবল
২.	ভ্যালিডেশন (বৈধতা)	১০০	১৯-২১ জুন, ২০১৭; ৩ দিন	হাজারীবাগ	স্ট্র্যাটিফাইড, র‍্যান্ডম
৩.	স্থানান্তরিত শ্রমিক	১০০	২২-২৪ জুন, ২০১৭; ৩ দিন	সাভার	র‍্যান্ডম, স্নোবল

ত্বরিত মুল্যায়নের ফলাফলসমূহ

কারখানা বন্ধকরণ ও শ্রমিক ক্ষতিপূরণ

ট্যানারিগুলো আদালতের আদেশ মেনে চলেছে। ট্যানারি স্থানান্তর করার জন্য আদালতের আদেশের প্রধান কারণ হচ্ছে বর্জ্য পদার্থ যথাযথভাবে পরিশোধন না করা। উপরন্তু, আদালত ট্যানারি কারখানা স্থানান্তরের আদেশ দিয়েছিল কিন্তু জুতা তৈরির কারখানাগুলোকে স্থানান্তরের আদেশ দেয়নি। ২০১৭ সালের মে মাসের শেষের দিকে হাজারীবাগে দ্রুত মূল্যায়নের সময় কারখানা বন্ধ থাকার পরও কিছু শ্রমিককে তাদের উপস্থিতি প্রদানের করার জন্য কারখানা পরিদর্শন করতে দেখা যায়। তাদের এই উপস্থিতির ভিত্তিতে, তারা জানিয়েছিল যে কারখানা খোলা আছে। তাদের প্রতিক্রিয়া একটি বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশ করে যে আদালতের আদেশ প্রদানের ও ইউটিলিটি সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের প্রায় দুই মাস পরে হাজারীবাগের কারখানাগুলির এক-তৃতীয়াংশ খোলা আছে। শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ এবং বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির সাথে পরবর্তীতে আলোচনার পর এটি নিশ্চিত করা হয় যে ওয়েট ট্যানিং প্রক্রিয়াতে কোনও ট্যানারি তখন জড়িত ছিল না কিন্তু কিছু কারখানা স্থানান্তর এবং ড্রাই ট্যানিং প্রক্রিয়া সম্পর্কিত কাজ করে যাচ্ছিল (পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন পাওয়া সাপেক্ষে)।

হাজারীবাগে একটি বন্ধ কারখানা

বৈধতা মূল্যায়ন (ভ্যালিডেশন অ্যাসেসমেন্ট) নিশ্চিত করেছে যে হাজারীবাগে ওয়েট ট্যানিং প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়েছে। ভ্যালিডেশন জরিপ এটাও নিশ্চিত করেছে যে হাজারীবাগের কারখানাগুলির এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি কারখানা কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছে যার মধ্যে জুতা, চামড়াজাত পণ্য, আনুসাঙ্গিক জিনিসপত্র (অ্যাক্সেসরিজ) তৈরি এবং ড্রাই ট্যানিং প্রক্রিয়াসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি পেয়েছে। কোনও কারখানাতে ওয়েট প্রসেস অপারেশন চলেনি এই সময়ে। উপরন্তু, চালু থাকা কারখানাগুলোতে পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করেও *প্রমাণিত হয় কোন প্রকার ওয়েট ট্যানিং প্রসেস সেখানে চলছিল না।* চালু থাকা ট্যানারিগুলোতে যে কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হচ্ছে তা নিচে দেওয়া হল. সব মিলিয়ে চালু থাকা ট্যানারিগুলোতে মোট ১২ টি ধরনের কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে। তালিকার একটি সূক্ষ্ম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে কোন ওয়েট প্রসেসের কথা এখানে উল্লেখিত নেই। অতএব ভ্যালিডেশন জরিপে আদালতের আদেশ লঙ্ঘন করে বর্জ্য নিষ্কাশন করছে এমন কোন ট্যানারি পাওয়া যায়নি।

চালু থাকা ফ্যাক্টরিগুলিতে কার্যক্রমের ধরন

১। ড্রাই প্রসেস	২। চামড়া ঝুলানো সম্পর্কিত কাজ
৩। চামড়া নির্বাচন	৪। প্রক্রিয়াজাত চামড়া সরানো
৫। জুতা নেওয়া	৬। প্রেস থেকে পণ্য স্টকিং
৭। প্রক্রিয়াজাত চামড়া নির্বাচন করুন	৮। চামড়া গণনা
৯। প্যাকিং	১০। প্রিন্ট প্রেস
১১। পরিমাপ	১২ প্রক্রিয়াজাত চামড়াকে আকার সুনির্দিষ্ট প্রদান

অল্প সংখ্যক শ্রমিক ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। এই প্রতিবেদনে ক্ষতিপূরণ বলতে শ্রমিকদের চাকুরিচ্যুতির ক্ষেত্রে অথবা কাজ থেকে সাময়িক অব্যহতির ক্ষেত্রে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে বোঝানো হয়েছে (কর্ম সম্পাদনের পরিপ্রেক্ষিতে যে অর্থ প্রদান করা হয় তার বিপরীতে)। কারখানা বন্ধ হওয়ার পর শ্রমিকদের মাত্র ৫ শতাংশ ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। এই ৫ শতাংশ মূলত গঠিত হয়েছে বড় ট্যানারির পূর্ণকালীন ও ইউনিয়নের শ্রমিকদের নিয়ে। এটিও পাওয়া যায় যে, ছোট ট্যানারির অস্থায়ী কর্মী ও শিশু শ্রমিকদের পাশাপাশি কিছু পূর্ণকালীন কর্মচারীরা সাধারণত কোন ক্ষতিপূরণ পায়নি। ত্বরিত মূল্যায়নে দেখা গেছে কিছু শ্রমিককে বেতন দেওয়া হয়েছে। শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় জানা যায় শ্রমিকদের গত দুই মাসের জন্য তাদের মাসিক বেতন দেওয়া হয়েছে (উদাহরণস্বরূপঃ মার্চ- মে ২০১৭ এর মধ্যে) এমনকি কারখানা বন্ধ থাকা সময়েও। এটিও জানা গেছে (শ্রমিক ইউনিয়ন সূত্রমতে) যে এই বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছানো গেছে যে শ্রমিকদের জুন মাসের জন্য ঈদ বোনাসসহ বেতন পরিশোধ করা হবে। যদিও জুলাই ও আগস্ট মাসের জন্য বেতন পরিশোধের বিষয়ে কোন ঐক্যমত্যে পৌঁছানো যায়নি।

কর্মসংস্থান, আয় এবং দক্ষতাবৃদ্ধি

কাঠামোগত পরিবর্তন সত্ত্বেও, চামড়া শিল্পে মূলত কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ট্যানারি উপখাতে এবং এই খাতে পূর্ব থেকে এমনটি চলে এসেছে যে এখানে অস্থায়ীভাবে নিয়োগকৃত কর্মীর সংখ্যাই বেশি। এই সেক্টরটি জুতা তৈরি শিল্পের দিক থেকে কাঠামোগতভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। কাঠামোগত পরিবর্তন সত্ত্বেও, ত্বরিত মূল্যায়ন ২০১৭ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী চামড়া শিল্পের মোট কর্মীর ৯২ শতাংশ ট্যানারি শিল্পে কাজ করে। এই সেক্টরে মূলত অস্থায়ী ধরনের কাজের সুযোগই বেশি পাওয়া যায়, এটি খুব বিস্ময়কর তথ্য নয় যদি বাংলাদেশের শ্রমবাজারের উঁচুমাত্রার অনানুষ্ঠানিকতার কথা মাথায় রাখা হয়। অস্থায়ী কর্মীদের অনুপাত অনেক বেশি, প্রায় ৬৯%। (সূত্রঃ ত্বরিত মূল্যায়ন ২০১৭)

শিশু শ্রমিকদের বেতন এবং কাজের পরিবেশ আরও খারাপ। এই খাতে ১১% শিশু শ্রমিক (যারা ১৮ বছরের কম বয়সী)। নারী শিশু শ্রমিকের অনুপাত ৫৯% যা কিনা ৪১% পুরুষ শিশু শ্রমিকের তুলনায় উচ্চতর বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রধানত এই শিশু শ্রমিকেরা নিয়োগ পায় ট্যানারি শিল্পে (প্রায় ৭৩%), এরপরই রয়েছে জুতা তৈরি শিল্প (২৪%)। কর্মসংস্থানের প্রচলিত পন্থা হল অস্থায়ী (৮৮%) যা এই খাতের গড় ৬৯% এর চেয়ে ১৯ শতাংশ বেশি। এই শিশু শ্রমিকদের গড় বেতন (উদাহরণস্বরূপ ৫০০০ টাকা) এই খাতের গড় প্রকাশিত আয় ৯৫০০ টাকার প্রায় অর্ধেক।

কারখানা বন্ধ হলেও বেকারত্বের হার খুব বেশি ছিল না। কারখানার বন্ধের বর্তমান পরিস্থিতিতে বেকারত্বের হার (এমনকি যদি অস্থায়ী এবং কাঠামোগত হিসাব করা হয়) খুব উঁচু হতে পারত। এই ধারণার বিপরীতে এই ত্বরিত বিশ্লেষণে অংশ নেওয়া এলোমেলোভাবে বাছাই করা শ্রমিকদের মধ্যে বেকারত্বের হার মাত্র ১২[১] ভাগ। ওয়েট প্রসেস সংক্রান্ত কাজসমূহ শেষ করার ক্ষেত্রে ইউটিলিটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় ট্যানারির কাজে গুরুতর বিপত্তি ঘটতে পারত। তবে শুধুমাত্র কয়েকটি ট্যানারি ড্রাই প্রসেস সংক্রান্ত কার্যক্রম পুনরায় চালু করার অনুমতি পেয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের কাছ থেকে। ড্রাই প্রসেস অপারেশনগুলো চালু রাখায় সব ধরণের উৎপাদন বন্ধ করে দিলে যত চাকরি হারানো কথা তার থেকে শ্রমিকরা কম চাকরি হারিয়েছে।

লিখিত চুক্তি শুধুমাত্র কিছুসংখ্যক শ্রমিকদের দেওয়া হয়েছিল। জরিপে অংশ নেওয়া শ্রমিকদের মধ্যে শুধুমাত্র ৩৪ ভাগ লিখিত কর্মসংস্থান সংক্রান্ত চুক্তিপত্র পেয়েছেন যা যে ধারণা দেয় যে প্রায় সব স্থায়ী শ্রমিক (যেমন ৩১%) লিখিত চুক্তিপত্র পেয়েছেন। এই প্রচলিত চর্চা সম্ভবত এটিও বোঝায় যে, বেশিরভাগ অস্থায়ী কর্মী মাসিক বেতন পাওয়ার সময়ও কোনও লিখিত চুক্তিপত্র পায়নি। (উদাহরণ স্বরূপঃ ৯৫% কর্মী মাসিক বেতন পায় প্রত্যেক মাসের শেষে) চুক্তিপত্রের পূর্বপ্রচলিত পন্থা হল নিয়োগপত্র (অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার)- জরিপে অংশ নেওয়া শ্রমিকদের মধ্যে ৯৫ ভাগ তাদের কারখানা মালিকদের কাছ থেকে নিয়োগপত্র (অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার) পেয়েছেন।

হাজারীবাগের কাজের পরিবেশ সন্তোষজনক নয়। অপর্যাপ্ত টয়লেট সুবিধা (পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের জন্য পৃথক টয়লেট নেই); কারখানার ভেতরে উষ্ণ বাতাস ও বাজে পরিবেশ; খারাপভাবে নকশা করা বের হওয়ার পথ, খাওয়ার জায়গা অথবা ক্যান্টিনের অভাব; উৎপাদন কাজের সময় নিরাপত্তার সরঞ্জামের ব্যবহারের অভাব হচ্ছে শোচনীয় কাজের পরিবেশের কিছু উদাহরণ। বেশীরভাগ শ্রমিক বিশ্বাস করে যে এই স্থানান্তরে সাভারে কারখানার ভেতরের অবস্থার উন্নতি করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এটি একটি কারণ, যে কারণে শ্রমিকরা স্থানান্তরের জন্য অপেক্ষা করছে।

গড় বেতন ২০১৭ সালের দারিদ্র্য সীমার চেয়ে কম। (সূত্রঃ হাজারীবাগ ত্বরিত মূল্যায়ন ২০১৭) আনুমানিক গড় মাসিক বেতন হল ৯ হাজার ৫০০ টাকা। ৪.৭ সদস্যের একটি পরিবারের জন্য প্রাপ্তি হল প্রতি মাথাপিছু মাসিক আয় ২০২১ টাকা (অর্থাৎ ৯,৫০০/৪.৭ টাকা)। হায়েস ২০১০ (জাতীয় গৃহস্থালি আয়-ব্যয় জরিপ) দারিদ্র্য সীমারেখার উচ্চতর মান হল মাথাপিছু ১,৬০০ টাকা প্রতি মাসে। ২০১০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল প্রায় ৪৮%, ২০১৭ সালে দারিদ্র্য সীমারেখার উচ্চতর মান হত মাথাপিছু ২৩৬৮ টাকা প্রতি মাসে (একটি ৪.৭ সদস্যের পরিবারের জন্য সমমানের মাসিক বেতন হল ১১,১৩০ টাকা)। এই হিসাব মতে ট্যানারি শ্রমিকরা যে গড় আয় করে তা ২০১৭ সালের জন্য হিসাবকৃত দারিদ্র্য সীমারেখার উচ্চতর মানের নিচে। ***অধিকাংশ শ্রমিক নূন্যতম মজুরি আইন সম্পর্কে সচেতন নয়।*** মাত্র ৪৬% শ্রমিক সর্বনিম্ন মজুরির আইন সম্পর্কে সচেতন, যাদের মধ্যে বয়সভেদে করা গেছে।

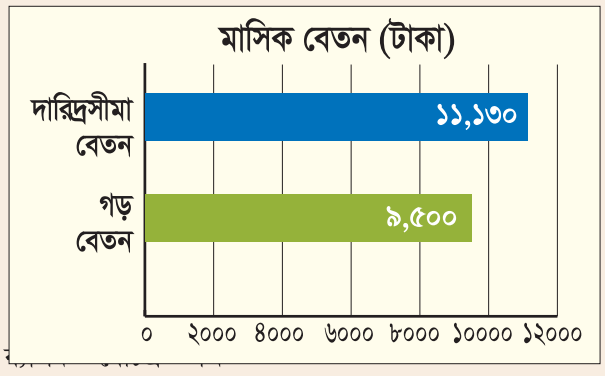

অন্যান্য কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সুবিধাদি প্রায় অস্তিত্বহীন। অন্যান্য কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সুবিধাদি যেমন প্রভিডেন্ট ফান্ড; বীমা; পরিবহন সুবিধা; এবং চাইল্ড কেয়ার ফ্যাসিলিটি প্রায় নেই বললেই চলে। চামড়া বাংলাদেশের মধ্যে একটি আনুষ্ঠানিক ও সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে পরিচিত এবং এরকম একটি খাতে শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থান সম্পর্কিত নানা সুবিধাদি বাড়ানো উচিত। সম্প্রতি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এমন কিছু সুবিধা যেমন পেনশন/প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং বীমা প্রস্তাবিত হয়েছে সম্প্রতি অনুমোদিত 'জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে' (এনএসএসএস)[২]।

---

[১] *মনে রাখতে হবে যে উত্তরদাতারা সব ধরণের শ্রমিকদের মধ্য থেকে এলোমেলোভাবে নির্বাচিত (যেমন, অস্থায়ী এবং চুক্তিগুলি সহকারে শ্রমিক) যাতে নমুনা নির্বাচনে পক্ষপাত কম হয়।*

[২] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ২০১৫ সালের জুনে অনুমোদিত হয় এবং এটি বর্তমানে অনুমোদন থেকে বাস্তবায়নের পথে রয়েছে।*

দক্ষতা বিকাশ বা উন্নয়নের সুযোগ নেই। বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নে অপর্যাপ্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয় যা বিস্ময়কর নয়। জরিপে অংশ নেওয়া প্রায় ৯৫% শ্রমিক তাদের কাজের বয়সের মধ্যে তাদের দক্ষতা বিকাশ বা উন্নয়নের সুযোগ পায়নি। ট্যানারি শিল্পের মধ্যে শ্রমিকদের গতিবিধি সীমিত। জরিপে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের মধ্যে কেবলমাত্র ৩১% শ্রমিক কারখানা বদলেছে। ৫০% এর চেয়ে বেশি শ্রমিক বলেছে কারখানা বা কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তনের প্রধান কারণ কম মজুরি। কারখানাসমূহের মধ্যে শ্রমিকদের গতিবিধি সীমিত থাকার প্রধান কারণ হিসেবে পর্যবেক্ষণ করা গেছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত মজুরি ও কাজের পরিবেশ একইরকম থাকে, শ্রমিকরা একই কারখানায় থাকতে চায়।

শ্রমিক ইউনিয়ন

একটি শ্রমিক ইউনিয়ন চামড়া সেক্টরের শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করছে। শুধুমাত্র একটি অরাজনৈতিক শ্রমিক ইউনিয়ন চামড়া সেক্টরের শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করছে। ইউনিয়নের নেতাদের মতে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে এর সাথে সংশ্লিষ্টতা নেই। শ্রমিক ইউনিয়ন সম্পর্কে সচেতনতা প্রায় ৮০% হলেও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শ্রমিক সদস্যপদ নিয়েছে- সম্ভবত এটি নির্দেশ করে যে ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের আরো প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সদস্যপদ গ্রহণ না করার কারণ হিসাবে সদস্য নয় এমন শ্রমিকদের ৮০% ই তথ্যের অভাবের কথা জানিয়েছে।

শ্রমিকদের উপলব্ধি ইতিবাচক। হাজারীবাগের কর্মীরা শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা আছে। ইউনিয়নের কার্যকারিতা ৯০% এরও বেশি যা বাংলাদেশের কোনও সংস্থার জন্য একটি ভাল মাপকাঠি। ৩৫% এরও বেশি দাবি করেন যে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি তাদের ইস্যুগুলি সমষ্টিগতভাবে সমাধান করতে পেরেছে, যখন ৬০% এরও বেশি শ্রমিকরা বলেছে যে শ্রমিক ইউনিয়ন তাদের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল মোট ২০১৫ সালের জুনে অনুমোদিত হয় এবং এটি বর্তমানে অনুমোদন থেকে বাস্তবায়নের পথে রয়েছে। কর্মস্থল সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে সহায়তা করছে যেমন চুক্তিপত্র; ছুটি এবং অন্যান্য সুবিধাদি ইত্যাদি। কিন্তু যেসব শ্রমিক বিশ্বাস করেন যে শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যকর নয় (৭%) তারা শ্রমিক ইউনিয়নের অকার্যকরতার জন্য কিছু কারণ তুলে ধরেছে। তাদের মধ্যে প্রায় ৭০% (অর্থাৎ ৭% এর ৭০%) বিশ্বাস করে যে ***শ্রমিক ইউনিয়ন তাদের প্রয়োগ ক্ষমতার দুর্বলতার কারণে অকার্যকর হয়ে পড়েছে।*** শ্রমিক ইউনিয়নের দুর্বল দিক ২৭ মে, ২০১৭ অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভাতে প্রকাশ হয়ে পড়ে যখন তারা দ্বিতীয় সেরা উপায় বেছে নেয়, যেটি হল জুলাই/আগস্টের বেতন না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া।

স্থানান্তরের বিষয়ে দুর্বল যোগাযোগ। যদিও স্থানান্তরণের বিষয়টি ট্যানারি শ্রমিকদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাদের মধ্যে ৬৫% ইউনিয়ন এবং মালিকদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পর্কে সচেতন নয়। এই চুক্তির বিষয়বস্তু সব শ্রমিকদের জানা উচিত ছিল। এটি শ্রমিক ইউনিয়নের কাজের দুর্বলতাই প্রকাশ করে। যদিও শ্রমিক ইউনিয়ন যেসব কর্মী বিষয়টি সম্পর্কে অবগত (যেমন ৩৫%) তাদের জন্য এই দ্বিপক্ষীয় চুক্তির ওপর তথ্য সরবরাহের মূল উৎস, তথ্যের অন্য প্রধান উৎসগুলো হলো নিয়োগকর্তা এবং সহকর্মীবৃন্দ।

সাভারে স্থানান্তর

সাভারের স্থানান্তর সংক্রান্ত সমস্যাগুলি দুটি কোণ থেকে যাচাই করা হয়েছে: (i) হাজারীবাগের শ্রমিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে; এবং (ii) ইতিমধ্যে স্থানান্তরিত শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা থেকে।

হাজারীবাগের শ্রমিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে স্থানান্তর এটি একটি ট্যানারি কর্মীর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যদিও জরিপে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (১৪%) এই পদক্ষেপ সম্পর্কে সচেতন নয়। স্থানান্তরের নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। বেশিরভাগ শ্রমিক (জরিপে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের ৯০%) মনে করেন যে স্থানান্তরের মাধ্যমে তাদের ক্ষতি হয়েছে (যেমন নেতিবাচকভাবে)। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত (i) আয় এবং কাজের ক্ষতি; এবং (ii) ইউটিলিটিগুলিতে কোন অ্যাক্সেস না থাকা। ট্যানারি মালিকরা তাদের স্থানান্তরের ক্ষতিপূরণ হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ক্ষতিপূরণ লাভ করেছে। তবে সরকার কর্তৃক শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। কেবলমাত্র শ্রমিকদের একটি ছোট অংশ মালিকদের কাছ থেকে সাময়িক চাকরিচ্যুতির জন্য ক্ষতিপূরণ পেয়েছে।

শ্রমিকদের অর্ধেক অনিশ্চিত ছিল। সাভারে স্থানান্তর করার জন্য এখনো ৫০% শ্রমিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। তারা সম্ভবত বেতন এবং বিভিন্ন সুযোগসুবিধা সম্পর্কে আরো তথ্য পেতে অপেক্ষা করছে যেমন হাউজিং; স্কুল; কাজের অবস্থা ইত্যাদি। এই শ্রমিকদের বৃহৎ অংশকে সাভারে মৌলিক চাহিদাসমূহের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন যা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে। অন্যদিকে, ১৩% তাদের স্থানান্তরের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রায় জরিপে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের ৭০% এর মধ্যে এই আস্থা আছে যে সাভারে এই কাজের ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতার কারণে তারা পুনর্নিয়োগ পাবে। তবে, শ্রমিকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ- ৩০% এর বেশি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে তাদের সাভারে কাজে রাখা হবে না।

সাভার সম্পর্কে কর্মীদের পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই। জীবনের চার গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রয়োজনীয়তা হল বাসস্থান; স্বাস্থ্য; শিক্ষা এবং পরিবহন। কারখানার কর্মীদের জন্য একটি অতিরিক্ত চিন্তার বিষয় পেশাগত নিরাপত্তা কারণ তারা তাদের জীবনের একটি বড় অংশ কারখানাগুলোতে ব্যয় করে। পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন করে শ্রমিকদের কাছ থেকে সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া যায়নি। শ্রমিকদের চিন্তা মূলত পাঁচটি প্রধান মৌলিক চাহিদাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। যেহেতু শ্রমিকরা তাদের প্রশ্নের সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া পাননি, তাদের চিন্তাভাবনা পাঁচটি মৌলিক চাহিদাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। সাভারে স্থানান্তরের বিষয়ে প্রধান উদ্বেগ হল বাসস্থান (৯৯%); পরিবহন (৯৭%) এবং স্বাস্থ্য (৯০%)। জরিপে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের মধ্যে ৯০% এর বেশি উপরে উল্লেখিত তিনটি মৌলিক চাহিদাকে চিহ্নিত করেছে স্থানান্তরের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা হিসেবে। এই সমস্যাসমূহের সাথে শিশুদের শিক্ষা (৭১%) এবং পেশাগত নিরাপত্তা (৬৯%) সংক্রান্ত উদ্বেগের কথাও বলেছে শ্রমিকরা।

স্থানান্তর সম্পর্কে ধারণা নেতিবাচক। এটি খুবই অভাবনীয় ব্যাপার যে শ্রমিকদের মধ্যে স্থানান্তর সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা চালু আছে। বিশেষ করে, তাদের উত্তরগুলো পাঁচটি মৌলিক চাহিদার বেলায় খুব বেশি নেতিবাচক ছিল (যেমন ৯৮ থেকে ৯৯%-এর

মধ্যে)। অভিযোগ পাওয়া গেছে যে স্থানান্তর পরিকল্পনা করার সময় শ্রমিক কল্যাণ সংক্রান্ত বিষয়াবলী উপেক্ষিত হয়েছে। এটা বিশ্বাস করতে অভাবনীয় লাগে যে শ্রমিকরা এই স্থানান্তরের কথা নেতিবাচকভাবে বিবেচনা করছে কারণ তাদের ধারণা এই স্থানান্তরের মাধ্যমে তাদের প্রত্যাশা পূরণ হবে না। তাদের কাছ থেকে পাঁচটি মৌলিক চাহিদার বেলায় খুবই উচ্চহারে নেতিবাচক উত্তর পাওয়া গেছে (যেমন ৭১ থেকে ৭৫% সীমার মধ্যে)।

স্থানান্তরিত শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা

সাভারে ট্যানারিসমূহ স্থানান্তরিত হচ্ছে। সাভারে যে ১৫৪টি ট্যানারি জমি পেয়েছে, ৬২টি ইউনিট উৎপাদন শুরু করেছে। ৭৭টি ফার্ম ট্যানিং ড্রাম ইন্সটল করেছে এবং ৭২টি ইউনিট বিদ্যুত সংযোগের জন্য আবেদন করেছে। মাত্র ২০টি ইউনিটকে গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ৫৫টি ইউনিটে পানি সংযোগ দেওয়া হয়েছে। অন্য সকল কারণের মধ্যে, সাভারে ট্যানারিগুলো চলে যাওয়াতেই শ্রমিকদের স্থানান্তরিত হতে হচ্ছে।

সাভারে স্থানান্তরিত ট্যানারি

স্থানান্তরিত শ্রমিকদের মধ্যে তিনটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গ্রুপ রয়েছে। সাভারে কমর্রত শ্রমিকদেরকে (স্থানান্তরিত) তিনটি ভাবে বিভক্ত হতে পারে তাদের বর্তমান থাকার অবস্থার উপর নিভর করে: (i) পরিবারকে নিয়ে স্থানান্তরিত হয়েছে- ১০০% এর মধ্যে খুবই অল্প, মাত্র ১৬%; (ii) পরিবারকে ছাড়া স্থানান্তরিত হয়েছে এটি সর্বোচ্চ ৪৬%; এবং (iii) প্রতিদিন যাতায়াতকারী ৩৮%. শ্রমিকদের বেশিরভাগ (প্রায় ৯৭%) ২০১৭ সালে সাভারে কাজ শুরু করেছে. ৬০% বেশি শ্রমিক এপ্রিল ২০১৭ এর পরে সাভারে আসে যেটি মূলত ত্বরান্বিত হয়েছে কারখানা বন্ধের কারণে।

আবাসন একটি প্রধান সংকট। পছন্দসই সাশ্রয়ী বাড়িভাড়ায় আবাসন খুঁজে বের করাটা শ্রমিকদের জন্য একটি (৮৮%) এর পরে রয়েছে ডাক্তার/হাসপাতাল খুঁজে বের করা, (৩৯%) এবং সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা (২৬%)। ২০% এর বেশি পরিবহনের সমস্যার কথা বলেছে- এই অংশটি খুব সম্ভবত প্রতিদিন যাতায়াত করে।

স্থানান্তরিত শ্রমিকদের জন্য আর কোন ভালো চাকরির শর্তাবলী নেই। প্রায় ৯০% স্থানান্তরিত শ্রমিক সাভারে তাদের বর্তমান চাকরির মধ্যে কিছুটা ফাঁকফোকর দেখতে পেয়েছে এবং হাজারীবাগে কারখানা বন্ধ ও স্থানান্তর এর কাঠামোগত দৃষ্টিকোণকে উপস্থাপন করে। সাভারে স্থানান্তরিত শ্রমিকদের অতি অল্প সংখ্যক (১০%) অস্থায়ী চাকরিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। আরেকটি বিরক্তিকর তথ্য হল যে তাদেরকে হাজারীবাগের চেয়ে কোন ভালো কর্মসংস্থান প্যাকেজ দেওয়া হয়নি যেখানে বেশিরভাগ শ্রমিক ভেবেছিল যে চাকরির শর্তাবলী সাভারে আরও ভালো হবে ভালো বেতন, অন্যান্য সুবিধা, কাজের নিরাপত্তা এবং কাজের পরিবেশ ইত্যাদির ভিত্তিতে।

প্রকৃত মজুরি কমে গেছে। সাভারে গড় বেতন সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা হল ১১,১১১ টাকা যা কিনা সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সীমা মধ্যে (যথাক্রমে ১৭,০০০ টাকা ও ৮০০০ টাকা)। নমিনাল টার্মে গড় মজুরি হাজারীবাগের চেয়ে প্রায় ১৭% (উদাহরণ স্বরূপঃ ১১,১১১ টাকা/৯,৫০০ টাকা) বেশি টাকা পাচ্ছে শ্রমিকরা। কিন্তু বাড়িভাড়ার জন্য বেশি ভাতা দেওয়ার জন্য সাভারে প্রকৃত গড় মজুরি প্রায় ৭,০০০ টাকা থেকে ৮,০০০ টাকায় কমে গেছে (উদাহরণ স্বরূপঃ ১১,১১১ টাকা - ৪,০০০ টাকা [মূলত বাড়িভাড়া বেশি থাকার কারণে]) যা বোঝায় হাজারীবাগের তুলনায় প্রকৃত গড় মজুরি কমে গেছে।

থাকার পরিবেশ খারাপ হয়েছে। প্রায় ৮৮% বাস্তুচ্যুত শ্রমিকেরা বলেছেন যে হাজারীবাগের তুলনায় তারা সাভারের চেয়ে ভালো নেই- যা হাজারীবাগের শ্রমিকদের দ্বারা প্রকাশিত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করেছে। অস্বস্তির কারণগুলি বাসস্থান বা আবাসনসংক্রান্ত বিষয়সমূহের সাথে শিশু শিক্ষা; ডাক্তার/হাসপাতাল; এবং বিনোদনের অভাব ইত্যাদি বিষয়গুলো জড়িত। সাভারের বাসিন্দাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য কি করা দরকার এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রমিকদের প্রায় সবাই বাসস্থানের অবস্থার উন্নয়নের (১০০%) কথা উল্লেখ করেছে, বাসস্থানকে মূল বিষয় হিসেবে উল্লেখের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতালের (৯৯%) সুযোগসুবিধার কথা বলেছে প্রায় সবাই। মসজিদ নির্মাণ এবং বিনোদনের সুবিধাদির কথা বলেছে যথাক্রমে ৯০% এবং ৭২% উত্তরদাতা।

সাভারে সবকিছুই খারাপ নয়। কিছু শ্রমিক সাভারের কাজের পরিবেশের উন্নতির কথা জানান। সাভারের শ্রমিকদের (বাস্তুচ্যুত) যারা সাভারের কাজের পরিবেশের ভালো দিক খুঁজে পেয়েছেন যারা পাঁচটি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হল: বেশি জায়গা (৮৭%); আরও ভালো টয়লেটের সুবিধা (৭৮%); পরিষ্কার এবং আলো বাতাসপূর্ণ (৭১%); ক্যান্টিন সুবিধা (৫৭%) এবং পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল (৩৯%)।

কারখানা কর্তৃক প্রদত্ত পরিবহন ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত এবং ঝুঁকিপূর্ণ। পরিবহন খরচ বেশি এবং সরকারী-বেসরকারী যানবাহনগুলো যাত্রী পরিবহণের জন্য প্রধান পদ্ধতি (৬৫% এর বেশি নির্ভর করে)। হাজারীবাগ থেকে সাভারে একমুখী যাতায়াতে পরিবহন খরচ গড়ে ১১৬ টাকা যা শ্রমিকদের দৈনিক আয়ের ২৭% ভাগ। যাত্রী শ্রমিকদের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি কারখানা কর্তৃক প্রদত্ত পরিবহন ব্যবস্থা ব্যবহার করে। যদিও তাদের মধ্যে কয়েকজন অভিযোগ করেছে যে তাদের পশুর চামড়া এবং সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল বহনকারী ট্রাকগুলিতে ভ্রমণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। একমুখী যাতায়াতে গড় সময় লাগে এক ঘন্টার (যেমনঃ ৬৭ মিনিট) চেয়েও বেশি সময়। এভাবে প্রতি দিন, শ্রমিকরা হাজারীবাগ থেকে সাভারে যাতায়াতে দুই ঘন্টার মত খরচ করে যা তাদের উৎপাদনশীলতা এবং প্রকৃত আয়ের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

সেন্ট্রাল এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (সিইটিপি)

বর্তমান অবস্থা

বিদ্যুৎ সংযোগের সমস্যার কারণে সিইটিপি সম্পূর্ণ কার্যকরী হয়নি। সিভিল ও মেকানিক্যাল উপাদান সম্পর্কিত সমস্ত কাজ সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সমস্যাটি বিদ্যুতের সংযোগের সাথে জড়িত। আগস্ট ২০১৭ এর হিসাবে, শুধুমাত্র ৫০% বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। বাকি ৫০% বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত সিইটিপি সম্পূর্ণ ধারণক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করতে পারবে না। উপরন্ত, লবণ পরিশোধন ব্যবস্থা এবং কঠিন বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা এখনও সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়নি। অবশিষ্ট কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য বিসিক দুই বছর সময় বৃদ্ধির অনুরোধ করেছে।

এরেশন রেট (বাতাসের হার) সন্তোষজনকের চেয়ে কম। বর্তমানে এরেশন রেট (বাতাসের হার) ৭৫% থেকে ৮৫% পর্যায়ে রয়েছে, যদিও লক্ষ্য ৯৫%-৯৮% হার অর্জন করা। এই এরেশন রেট (বাতাসের হার) 'ব্যাক্টেরিয়া' উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি বর্জ্য শুদ্ধিকরণে সাহায্য করে। এই বিচ্যুতির জন্য ঠিকাদার কোম্পানিকে দায়ী করা হয়েছে। তবে ঠিকাদার কোম্পানিকে মনে করে যে ৯৫% হার অবশিষ্ট কাজ যেমন বাকি মডিউলের বিদ্যুত সংযোগ ও সিস্টেমে রাসায়নিক নিষ্কাশন শেষের পর অর্জন করা যাবে।

সিইটিপির অযথাযথ ব্যবহারে অসন্তোষজনক ফলাফল পাওয়া গেছে। (ক) সিইটিপি ২৪ ঘন্টা চালানো প্রয়োজন হবে ক্রমাগত 'ব্যাকটেরিয়া' তৈরি করার জন্য (উদাহরণ স্বরূপঃ ব্যাকটেরিয়া জৈবপদার্থ অক্সিডাইজ করবে এবং সিস্টেমের মধ্যে দূষণের চাপ কমাবে)। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিটি ক্রমাগতভাবে পরিচালিত হয় না বরং এটি থেমে থেমে পরিচালিত হয় যার ফলে এটি 'ব্যাকটেরিয়া'র বৃদ্ধি এবং মৃত্যু হয়; এবং (খ) সিওডি (COD) কে মোকাবিলা করতে নিষ্কাশন পাইপ বসাতে হবে নিয়ন্ত্রণকারী রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করতে হবে। যদিও প্রয়োজনীয় নিষ্কাশন পাইপ ইতিমধ্যে বসানো হয়েছে, রাসায়নিক পদার্থ এখনো কেনা হয়নি। ফলে সন্তোষজনক ফলাফল এখনো পাওয়া যায়নি সিওডি (COD) নিয়ন্ত্রণে।

সিইটিপি অপারেশনে ট্যানারি মালিকদের সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে। (ক) প্রতিটি ট্যানারি কারখানার আদর্শভাবে বর্জ্য মুক্ত করার জন্য দুটি পৃথক পাইপ থাকা উচিত, একটি বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য, এবং অন্যটি ক্রোম (একটি খুব অপসারণের বিষাক্ত বর্জ্য) অপসারণের জন্য। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে যদিও ক্রোমের সীমা <= ২ (মিলিগ্রাম/লিটার), বাস্তবে বেশিরভাগ সময় ক্রোমের ঘনত্ব প্রতি লিটারে ৫ মিলিগ্রামের বেশিও পাওয়া গেছে। কিন্তু এই আদর্শ পদ্ধতিটি ট্যানারিগুলোর দ্বারা অনুসরণ করা হচ্ছে না। বরং কিছু ট্যানারি তাদের বর্জ্য একই পাইপের মাধ্যমে নিষ্কাশিত করে এবং এটি সিইটিপিতে চলে যায়; এবং (খ) প্রতিটি ফ্যাক্টরিতে তিনটি (৩) স্ক্রিন বসাতে হবে যাতে করে পাইপলাইনে তরল পদার্থ ছাড়ার আগে কঠিন বর্জ্য পদার্থ বিশোধন করা/ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যদিওবা স্ক্রিন বসানো হয়, বর্জ্য নিষ্কাশনের আগে স্ক্রিন উঠিয়ে ফেলা হয় (এই পদ্ধতি হাজারীবাগে অনুসরণ করা হত)।

ব্যবস্থাপনা

ব্যবস্থাপনা কমিটি এখনো তৈরি হয়নি। এটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে সিইটিপি একটি কমিটি দ্বারা পরিচালিত হবে যা গঠিত হবে বিসিক (BSCIC) ও ট্যানারি মালিকদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে। এই বিষয়ে কোন অগ্রগতি হয়নি। এটি একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় হল যে সিইটিপির ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা ক্ষুন্ন হতে পারে যদি না এই কমিটি অবিলম্বে গঠিত হয়। এই ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা সংক্রান্ত আরেকটি ইস্যু হল কে সিইটিপি চালানোর খরচ বহন করবে? প্রতি বছর সিইটিপি চালানোর খরচ ৩-৪ কোটি টাকা হিসাব করা হয়েছে।

বাংলাদেশী কর্মকর্তাদের সমতা বিনির্মাণের উদ্যোগ নেই। বিসিক ও ঠিকাদারের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী, সিইটিপি নির্মাণ ও স্থাপনের পর পরের দুই বছর ধরে ঠিকাদারের দায়িত্ব থাকবে এটি পরিচালনা করার। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশি অংশের প্রযুক্তিবিদ/প্রকৌশলী/কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য অনেক সময় ব্যয় করা হবে। চুক্তির অধীনে ৬০ জন বাংলাদেশি অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষিত করা হবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি হয়নি।

এটি নানা সমস্যায় বিজড়িত। এই সমস্যাগুলোর সমাধানে বিসিকের নিবিড় নজরদারির প্রয়োজন। কিন্তু বিসিকের অংশে মালিকানার অভাব এখানে প্রকাশ পায়। ঠিকাদার কর্মক্ষমতা সন্তোষজনক নয়।

স্যাম্পল/ নমুনা বিশ্লেষণ

নমুনা পরীক্ষা ফলাফল আশংকাজনক। বুয়েট ও পরিবেশ অধিদপ্তরের দ্বারা সংগৃহীত তথ্য/নমুনা বিশ্লেষণে সিইটিপির নিঃসরণ পয়েন্টে 'ধলেশ্বরী' নদী থেকে প্রাপ্ত ফলাফল আশংকাজনক। সকল স্যাম্পল প্যারামিটার সীমার বাইরে। সিওডি (COD) ও বিওডি (BOD) স্যাম্পল সীমা অনুমোদিত সীমার অনেক উপরে সিওডি (COD) এরঅনুমোদিত সীমা হল <২০০

(মিলিগ্রাম/লিটার) এবং সিওডি (COD) এর অনুমোদিত সীমা হল <৩০ (মিলিগ্রাম/লিটার)[৩]। পরিবেশ অধিদপ্তরের ফলাফল আশংকাজনক। পরিবেশ অধিদপ্তরের স্যাম্পল যেটি ডিসেম্বর ০৭, ২০১৬ থেকে এপ্রিল ০৯, ২০১৭ এর মধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে দেখা গেছে সকল বিশ্লেষিত প্যারামিটার তাদের নিজস্ব সীমার উপরে রয়েছে। মন্তব্য কলামে পরিবেশ অধিদপ্তর দেখিয়েছে যে 'ইসি (EC), টিডিএস (TDS), এসএস (SS), ক্লোরাইড (Chloride), ডিও (DO), বিওডি (BOD), সিওডি (COD), মোট সিআর প্যারামিটার সীমার বাইরে।

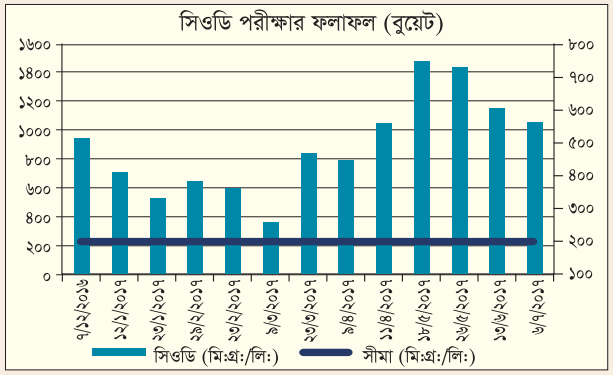

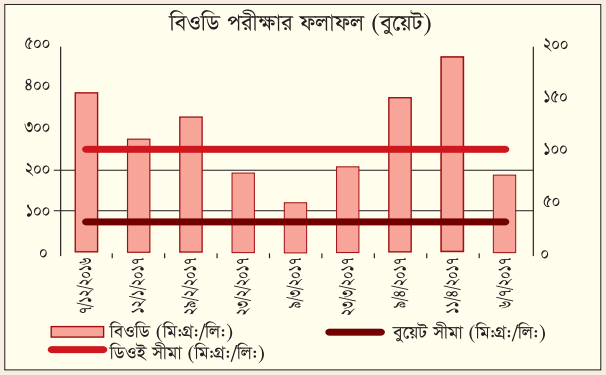

অংশীদাররা সিইটিপির ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত। বেশীরভাগ ট্যানারির মালিকরা বিশ্বাস করেন যে সিইটিপির দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হতে পারবে না যদি অশোধিত বর্জ্য থেকে সরাসরি 'ধলেশ্বরী নদী' নদীতে নির্গত হয়। ভয়ের বিষয় হচ্ছে যে এটি 'বুড়িগঙ্গা' নদীর মত বিষাক্ত হয়ে যেতে পারে। ধলেশ্বরী নদীতে দূষণের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এমারিটাস আইনুন নিশাত বলেনঃ "হাজারীবাগ থেকে সাভারে ট্যানারি শিল্পের স্থানান্তর অবশ্যম্ভাবী ছিল, যেহেতু এই শিল্পটি বুড়িগঙ্গা নদীকে বছরের পর বছর ধরে অশোধিত বর্জ্য ফেলে নষ্ট করে দিয়েছে। ধলেশ্বরী নদীকেও একই ভাগ্যবরণ করতে হতে পারে যদি এটিকে রক্ষা করতে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া না হয়।" ডেইলি স্টার এবং দ্য ডেইলি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসে প্রকাশিত রিপোর্টে একই ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

সুপারিশমালা

বেতন, অন্যান্য সুবিধা এবং কাজের শর্ত

অব্যবাহিত[৪]

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাদের মতে, হাজারীবাগ কর্মীদের (যারা এখনো সাভারে স্থানান্তর করেনি) জুলাই ও আগস্টের মাসের জন্য বেতন ছাড়াই তাদেরকে ছুটি দেওয়া হয়েছে এই বলে আশ্বাস দিয়ে তারা ২০১৭ সালের আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে (অর্থাৎ আরো বিশেষভাবে ২৬ আগস্ট) পুনরায় নিয়োগ পাবে এবং ঈদুল আযহার (জুলাই ও আগস্ট মাসের জন্য বেতন বাদে) জন্য শুধুমাত্র বোনাস প্রদান করা হবে।

মালিক বা শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে সাম্প্রতিক চুক্তি অনুসারে মালিক কর্তৃক প্রদেয় এক বা দুই মাসের বেতন পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে যেটা মালিকপক্ষ দিচ্ছে না। যদি ধরা হয় জুলাই/অগাস্টে মোট ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১৫,০০০ (মোট শ্রমিকের সংখ্যা => ৩০,০০০; স্থানান্তর অথবা শোষণের হার ৫০%; ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৩০,০০০X০.৫=> ১৫,০০০); এবং গড় মাসিক বেতন ১০,০০০ টাকা; প্রতি মাসে মোট টাকা প্রদানের জন্য আনুমানিক লাগবে ১৫,০০০ X ১০,০০০ টাকা = ১৫০,০০০,০০০ অথবা ১৫ কোটি টাকা। দুই মাসের জন্য এর পরিমাণ হবে ৩০ কোটি টাকা।

এটা অত্যাবশ্যক যে শ্রমিকদের জুলাই/আগস্টের মাসগুলোর বেতন দিয়ে দেওয়া উচিত না কারণ বেতন না পেলে তারা খুব অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পরে যাবে কারণ তাদের অধিকাংশেরই খুব অল্প সঞ্চয় বা কোন সঞ্চয় নেই। আমাদের হিসাব থেকে বোঝা যায় যে দুই মাসের জন্য প্রয়োজন হবে ৩০ কোটি টাকা। প্রধান ইস্যু হল, কিভাবে এই অর্থায়ন করা হবে? নিম্নলিখিত বিকল্পগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে:

অর্থায়নের বিকল্পপন্থাসমূহঃ

- মালিকদের উপর আরোপিত ৩২ কোটি টাকার শাস্তি যেটি পরবর্তীতে হাইকোর্ট কর্তৃক রহিত হয়।
- স্থানান্তর ফান্ড থেকে ২৫০ কোটি টাকা মালিকদের দেওয়া হয়েছে যাতে করে স্থানান্তর সহজতর হয়।
- সরকারের সামাজিক সুরক্ষা তহবিল বাজেট থেকে।
- সরকারের ব্লক অনুদান থেকে

[৩] *বুয়েট পরিবেশ অধিদপ্তরের দ্বারা নির্ধারিত সীমার চেয়ে আরও কড়া সীমা ব্যবহার করছে। বিশেষত, ১৯৯৭ সালের পরিবেশ সংরক্ষণের বিধিমালা অনুযায়ী- শিডিউল ১২-ট্যানারি শিল্পের আওতায় টেবিল জে, বিওডির সীমা ১০০ মিগ্রা/লি। লিঙ্ক: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bgd19918.pdf ১৯৯৭ সালের ইসিআর-এর শিডিউল ১০ এর "শিল্প ইউনিট বা প্রকল্প থেকে বজ্যেরু মান এ অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ৫০ মিগ্রা/লি বর্জ্য নির্গত করা যায়। কিন্তু ট্যানারি শিল্পের জন্য নির্ধারিত শিল্পের নির্দিষ্ট সীমা দ্বারা এটি বাতিল হয়ে যায়- শিডিউল ১২ এর টেবিল জে তে এটি রয়েছে।*

[৪] *অব্যবহিত বলতে কোন টাইম ফ্রেম বোঝানো হয়নি; স্বল্পমেয়াদী বলতে ৬ থেকে ১৮ মাস বোঝানো হয়েছে জুন ২০১৭ থেকে; মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী বলতে ২ থেকে ৫ বছর বোঝানো হয়েছে জুন ২০১৭ থেকে।*

দায়িত্বঃ মালিকপক্ষ; শ্রমিক ইউনিয়ন

স্বল্প মেয়াদী

ক) আলোচনা থেকে জানা গেছে সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালের মধ্যে সাভারে প্রায় সব শ্রমিককে পুনর্নিয়োগ করা হবে। তবে, বাসস্থান এবং অন্যান্য সুবিধার অভাবের ফলে সাভারে শ্রমিকদের সম্পূর্ণ পরিবার পুনর্বাসনের জন্য সময় লাগবে। সুতরাং, এই রূপান্তরের সময়, হাজারীবাগ থেকে সাভারে আসা যাওয়া শ্রমিকদের জন্য একটি প্রধান উদ্বেগের কারণ হবে। তাই শ্রমিকদের পরিবহন সুবিধাসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে যতদিন সম্পূর্ণরূপে স্থানান্তর না করা যায়। একটি কার্যকর পরিবহন ব্যবস্থার আয়োজন করতে হবে যাতে করে শ্রমিকদের উপর এবং সামগ্রিক উৎপাদনশীলতার উপর একটি যথার্থ প্রভাব ফেলার পাশাপাশি সঙ্গে সময় সংরতি হয়।

খ) উপরন্ত, সাভারে স্থানান্তরণ সহজতর করার জন্য শ্রমিকদেরকে ২৫,০০০ টাকা এককালীন প্রদান করা যেতে পারে। এতে খরচের পরিমাণ দাঁড়াতে পারে ৭৫ কোটি টাকা (৩০,০০০ X ২৫,০০০ টাকা = ৭৫০,০০০,০০০ অথবা ৭৫ কোটি টাকা)। শ্রমিকদের সাথে আলোচনা এবং তাদের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলে পরামর্শ পাওয়া যায় যে সাভারে পুরোপুরি স্থানান্তর সহজ হবে না এবং আরও খরচ ও সময়কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

গ) কাজের অবস্থা (চাইল্ডকেয়ার, ক্যান্টিন এবং টয়লেট) এবং অধিকাংশ বাস্তুচ্যুত শ্রমিকের জন্য চাকরির শর্তাবলী উন্নত হয়নি। চামড়া সেক্টরে জড়িত সকল এজেন্টের এটি একটি সুযোগ যে এই স্থানান্তরের মাধ্যমে কাজের পরিবেশ এবং নিরাপত্তা উন্নত করা যেতে (বিশেষত, কারখানার ভেতরে তাদের চাহিদা পর্যাপ্ত টয়লেট সুবিধার চাহিদা আছে- পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে; উন্নত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা শর্ত এবং জাতীয়ভাবে স্বীকৃত অনুযায়ী বিল্ডিং কোড স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলতে হবে (যেমন একটি গার্মেন্টস কারখানার কমপ্লায়েন্সের মত) কারখানার ভেতরে এবং শ্রমিকদের বর্ধিত সুবিধাদির জন্য (যেমন মজুরি, এবং বীমা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডগুলির বিধান ইত্যাদি)।

বিকল্পপন্থাসমূহঃ

• রূপান্তরের সময় শ্রমিকদের জন্য হাজারীবাগ থেকে সাভারের পরিবহনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মালিক এবং কর্মীদের একটি স্বল্প খরচ এবং কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির সহায়তায় বিশেষ বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

• শ্রমিকদের এককালীন স্থানান্তর খরচ দেওয়া উচিত। এটি ৭৫ কোটি টাকার মত হতে পারে। যেহেতু বাংলাদেশ সরকার ২৫০ কোটি টাকার মত মালিকদের স্থানান্তর তহবিলের সম্প্রসারণ করেছে, শ্রমিক ও তাদের পরিবারের পুনর্বাসন সুবিধা সহজতর করার জন্য তারা আরও ৭৫ কোটি টাকা প্রদান করতে পারে। শ্রমিক স্থানান্তর তহবিলের বিতরণ পরিচালনার জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন, সরকার ও মালিক সমিতিগুলির সমন্বয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।

• ভাল কাজের পরিবেশ/নিরাপত্তা, উৎপাদনশীলতা এবং মুনাফার মধ্যে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক দেখাতে একটি গবেষণা করা যেতে পারে যাতে করে মালিকপক্ষ 'ভালো কাজের পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মধ্যে অনুপ্রাণিত হন।

• বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগের সাথে কাজ করা যেতে পারে- যেটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল জন্য কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের মূল সংস্থা, এখানে ভবিষ্যৎ প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং বীমা নিশ্চিত করতে হবে।

দায়িত্বঃ মালিকপক্ষ; এবং সরকার (শ্রম মন্ত্রণালয় এবং শ্রমশক্তি এবং শিল্প মন্ত্রণালয়)

মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী

শ্রম মন্ত্রণালয়ের ধারণা অনুযায়ী সাভারের স্থানটি স্থান সংকটের সম্ভাবনা কমাবে এবং নতুন অবস্থানে তাদের কিছু দীর্ঘমেয়াদী আকাঙ্খার কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলো হলঃ

• শ্রমিকদের জন্য বসবাসের জায়গা (ডরমিটরি)
• স্কুল এবং নিবেদিত হাসপাতালে জন্য ব্যবস্থা
• খেলার মাঠ; কাব এবং বিনোদনের অন্যান্য সুবিধা
• মসজিদ
• সিবিএ অফিস

চামড়া খাতের সকল সিদ্ধান্ত (যেমন, মালিক, সরকার, ক্রেতাদের এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান) শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদি আকাঙ্খার (বা প্রকৃত চাহিদার) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। এই কারণে নিম্নবর্তী পদক্ষেপগুলো নিতে হবেঃ

বিকল্পপন্থাসমূহঃ

• জমির আবশ্যিকতা, নির্মাণ ব্যয়, অর্থায়ন ব্যবস্থা (অর্থাৎ সরকারি এবং ব্যাক্তিখাত উভয় উৎস, প্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ - ব্যাঙ্ক ঋণ [স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক], বন্ড অর্থায়ন, এফডিআই, যৌথ উদ্যোগ ইত্যাদি বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাতে করে দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাবের কস্ট এবং বেনিফিট মূল্যায়ন করার জন্য একটি ব্যাপকমাত্রায় গবেষণা পরিচালনা করা উচিত। প্রত্যাশিত বেনিফিট মোট ফ্যাক্টর উৎপাদনশীলতায় (টোটাল ফ্যাক্টর প্রডাক্টিভিটি) লাভ অন্তর্ভুক্ত করা হবে; উন্নত মূল্যের সঙ্গে রপ্তানির চাহিদা বৃদ্ধি হবে এবং বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং হবে চামড়া জাত পণ্যের নতুন, টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক; এবং পরিবেশগত বন্ধুত্বপূর্ণ গন্তব্য হিসাবে।

- মালিক; সরকার; ক্রেতা এবং ফাইন্যান্সিয়ারদের সঙ্গে রিপোটেরু ফলাফল এবং সুপারিশ নিয়ে আলোচনা করতে হবে। এই পরামর্শ সভার একটি প্রধান ফলাফল হবে সব স্টেকহোল্ডারদের (অংশীদারদের) দ্বারা সম্মত একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি বাস্তবায়ন কমিটি বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিরীক্ষণ করবে।

দায়িত্বঃ সরকার (শ্রম মন্ত্রণালয় এবং শ্রমশক্তি এবং শিল্প মন্ত্রণালয়)

সিইটিপি সহ অবকাঠামো

অব্যবহিত

ক) সিইটিপি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামো ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে তাৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন করা প্রয়োজন - সম্পূর্ণ স্থানান্তরের জন্য এই সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। অবকাঠামো নির্মাণের কাজে দেরি হলে সাভার অঞ্চল ও 'ধলেশ্বরী' নদীতে অব্যাহত পানি দূষণ হবে। অন্য কথায় এটি একটি স্থান (হাজারীবাগ) থেকে অন্য স্থানে (সাভার) থেকে পানি ও পরিবেশ দূষণের স্থানান্তর ঘটাবে মাত্র।

কার্য তালিকাঃ

- ২৫ আগস্ট, ২০১৭ এর মধ্যে সিইটিপিতে বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন।
- জীর্ণ সিইটিপি যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের জন্য নতুন যন্ত্রপাতি কিনতে হবে।
- স্থানান্তরিত ট্যানারির জন্য ইউটিলিটি সংযোগ স্থাপন।
- স্লাজ (কর্দম) ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ১০০% কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ট্যানারি মালিকদের এবং পরিচালকদের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হবে। বুয়েটের পরামর্শদাতা কমিটির সুপারিশ অনুসরণ করতে হবে।
- চীনা ঠিকাদার দ্বারা প্রস্তাবিত স্লাজ (কর্দম) পাওয়ার প্ল্যান্ট ডিজাইনের পরীণ সম্পূর্ণ করার জন্য প্রযয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন।
- তৃতীয় পরে (বুয়েট ও অন্যান্য) দ্বারা সিইটিপির অগ্রগতির একটি স্বাধীন মূল্যায়ন প্রয়োজন যাতে করে সময়ানুগ এবং সন্তোষজনক সমাপ্তির জন্য নির্দেশনা প্রদান করা যায়।

দায়িত্বঃ শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার ও ঠিকাদার

স্বল্প মেয়াদী

খ) কিছু সিইটিপি অবকাঠামো নির্মাণ এখনো শুরু হয়নি। এর মধ্যে আছে (i) স্লাজ (কর্দম) পাওয়ার প্ল্যান্ট; এবং (ii) ডাম্পিং ইয়ার্ড।

কার্য তালিকাঃ

- স্লাজ (কর্দম) পাওয়ার প্ল্যান্টের সম্পূর্ণ নির্মাণ।
- স্লাজ (কর্দম) পাওয়ার প্ল্যান্টের সম্পূর্ণ কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ।
- ডাম্পিং ইয়াডেরু সম্পূর্ণ নির্মাণ।

দায়িত্বঃ শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার ও ঠিকাদার

সিইটিপি ব্যবস্থাপনা এবং কার্যপ্রণালী

অব্যবহিত

এটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে বিসিক ও ট্যানারি মালিকদের উভয়প থেকে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত কমিটি সিইটিপি পরিচালনা করবে। এই বিষয়ে কোন অগ্রগতি হয়নি।

অধিকন্ত, ঠিকাদার সম্পূর্ণ ইনস্টলেশন ও সমাপ্তির ২৪ মাসের মধ্যে সিইটিপি পরিচালনার দায়িত্ব হস্তান্তর করবে। এই সময়ের বেশিরভাগ বাংলাদেশি প্রযুক্তিবিদ/প্রকৌশলী/কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হবে। চুক্তির অধীনে ৬০ জন বাংলাদেশি অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষিত করা হবে। কিন্তু এই বিষয়ে কোন অগ্রগতি হয়নি।

কার্য তালিকাঃ

- বিসিক ও ট্যানারি মালিকদের উভয়প থেকে প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি গঠন করতে হবে সিইটিপি ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য।
- সিইটিপি পরিচালনার জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে।
- প্রশিক্ষণ ও সমতা বৃদ্ধি প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে বাংলাদেশি প্রযুক্তিবিদ/প্রকৌশলী/কর্মকর্তাদের জন্য।
- বুয়েট ও অন্যান্য স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানগুলির পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রেরণ করতে হবে।

দায়িত্বঃ শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার ও ঠিকাদার

স্বল্প মেয়াদী

বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তরের আগে বাংলাদেশি প্রযুক্তিবিদ/প্রকৌশলী/কর্মকর্তাদের সমতা তৈরি করতে হবে।

কার্য তালিকাঃ

১. বাংলাদেশী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পন্ন করুন।
২. ৬০ জন বাংলাদেশি প্রযুক্তিবিদ/প্রকৌশলী/কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করুন।

দায়িত্বঃ শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার ও ঠিকাদার

১. ভূমিকা

চামড়া বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন শিল্প হিসেবে পরিচিত। এটি একটি কৃষিনির্ভর উপজাত শিল্প যেখানে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়, এবং এই শিল্পের একটি বৃহৎ পরিসরের রপ্তানি ও মূল্যসংযোজনমূলক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে নিকট ভবিষ্যতে (Paul et al, ২০১৩)[৫]. চামড়ার সরবরাহের প্রায় ৪০% আসে মুসলিমদের বার্ষিক ঈদুল আযহার উৎসবের সময় যখন অনেক পশু জবাই করা হয়। উপরন্ত, সারা বছর ধরে, চামড়ার পর্যাপ্ত পরিমাণ সরবরাহ থাকে। বাংলাদেশে ট্যানারি উৎপাদনের উৎপত্তি ১৯৫০ এর দশকের প্রথম দিকে নারায়ণগঞ্জে। এরপর এই শিল্প ধীরে ধীরে ঢাকার হাজারীবাগ এলাকায় চলে আসে। এখন ৬০ একর জমির উপর এটি অবস্থিত যাতে বৃহৎ সংখ্যক ট্যানারি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় ২২০ টি ট্যানারি রয়েছে বলে ধারণা করা হয় কিন্তু, আসলে, মাত্র ১১৩টি ট্যানারি কার্যকরী আছে, এর মধ্যে ২০টি ইউনিট উল্লেখযোগ্যভাবে বড় (৭টি ইউনিট খুব বড়) বলে জানা গেছে, প্রায় ৪৫টি ইউনিট মাঝারি আকারের বলে মনে করা হয় এবং প্রায় ৪৮টি ইউনিট ছোট শ্রেণীর[৬] হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশের এই ট্যানারিসমূহ ১৮০ মিলিয়ন বর্গফুট চামড়া প্রতি বছর উৎপাদন করে। উপরন্ত, উঁচু মানের জুতা উৎপাদনে জড়িত প্রায় ৩০টি আধুনিক জুতা উৎপাদন কারখানা আছে, এছাড়াও ২৫০০ ছোট জুতা নির্মাতা এই খাতে কাজ করছে। প্রায় ১০০টি ছোট থেকে মাঝারি চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন কারখানা আছে, এবং অল্প সংখ্যক বড় নির্মাতারাও এই খাতে কাজ করছে (Paul et al, 2013)।

হাজারীবাগ একইসাথে ঢাকা, বাংলাদেশের একটি আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকা। যেমনটি বলা হয়েছে বাংলাদেশের প্রায় ৯০ শতাংশ চামড়া শিল্প কারখানা হাজারীবাগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই এলাকার ট্যানারিগুলোর কোন প্রবাহমান (কার্যকর) বর্জ্য সংশোধন প্রকল্প (ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট) নেই এবং এই ট্যানারিগুলো বহুবছর ধরে পার্শ্ববর্তী নদী ও খালগুলোতে অশোধিত রাসায়নিক বর্জ্য নির্গত করে এসেছে। ফলে ট্যানারি শিল্পের কারণে হাজারীবাগ সংলগ্ন এলাকা ব্যাপকভাবে পরিবেশগত অবনতি শিকার হয়েছে। উপরন্ত, এটি প্রমাণিত যে হাজারীবাগের ১৫০টির বেশি ট্যানারিতে শিশু শ্রমসহ নানা ধরণের শ্রম নির্যাতনের নজির পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশ সরকার চামড়া শিল্পকে একটি সম্ভাবনাময়[৭] ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষত্রে হিসেবে চিহ্নিত করেছে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে যা হলঃ দেশীয় বাজারে উচ্চ মূল্য-সংযোজন উপকরণ; দেশীয় উচ্চ মানের কাঁচা চামড়ার প্রাপ্যতা; উচ্চতর ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরোয়ার্ড সংযোগ (লিঙ্কেজ) (অর্থনীতির বাকি অংশের সাথে উচ্চমাত্রায় সম্মিলন); উঁচুহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি; এবং উজ্জ্বল বিনিয়োগের সুযোগ। বিশেষ করে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে ২০২০ সালের মধ্যে চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও জুতা রপ্তানি করা থেকে বাংলাদেশের ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে বর্তমান ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়ের অবস্থান থেকে, মূল্য সংযোজন এবং পণ্য বৈচিত্র্যের মাধ্যমে, এবং এর মাধ্যমে এই সময়ে ২০০,০০০ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে[৮]। এটিও মনে করা হয় যে, সাভারে নির্মিত হতে থাকা ট্যানারি শিল্পাঞ্চলে ট্যানারিসমূহ স্থানান্তরের মাধ্যমে একটি বড় অগ্রগতি হতে পারে, কারণ নতুনভাবে বিনিয়োগের সাথে এই খাতে ব্যাপকহারে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। জুতা তৈরি খাতে নারীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে যা বাংলাদেশে মহিলা শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে পারে। যদিও, এই সম্ভাবনা শুধুমাত্র বাস্তবে রুপান্তরিত হতে পারে যদি পরিবেশবান্ধব উৎপাদন পদ্ধতি গৃহীত হয়এবং শ্রমিক অধিকার এবং শর্তাবলীর উন্নতি হয়।

শিল্প মন্ত্রনালয় এই লক্ষ্যে সাভারে একটি ট্যানারি শিল্প এলাকা স্থাপন করছে (ঢাকা শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরবর্তী একটি স্থানে) যাতে করে পরিবেশের সাথে সংগতিপূর্ণতা রেখে ট্যানারিগুলোকে অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা দেওয়া যায় এবং ট্যানারি শিল্পের আধুনিকীকরণ নিশ্চিত করা যায়। ২০০ একর জমির উপর এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন ও কালভার্ট, রাস্তার আলো, বিদ্যুত ও পানি সরবরাহের মত প্রধান অবকাঠামোগত কাজসমূহ শেষ হয়েছে। একটি সেন্ট্রাল এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (সিইটিপি) নির্মাণাধীন রয়েছে (http://bscic.portal.gov.bd)। এই ট্যানারি শিল্প এলাকা বাংলাদেশের চামড়া শিল্পকে রুপান্তরিত করতে সক্ষম হবে ধারণা করা হচ্ছে যার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, পন্য বৈচিত্র্য আসবে এবং নতুন পন্য সরবরাহ লাইনের প্রচলন ঘটবে যাতে করে এই খাতের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। টেকসই ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদন পদ্ধতি পরিবেশকে বিরূপভাবে প্রভাবিত না করে উন্নতির পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে (Paul et al, 2013)।

এই অনুযায়ী, সাভারে এই ২০০ একর জায়গার মধ্যে ১৫৫ জন শিল্প কারখানা মালককে জায়গা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সাভারের ট্যানারিগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে এবং ৪৪টি কারখানায় ইতিমধ্যে বিদ্যুত সংযোগ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুত সংযোগ কর্তৃপক্ষ থেকে জানা গেছে অনুমোদনের অপেক্ষায় আর কোন আবেদনপত্র নেই। যদিও ট্যানারি মালিকদের কাছ থেকে জানা গেছে ১২০টি আবেদনপত্রের মধ্যে মাত্র ২টি ট্যানারি গ্যাস সংযোগ পেয়েছে। ট্যানারি মালিকগণ এখনো সরকারের কাছ থেকে কোন ক্ষতিপূরণ পাননি। তারা এটিও দাবি করেন যে, সরকারের কাছ থেকে সাভারে ট্যানারির জন্য বরাদ্দকৃত জমির নিবন্ধন তারা এখনো পাননি।

---

[৫] *ইউএনআইডিও এক্সপার্ট টিম থেকে উদ্ধৃত, টেকনিকাল রিপোর্ট, জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (ইউএনআইডিও)। Cited from UNIDO Expert Team, Technical Report, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). TF/BGD/05/001, (2005)*

[৬] *বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএ), জরিপ প্রতিবেদন. ২০১০, ঢাকা, Bangladesh Tanners Association (BTA), Survey Report. 2010, Dhaka, Bangladesh*

[৭] *শিল্প নীতি ২০১৬, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, Industrial Policy of 2016 by the Ministry of Industry, Government of Bangladesh*

[৮] *http://www.thedailystar.net/leather-sector-aims-for-5b-in-exports-54932 ট্যানারি মালিকরা স্থানান্তরের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে নিতে ব্যর্থ হন এবং স্থানান্তরের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও ট্যানারি অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে বেঁধে দেওয়া সময় অনুযায়ী তারা কাজ করতে পারেননি।*

বক্স ১: হাজারীবাগের ১৫৪টি ট্যানারিই বন্ধ করার আদেশ

সুপ্রীমকোর্ট হাইকোর্টের দেওয়া রায় বহাল রেখেছে যেখানে সরকারকে ঢাকার হাজারীবাগের সমস্ত ১৫৪টি ট্যানারি বন্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সমস্ত ইউটিলিটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে বলা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিংহের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আপিল বিভাগের বেঞ্চ এই আদেশ দেন যাতে বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদার গুডস এবং ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক দায়ের করা পিটিশন প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং এই রায়ে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বহাল রাখা হয়।

বাংলাদেশ পরিবেশবাদী আইনজীবী সমিতি (বেলা), যারা কিনা আগে আরেকটি পিটিশন দায়ের করেছিল হাইকোর্টে, ঢাকা ট্রিবিউনকে এই আদেশের কথা নিশ্চিত করেন। বেলা সূত্রমতে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগকে সুপ্রীমকোর্টের আদেশ মেনে অবশ্যই হাজারীবাগের ট্যানারিগুলোকে বন্ধ করতে হবে এবং সমস্ত ইউটিলিটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। রিজওয়ানা ঢাকা ট্রিবিউনকে বলেন ট্যানারি স্থানান্তরের যুক্তিসঙ্গত সময়সীমা অনেক মাস আগেই পার হয়ে গেছে। "তারা ট্যানারি স্থানান্তর করার জন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, বরং সময় নষ্ট করেছেন, যা আদালতের আদেশের একটি স্পষ্ট লঙ্ঘন," বেলা ব্যাখ্যা করে. "পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে, তাই আমরা এই ট্যানারিসমূহের দিকে ক্ষমাশীল হতে পারি না।"

৬ মার্চে, বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ ও বিচারপতি মো সেলিমের দ্বারা গঠিত একটি হাই কোর্ট বেঞ্চ বেলার পিটিশনের শুনানির পর এই আদেশ দেন। কোর্ট স্বরাষ্ট্র এবং শিল্প সচিব, পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং ডিএমপি কমিশনারকে নির্দেশনা দেন যে যাতে পরিবেশ অধিদপ্তরকে সহায়তা করা হয় এই আদেশ বাস্তবায়িত হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে ৬ এপ্রিলের মধ্যে কোর্টে একটি রিপোর্ট জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিভাবে এই আদেশ বাস্তবায়ন করা হল তার উপর।

কোর্ট শিল্প মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে আরেকটি রিপোর্ট চেয়েছে এই মর্মে যে আগের নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ মন্ত্রণালয়কে হাজারীবাগের ট্যানারিগুলোতে কাঁচা চামড়া সরবরাহে বন্ধ করতে সহায়তা করেছে কিনা। আগামী ১০ এপ্রিল এই বিষয়ে পরবর্তী শুনানি হবে।

২ মার্চে, আরেকটি হাই কোর্ট বেঞ্চ হাজারীবাগের ট্যানারিসমূহকে দুই সপ্তাহের মধ্যে ৩০.৮৫ কোটি টাকা জরিমানা প্রদান বা "গুরুতর পরিণতি ভোগ করতে হবে।" এই মর্মে আদেশ প্রদান করে। এই ট্যানারিসমূহকে গত বছরে জুনে কোর্টের আদেশ মেনে না নেওয়ায় প্রতিদিন ৫০,০০০ টাকা হিসেবে জরিমানা করা হয়, কিন্তু হাইকোর্ট পরে এটিকে ১০,০০০ টাকা হিসেবে সংশোধন করে।

এর আগে, অক্টোবর ২০১০ সালে হাইকোর্ট সাভারে স্থানান্তর করার জন্য হাজারীবাগের ট্যানারিসমূহের জন্য ছয়মাসের সময়সীমা নির্ধারণ করে, এই এলাকার পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করার কারণে। এই আদেশ অনুসারে, ট্যানারিসমূহের হাজারীবাগ থেকে ২০১১ সালের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সরে যাওয়ার কথা। তবে সরকার বেশ কয়েকবার এই সময়সীমা বাড়িয়েছে।

সর্বশেষ সময়সীমা বৃদ্ধি হয়েছিল গত বছরের ডিসেম্বরে, যখন শিল্প মন্ত্রণালয় ট্যানারি মালিকগণের প্রতি নোটিশ জারি করে এই বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে হাজারীবাগ থেকে চলে যাওয়ার জন্য।

ট্যানারি মালিকদের কোর্ট পিটিশন যেখানে জুন পর্যন্ত সময় চাওয়া হয়েছিল হাজারীবাগের সকল ট্যানারিসমূহের ইউটিলিটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পূর্বে, যা আদালত দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে ।

সূত্রঃ ঢাকা ট্রিবিউন

সুপ্রিম কোর্ট হাজারীবাগের সকল কার্যক্রম বন্ধের আদেশ দেন এবং এর পাশাপাশি সব ট্যানারির সকল ইউটিলিটি (বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির) সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ দেন (বক্স ২) ।

বক্স ২: ১৫৪টি ট্যানারির সকল ইউটিলিটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার আদেশ

সুপ্রীমকোর্টে আদেশ অনুসারে, পরিবেশ অধিদপ্তর শনিবার (৮ এপ্রিল, ২০১৭) হাজারীবাগের সব ট্যানারির সকল ইউটিলিটি (বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির) সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (ঢাকা অঞ্চল) মোঃ আলমগীরের সূত্রমতে সকাল ৯টায় অভিযান শুরু হয় এবং ২২৪টি বিদ্যুৎ, ১৯৩টি পানি এবং ৫৪টি গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

"আমরা ট্যানারি মালিকদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি এবং সমস্ত উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল" তিনি আরও বলেন, অভিযানের সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ৫ টি দল উপস্থিত ছিল। পূবালী ট্যানারির কর্মচারী মাসুদুল হক সিদ্দিকী বলেন যেহেতু সকাল থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল তখন থেকে সেখানে কোন কাজ হচ্ছিল নাঃ "গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করার জন্য আমরা অপো করছি না।" বেশিরভাগ ট্যানারিই শনিবার অভিযান হবে এটি আশা করে উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে এবং বেশিরভাগই গত মাসে বন্ধ হয়ে গেছে।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড শনিবার ৫৪টি গ্যাস সরবরাহ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে ৪টি দল পাঠায়। দ্বিতীয় দলের একজন কর্মকর্তা, শেখ শহিদুল ইসলাম, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের কারিগরি কর্মকর্তা ঢাকা ট্রিবিউনকে বলেনঃ "সকাল থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল, আমরা এখন গ্যাস লাইনগুলো বন্ধ করছি। আমাদের টিম ইতিমধ্যে ১০টি গ্যাস লাইন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে। এখানে মোট ৫৪টি গ্যাস লাইন রয়েছে যার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং আমরা এখান থেকে সমস্ত গ্যাস মিটার সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।" "মালিকেরা আমাদের সাথে সহযোগিতা করছেন, যা একটি ভাল ব্যাপার," তিনি যোগ করেন।

১২ মার্চে, সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্টের দেওয়া একটি রায় বহাল রাখে যেখানে সরকারকে ঢাকার হাজারীবাগের সমস্ত ১৫৪টি ট্যানারি বন্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাৎণিকভাবে সমস্ত ইউটিলিটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে বলা হয়। প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিংহের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আপিল বিভাগের বেঞ্চ এই আদেশ দেন যাতে বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদার গুডস এবং ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক দায়ের করা পিটিশন প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং এই রায়ে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বহাল রাখা হয়।

২০০১ সালে, বাংলাদেশ পরিবেশবাদী আইনজীবী সমিতি (বেলা) হাইকোর্টে একটি জনগুরুত্বসম্পন্ন মামলা দায়ের করেন (পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন-পিআইএল), যাতে হাজারীবাগ থেকে ট্যানারির স্থানান্তরের জন্য একটি আদেশ চাওয়া হয়। এই পিআইএল এর পরিপ্রেক্ষিতে, হাইকোর্ট ট্যানারি মালিকদের তাদের ব্যবসা স্থানান্তর করতে নির্দেশ দিয়েছে।

২০০৩ সালে সরকার সাভারে চামড়া শিল্প পার্ক গড়ে তোলার জন্য ২০০ একরের বেশি জমি বরাদ্দ দেন যাতে ট্যানারি স্থানান্তরিত করা যায়, ১৭৫ কোটি টাকার বিনিময়ে যা ২০১৬ সালের মূল্যমানে দাঁড়ায় ১০৭৮ কোটি টাকা।

২০০৯ সালে হাইকোর্ট আবারও ট্যানারিসমূহ ২০১০ সালের মধ্যে স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন, পরে তা ২০১১ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়। জুলাই ২০১৬তে, হাইকোর্ট প্রত্যেক কারখানাকে স্থানান্তর না করার জন্য প্রতিদিন ১০,০০০ টাকা হিসেবে জরিমানার আদেশ প্রদানের দেন।

সূত্রঃ ঢাকা ট্রিবিউন

উপরের ঘটনাগুলির একটি সরাসরি ফলাফল হল শিশুসহ ৩০,০০০ এরও বেশি সংখ্যক ট্যানারি শ্রমিকের স্থানান্তর। এই রিপোর্টের উদ্দেশ্য হল হাজারীবাগের আনুমানিক ৩০,০০০ বাস্তুচ্যুত শ্রমিকদের সামগ্রিক চাহিদা মূল্যায়ন করা। সানেমকে এই মূল্যায়নের দ্বায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রাথমিক প্রস্তাবনা (আরএফপি-RFP) অনুযায়ী, ৪৫৫ জন শ্রমিকের উপর ত্বরিত মূল্যায়ন পরিচালনা করার উদ্যোগ নেওয়া হয় এই নমুনাটি ৯৫ ভাগ কনফিডেন্স লেভেলে পরিসংখ্যানগতভাবে গ্রহণযোগ্য এবং এর মাধ্যমে এই শ্রমিকদের সাময়িক বেকার দশার সময়ের অবস্থা ও স্থানান্তর সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহকে চিত্রিত করা হয়েছে। কিছু অপ্রীতিকর সত্য ত্বরিত পর্যালোচনার মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছে যেমন আপাতদৃষ্টিতে বন্ধ মনে হওয়া কিছু ট্যানারিতে এখনো কার্যক্রম চলছে। যদিও বেশিরভাগ কারখানা সাভারে স্থানান্তরিত হয়েছে কিন্তু সেন্ট্রাল এফুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টটি (সিইটিপি) সহ অন্যান্য অনেক অবকাঠামো এখনো পুরোপুরি কার্যকর হয়ে উঠেনি। তাই আপাতদৃষ্টিতে এই বিপরীতমুখী এই ফলাফলগুলোকে বৈধতা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১৭ সালের জুনে একটি বৈধকরণ ত্বরিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। তদুপরি সিইটিপি এবং সাভারে শ্রমিকরা যে ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তা হাজারীবাগের চেয়ে দৃশ্যত আলাদা। তাই ২০১৭ সালের জুন মাসের শেষের দিকে সাভারে তথ্য সংগ্রহের জন্য আরেকটি ত্বরিত মূল্যায়ন করা হয়েছে । অবশিষ্ট প্রতিবেদনটি ছয়টি সেকশনের মাধ্যমে গঠিত। সেকশন ২ এ মেথডলজি ও ডাটা (উপাত্ত) বর্ণিত হয়েছে। ত্বরিত মূল্যায়নের ফলাফল সেকশন ৩ উপস্থাপন করা হয়েছে। সেকশন ৪ এবং সেকশন ৫ এ সাভারে স্থানান্তর এবং সিইটিপি সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী বর্ণিত হয়েছে। সমাপ্তিসূচক পর্যবেক্ষণ সেকশন ৬ এ দেওয়া হয়। সেকশন ৭ এ রয়েছে সুপারিশমালা।

২. মেথডলজি (পদ্ধতি) ও ডাটা (উপাত্ত)

পূর্বে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাথমিক প্রস্তাবনা (আরএফপি-RFP) অনুযায়ী, ৪৫৫ জন শ্রমিকের উপর ত্বরিত মূল্যায়ন পরিচালনা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়- এই নমুনাটি ৯৫ ভাগ কনফিডেন্স লেভেলে পরিসংখ্যানগতভাবে গ্রহণযোগ্য। ত্বরিত মূল্যায়ন পরিচালনা করা হয় মে ২০১৭ এর শেষের দিকে। আপাতদৃষ্টিতে এই বিপরীতমুখী এই ফলাফলগুলোকে বৈধতা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১৭ সালের জুনে একটি বৈধকরণ ত্বরিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। ২০১৭ সালের জুনের শেষভাগে তথ্য সংগ্রহের জন্য সাভারে আরেকটি ত্বরিত মূল্যায়ন পরিচালনা করা হয়। নিচে এই ত্বরিত মূল্যায়নসমূহের তালিকা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলঃ

সারণী ১: ত্বরিত মূল্যায়নসমূহের তালিকা

	ত্বরিত মূল্যায়নের তালিকা	স্যাম্পল সাইজ	সময় ও স্থিতিকাল	স্থান	স্যামপ্লিং
১.	স্থানচ্যুত শ্রমিক	৪৫৫	১৯-২৪ মে, ২০১৭; ৫ দিন	হাজারীবাগ	র‍্যান্ডম, স্নোবল
২.	ভ্যালিডেশন (বৈধতা)	১০০	১৯-২১ জুন, ২০১৭; ৩ দিন	হাজারীবাগ	স্ট্র্যাটিফাইড, র‍্যান্ডম
৩.	স্থানান্তরিত শ্রমিক	১০০	২২-২৪ জুন, ২০১৭; ৩ দিন	সাভার	র‍্যান্ডম, স্নোবল

স্যামপ্লিং মেথডলজি (পদ্ধতি)

ত্বরিত মূল্যায়ন দুটি পন্থার উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়ঃ (i) আনুমানিক ৩০,০০০ স্থানান্তরিত শ্রমিকের প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা জরিপ; এবং (ii) ইন-ডেপথ কী ইনফর্ম্যান্ট ইন্টারভিউ যেখানে শ্রমিক ইউনিয়ন থেকেও প্রতিনিধি থাকবে।

স্যাম্পল সাইজ (নমুনা আকার): জনসংখ্যা, সময় এবং সম্পদ সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি এবং ৩০,০০০ শ্রমিককে হিসাবে নিয়ে, প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনার (স্যাম্পল) আকার নির্ধারণ করতে নিম্নলিখিত সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে :

$$n = \left\{ \frac{z\alpha/2}{r} \times (CV) \right\}^2$$

যেখানে,

n = স্যাম্পল সাইজ (নমুনা আকার)

CV = কো-এফিশিয়েন্ট অফ ভ্যারিয়েশন অথবা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন/গড়= ১.০ (আনুমানিক)

r= আপেকি ঝুঁকি (প্রকৃত মানের অনুপাত মূল্যায়ন ত্রুটি) = ১.০

z= স্বাভাবিক মানের মানদন্ড ৫% লেভেল অফ সিগনিফিকেন্সে যা নিশ্চিত করে অনুমিত ত্রুটি অর্জনের সীমার সম্ভাবনা ০.৯৫= ১.৯৬

উপরে এই সূত্রে মান বসিয়ে, হিসাবকৃত স্যাম্পল সাইজ পাওয়া গেছে ৩৮৪। যেহেতু, কিছু সম্পন্নকৃত প্রশ্নাবলী পূরণে ভুল হতে পারে, তাই ৪৫৫ জন উত্তরদাতা (শ্রমিকদের) তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

ডেস্ক রিভিউঃ

ডেস্ক রিভিউয়ের মাধ্যমে একটি পরিস্থিতিগত বিশ্লেষণ ও অন্যন্য রিপোর্ট, পলিসি পেপার, এবং ট্যানারি শিল্প ও স্থানান্তর নিয়ে আগে যেসব কাজ হয়েছে তার মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে, যে জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক তা নির্ধারণ করা হয়েছে- এই ক্ষেত্রে যা হল চামড়া শিল্পের পুরুষ; মহিলা ও শিশু শ্রমিক।

দ্বিতীয় পর্যায় ছিল ইচ্ছামূলকভাবে ভৌগোলিক এলাকা/প্রশাসনিক একক নির্বাচন করা যেখানে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের গবেষণায় বলা হয় যে জনগোষ্ঠী হাজারীবাগে কেন্দ্রীভূত। এটি আমাদের এই এলাকার মধ্যে যেকোনো যৌক্তিক সীমাবদ্ধতা (যদি থাকে) মোকাবিলা করতে সাহায্য করে (যেমন, একজন ১ থেকে ১.৫ ঘন্টার মধ্যে সকল উত্তরদাতাদের বাড়িতে পৌঁছাতে সক্ষম)।

পূর্বে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, গবেষণার জনগোষ্ঠী ছিল হাজারীবাগের ট্যানারি, জুতা এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের শ্রমিকগণ। এটি ঢাকা পৌরসভার হাজারীবাগ এলাকার আবাসিক এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে। স্থানচ্যুত শ্রমিকদের সংখ্যা অনুসারে স্যাম্পলিং করা হয়েছিল। শ্রমিক নেতাদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে, হাজারীবাগ ট্যানারি অঞ্চলের আশেপাশে আটটি ভিন্ন ভিন্ন এলাকা যেমন নমুনা জনসংখ্যা (যথা শ্রমিক) হিসেবে নেওয়া হয়েছিল। এই এলাকাগুলো ছিল:

১। গজমহল,
২। সাইকারিতলা,
৩। নবীপুর লেন,
৪। ঝাউ চর,
৫। হাজারীবাজার
৬। বটতলা
৭। কালু নগর এবং
৮। বউবাজার

জরীপ এলাকার ম্যাপ:

প্রশ্নাবলি তৈরি: মূল্যায়নের উদ্দেশ্যগুলি বিবেচনা করে সানেম একটি বিস্তৃত প্রশ্নাবলী তৈরি করেছে। সিঅ্যান্ডএ ফাউন্ডেশনকে তাদের মন্তব্য পেতে এটি প্রদান করা হয়েছিল। সানেম মন্তব্য পাওয়ার পর জরিপ পরিচালনা করার জন্য প্রশ্নাবলী চূড়ান্ত করা হয়।

জরিপ প্রশাসন (প্রশিক্ষণ এবং তথ্য সংগ্রহ): ৫ দিন মেয়াদে দ্রুত মূল্যায়ন জরিপ পরিচালনা করার জন্য সানেম ১২ অভিজ্ঞ সানেম নিযুক্ত করে। গণনাকারীদের গবেষণার উদ্দেশ্য, প্রশ্নাবলী এবং দ্রুত মূল্যায়নের পন্থা সম্পর্কে একদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই আটটি এলাকার আটজন স্বেচ্ছাসেবক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য গণনাকারীদের সাহায্য করে। **শিশু শ্রম খুঁজে বের করা সহজ ছিল না**[৯]। **স্বেচ্ছাসেবক ও সম্প্রদায়ের লোকদের সহায়তায় শিশু শ্রমিকদের জরিপ করা হয়েছিল**। মোট প্রশ্নাবলীর অর্ধেকের বেশি সমীক্ষার শুরুর তিন দিনের মধ্যে পূরণ হয়ে যায়।

যদিও ট্যানারির কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে তবে শ্রমিকরা স্বাভাবিক কাজের সময় (যেমন সপ্তাহের কাজের দিনগুলোতে সকাল থেকে সন্ধ্যা, শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত) তাদের দাবি আদায়ের জন্য আসত। তাই ট্যানারি ও ফ্যাক্টরী শ্রমিকদের কাছ থেকে দিনে তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন ছিল। সপ্তাহের কার্যদিবসগুলোতে বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যদিও, শুক্রবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল।

সিএসপ্রো (CSPro) তৈরি এবং তথ্য এন্ট্রিঃ প্রশ্নাবলী চূড়ান্ত করার পর, সানেম সিএসপ্রো সফটওয়্যার তৈরি ও চূড়ান্ত করে যাতে গণনাকারী/জরিপকারীদের দ্বারা মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের পরে তথ্য এন্ট্রি করা যায়। সানেম মাঠপর্যায়ের জরিপ ৩ দিন হওয়ার পরেই সিএসপ্রো সফটওয়্যার ব্যবহার করে তথ্য এন্ট্রি করা শুরু করে এবং ডাবল এন্ট্রি করা হয় যাতে করে তথ্য এন্ট্রি করার সময় কোন ভুল না হয়।

ডাটা ক্লিনিংঃ তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য এন্ট্রির পরে এটি স্টাটা (STATA) ফরম্যাটে স্থানান্তরিত করা হয় ক্লিনিং ও বিশ্লেষণের জন্য। স্টাটা (STATA) সফটওয়্যারে ডাটা ক্লিনিং (পরিষ্কারকরণ) করা হয়।
বিশ্লেষণঃ সকল বিশ্লেষণ স্টাটা (STATA) তে করা হয়।

[৯] *সাধারণত ধারণা করা হয়, হাজারীবাগের জুতা তৈরি কারখানাগুলোতে প্রধানত শিশু শ্রমিকদের পাওয়া যায়। তাছাড়া শ্রমিক নেতাদের মতে, ট্যানারি ও জুতা তৈরি কারখানায় নারী শ্রমিকদের অনুপাত যথাক্রমে ৩০% এবং মোট কর্মীসংখ্যার ৭০%।*

৩. দ্রুত মূল্যায়নের ফলাফল

৩.১. গৃহস্থালি এবং জনসংখ্যাতাত্ত্বিক (ডেমোগ্রাফিক) বৈশিষ্ট্যঃ

গৃহস্থালি এবং জনসংখ্যাতাত্ত্বিক (ডেমোগ্রাফিক) কিছু মূল বৈশিষ্ট্য নিচের টেবিলে দেওয়া হল।

সারণী ২: গৃহস্থালি বৈশিষ্ট্য

মূল বৈশিষ্ট্য		বিস্তারণ (ডিস্ট্রিবিউশন)
ক)	লিঙ্গ (%)	১০০ (%)
	পুরুষ	৭১
	মহিলা	২৯
খ)	বৈবাহিক অবস্থা (%)	১০০(%)
	বর্তমানে বিবাহিত	৭১
	অবিবাহিত/কখনও বিয়ে করেননি	২৭
	বিধবা/ বিপত্নীক	০২
	তালাকপ্রাপ্ত	
	বিচ্ছেদপ্রাপ্ত/বিচ্ছিন্ন	
গ)	শ্রমিকদের বয়স (%)	১০০(%)
	< ১৮ বছর	১১
	=> ১৮ ও <=৩০ বছর	৪৬
	> ৩০ ও <=৪০ বছর	২৩
	> ৪০ ও <=৫০ বছর	১০
	> ৫০ ও <=৬০ বছর	০৯
	> ৬০ বছর	০১
ঘ)	পরিবারের গড় আকার (unit less)	৪.৭
ঙ)	হাজারীবাগে গড়ে যত বছর ধরে বাস করছেন (বছর)	১৫.৬৮

সূত্রঃ ত্বরিত মূল্যায়ন

এই খাতটি মূলত পুরুষ শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত। নমুনার মোট ৪৫৫ জন শ্রমিকের মধ্যে মোট পুরুষ শ্রমিকের অংশ ৭০% এর বেশি (প্রায় ৭১%)। তাই নারী শ্রমিকের অংশ ২৯%।

৭০% এর বেশি শ্রমিক বিবাহিত। অবিবাহিত (কখনও বিয়ে করেননি) এমন শ্রমিকের অংশ ২৭% এর মত। ২% এর মত শ্রমিক বিধবা/বিপত্নীক। তালাকপ্রাপ্ত এবং সঙ্গী থেকে বিচ্ছিন্নের সংখ্যা নগণ্য।

নমুনা শ্রমিকদের বয়সের বন্টন যুবাদের আধিপত্য প্রকাশ করে (উদাহরণ স্বরূপঃ ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে) যা নমুনা শ্রমিকদের ৪৬% এর প্রতিনিধিত্ব করে। যদিও, ৮৫% এর বেশি শ্রমিক (প্রায় ৮৮%) আইনগত বয়স কাঠামো ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে পড়ে। মোট নমুনা শ্রমিকের প্রায় ১১% ১৮ বছরের কম বয়সী যা মোট শ্রমিকের অনুপাতে মোটেই ছোট কোন সংখ্যা নয়। এদেরকে শিশু শ্রমিক হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। তাই বলা যায়, এই খাতে শিশু শ্রমিকের অনুপাত ১০% এর বেশি।

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের পরিবারে গড়ে ৪.৭ জন করে সদস্য আছেন। এটি হায়েস (পারিবারিক আয় ব্যয় জরিপ) ২০১০ এবং ২০১১ সালের আদমশুমারিতে প্রাপ্ত পরিবারের আকারের কাছাকাছি।

গড়ে প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে জরিপে অংশগ্রহণকারী নমুনা উত্তরদাতারা হাজারীবাগের বাসিন্দা হিসেবে আছেন। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই এলাকায় বসবাস করতে গিয়ে শ্রমিকরা এই জায়গা এবং এলাকাতে একটি বন্ধন গড়ে তুলেছেন।

৩.২ কারখানা বন্ধ এবং শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ

৩.২.১. ট্যানারিগুলো আদালতের আদেশ মেনে চলেছে[১০]। ট্যানারি স্থানান্তরের জন্য আদালতের আদেশের প্রধান কারণ হচ্ছে বর্জ্য পদার্থ যথাযথভাবে পরিশোধন না করা। উপরন্ত, আদালত ট্যানারি কারখানা স্থানান্তরের আদেশ দিয়েছিল কিন্তু জুতা কারখানা স্থানান্তরের আদেশ দেয়নি। ২০১৭ সালের মে মাসের শেষের দিকে হাজারীবাগে দ্রুত মূল্যায়নের সময় কারখানা বন্ধ থাকার পরও কিছু শ্রমিককে তাদের উপস্থিতি প্রদানের করার জন্য কারখানায় যেতে দেখা যায়। তাদের এই উপস্থিতির ভিত্তিতে, তারা জানিয়েছিল যে কারখানা খোলা আছে। তাদের প্রতিক্রিয়া একটি বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশ করে যে আদালতের আদেশ প্রদানের ও ইউটিলিটি সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের প্রায় দুই মাস পরে হাজারীবাগের কারখানাগুলির এক-তৃতীয়াংশ খোলা ছিল। শ্রমিক

[১০] *আদেশের প্রধান কারণটি হচ্ছে ট্যানারিগুলি থেকে অশোধিত বর্জ্য নির্গত করা বন্ধ করা।*

ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ এবং বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির সাথে পরবর্তীতে আলোচনার পর এটি নিশ্চিত করা হয় যে ওয়েট ট্যানিং প্রক্রিয়াতে কোনও ট্যানারি তখন জড়িত ছিল না কিন্তু কিছু কারখানা স্থানান্তর এবং ড্রাই ট্যানিং প্রক্রিয়া সম্পর্কিত কাজ করে যাচ্ছিল (পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন পাওয়া সাপেক্ষে)। আরেকটি পর্যবেক্ষণ হল যে ত্বরিত পর্যালোচনার সময় হাজারীবাগ পরিস্থিতি ক্রমাগত বদলে যাচ্ছিল এবং পরিবর্তনশীল ছিল।

হাজারীবাগে একটি বন্ধ কারখানা

৩.২.২. বৈধতা মূল্যায়ন নিশ্চিত করেছে যে হাজারীবাগে ওয়েট ট্যানিং প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়েছে। হাজারীবাগে ত্বরিত মূল্যায়নের সময় কারখানার কার্যক্রমের উপর যেহেতু কিছু সাধারণ জ্ঞান বিরোধী ফলাফল বেরিয়ে এসেছে, তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় একটি বৈধতা মূল্যায়ন (ভ্যালিডেশন অ্যাসেসমেন্ট) সম্পন্ন করার। যাচাইয়ের জন্য ১০০ নমুনা উত্তরদাতাকে হাজারীবাগের তালিকা থেকে এলোমেলোভাবে নির্বাচিত হয়েছে যার মধ্যে ৪৫৫ জন নমুনা উত্তরদাতার নাম এবং ঠিকানা রয়েছে । এভাবে করে একটি স্ট্র্যাটিফাইড র‍্যান্ডম স্যামপ্লিং মেথড ব্যবহার করা হয়। ত্বরিত মূল্যায়নের মতই বৈধতা মূল্যায়নের (ভ্যালিডেশন অ্যাসেসমেন্ট) প্রায় ৮০% ট্যানারি থেকে এবং ১১% নমুনা জুতা তৈরি কারখানা এবং বাকি ১০%কে অন্যান্য ধরণ থেকে নেওয়া হয় যারা চামড়াজাত পণ্য এবং আনুষাঙ্গিক তৈরিতে নিয়োজিত। বৈধতা মূল্যায়ন (ভ্যালিডেশন অ্যাসেসমেন্ট) নিশ্চিত করেছে যে হাজারীবাগে ওয়েট ট্যানিং প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়েছে। ভ্যালিডেশন জরিপ এটাও নিশ্চিত করেছে যে হাজারীবাগের কারখানাগুলির এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি কারখানা কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছে যার মধ্যে জুতা[১১], চামড়াজাত পণ্য, জিনিসপত্র (অ্যাক্সেসরিজ) তৈরি এবং ড্রাই ট্যানিং প্রক্রিয়াসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি পেয়েছে। কোনও কারখানাতে ওয়েট প্রসেস অপারেশন চলেনি এই সময়ে।

৩.২.৩. ওয়েট ট্যানিং প্রসেস চলার কোন প্রমান নেই। চালু থাকা ট্যানারিগুলোতে যে কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হচ্ছে তা নিচে দেওয়া হল সব মিলিয়ে চালু থাকা ট্যানারিগুলোতে মোট ১২ টি ধরনের কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে। তালিকার একটি সূক্ষ্ম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে কোন ওয়েট প্রসেসের কথা এখানে উল্লেখিত নেই। অতএব ভ্যালিডেশন সার্ভেতে আদালতের আদেশ লঙ্ঘন করেছে এমন কোন ট্যানারি পাওয়া যায়নি।

বক্স ৩: ভ্যালিডেশন- চালু থাকা ফ্যাক্টরিগুলিতে কার্যক্রমের ধরন

১। ড্রাই প্রসেস	২। চামড়া ঝুলানো সম্পর্কিত কাজ
৩। চামড়া নির্বাচন	৪। প্রক্রিয়াজাত চামড়া সরানো
৫। জুতা নেওয়া	৬। প্রেস থেকে পণ্য স্টকিং
৭। প্রক্রিয়াজাত চামড়া নির্বাচন করুন	৮। চামড়া গণনা
৯। প্যাকিং	১০। প্রিন্ট প্রেস
১১। পরিমাপ	১২ প্রক্রিয়াজাত চামড়াকে আকার সুনির্দিষ্ট প্রদান

সূত্রঃ বৈধতা মূল্যায়ন

৩.২.৪. অল্প সংখ্যক শ্রমিক ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। এই প্রতিবেদনে ক্ষতিপূরণ বলতে শ্রমিকদের চাকুরিচ্যুতির ক্ষেত্রে অথবা লে-অফের ক্ষেত্রে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে বোঝানো হয়েছে (কর্ম সম্পাদনের পরিপ্রেক্ষিতে যে অর্থ প্রদান করা হয় তার

[১১] *আদালতের নির্দেশে ট্যানারির স্থানান্তরের কথা বলা হয়, জুতা কারখানা স্থানান্তরের কথা বলা হয় নি - কারণ এটি পানি দূষণের জন্য দায়ী নয়।*

বিপরীতে)। কারখানা বন্ধ হওয়ার পর শ্রমিকদের মাত্র ৫ শতাংশ ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। এই ৫ শতাংশ মূলত গঠিত হয়েছে বড় ট্যানারির ফুল-টাইম ও ইউনিয়নের শ্রমিকদের নিয়ে। এটিও পাওয়া যায় যে, ছোট ট্যানারির অস্থায়ী কর্মী ও শিশু শ্রমিকদের পাশাপাশি কিছু পূর্ণকালীন কর্মচারীরা সাধারণত কোন ক্ষতিপূরণ পায়নি।

৩.২.৫. শ্রমিকদের বেতন দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের[১২] গত দুই মাসের জন্য তাদের মাসিক বেতন দেওয়া হয়েছে (উদাহরণস্বরূপঃ মার্চ- মে ২০১৭ এর মধ্যে)- এমনকি কারখানা বন্ধ থাকা সময়েও। এটিও জানা গেছে (ওয়ার্কার ইউনিয়ন সূত্রমতে) যে শ্রমিকদের জুন মাসের জন্য ঈদ বোনাসসহ বেতন পরিশোধ করা হবে। যদিও জুলাই ও আগস্ট মাসের জন্য বেতন পরিশোধের বিষয়ে কোন ঐক্যমত্যে পৌঁছানো যায়নি। ভ্যালিডেশন সার্ভে ত্বরিত মূল্যায়নের এই বিষয়টিও নিশ্চিত করেছে যে 'হাজারীবাগে' শ্রমিকদের ফ্যাক্টরি বন্ধের সময় বেতন দেওয়া হয়েছে।

চিত্র ১: কারখানা বন্ধ থাকার সময় কি আপনি বেতন পেয়েছেন?

প্যানেল এ : সব কারখানা

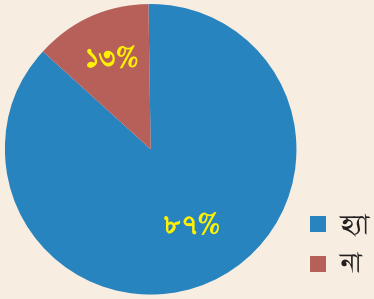

প্যানেল বি: কারখানার প্রকার অনুযায়ী (%)

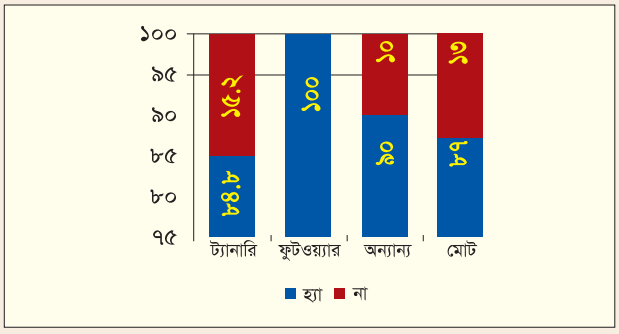

সূত্রঃ হাজারীবাগ ত্বরিত মূল্যায়ন

৩.২.৬. রমজান ঐতিহ্য সংরক্ষিত হয়েছে। রমজান মাসের শুরুতে অথবা রমজান মাসে চাল ও খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের জন্য হাজারীবাগের একটি ঐতিহ্য রয়েছে । বৈধতা মূল্যায়নে (ভ্যালিডেশন অ্যাসেসমেন্ট) পাওয়া গেছে এই ঐতিহ্য ১৭% কারখানা অনুসরণ করেছে ২০১৭ সালের রমজানে তিন ধরণের কারখানায় বড় ধরণের বৈচিত্র্য লক্ষ করা গেছে ট্যানারি (৮%), জুতা (২৭%) এবং অন্যান্য (৮০%) ।

চিত্র ২: রমজানের সময় চাল এবং অন্যান্য আইটেম বিতরণ

প্যানেল এ: সব কারখানা

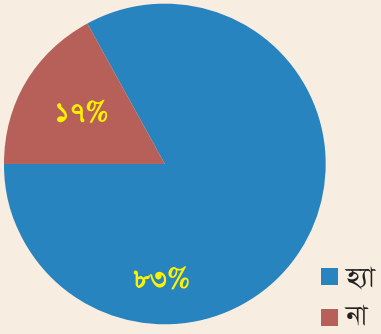

প্যানেল বি: কারখানার প্রকার অনুযায়ী (%)

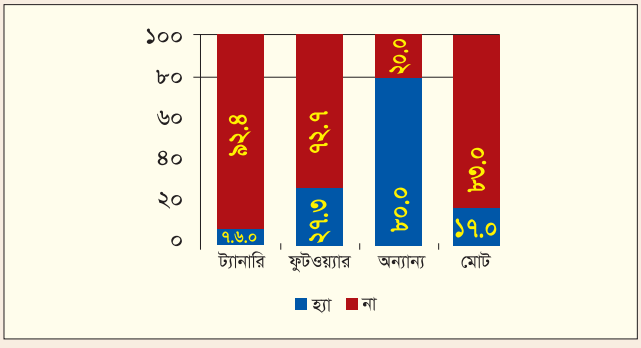

সূত্রঃ বৈধতা জরিপ

[১২] *এর মধ্যে অল্প সংখ্যক অস্থায়ী এবং শিশু শ্রমিকও রয়েছে।*

৩.৩ কর্মসংস্থান, আয় এবং দতাবৃদ্ধি

৩.৩.১. চামড়া শিল্পে মূলত কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ট্যানারি উপখাতে এবং এই খাতে পূর্ব থেকে এমনটি চলে এসেছে যে এখানে অস্থায়ীভাবে নিয়োগকৃত কর্মীর সংখ্যাই বেশি। চামড়া শিল্প তিনটি উপ-খাতের সমন্বয়ে গঠিত- ট্যানারি; জুতা এবং অন্যান্য ধরনের (যেমন চামড়া পণ্য এবং আনুষাঙ্গিক)। এই সেক্টরটি জুতা তৈরি শিল্পের দিকে কাঠামোগতভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। **কাঠামোগত পরিবর্তন সত্ত্বেও, চামড়া শিল্পের মোট কর্মীর ৯২ শতাংশ ট্যানারি শিল্পে কাজ করে।** এই সেক্টরে মূলত অস্থায়ী ধরনের কাজের সুযোগই বেশি পাওয়া যায়- এটি খুব বিস্ময়কর তথ্য নয় যদি বাংলাদেশের শ্রমবাজারের উঁচুমাত্রার অনানুষ্ঠানিকতার (ইনফরমালিটি) কথা মাথায় রাখা হয়[১৩]। **অস্থায়ী কর্মীদের অনুপাত অনেক বেশি, প্রায় ৬৯%।** স্থায়ী কর্মীর শতকরা ৩১% যাদের সব ধরণের সুবিধা লাভের জন্য যোগ্য হতে হবে যেগুলো স্থায়ী চাকরির সাথে সংযুক্ত থাকে।

৩.৩.২. শিশু শ্রমিকদের বেতন এবং কাজের পরিবেশ আরও খারাপ। এই খাতে ১১% শিশু শ্রমিক (যারা ১৮ বছরের কম বয়সী)। নারী শিশু শ্রমিকের অনুপাত ৫৯% যা কিনা ৪১% পুরুষ শিশু শ্রমিকের তুলনায় তুলনায় উচ্চতর বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রধানত এই শিশু শ্রমিকেরা নিয়োগ পায় ট্যানারি শিল্পে (প্রায় ৭৩%), এরপরই রয়েছে জুতা তৈরি শিল্প (২৪%)। কর্মসংস্থানের প্রচলিত পন্থা হল অস্থায়ী (৮৮%) যা এই খাতের গড় ৬৯% এর চেয়ে ১৯ শতাংশ বেশি। এই শিশু শ্রমিকদের গড় বেতন (উদাহরণস্বরূপ ৫০০০ টাকা) এই খাতের গড় প্রকাশিত আয় ৯৫০০ টাকার প্রায় অর্ধেক।

৩.৩.৩. কারখানা বন্ধ হলেও বেকারত্বের হার খুব বেশি ছিল না। কারখানার বন্ধের বর্তমান পরিস্থিতিতে বেকারত্বের হার (এমনকি যদি অস্থায়ী এবং কাঠামোগত হিসাব করা হয়) খুব উঁচু হতে পারত। **কিন্তু এই ত্বরিত বিশ্লেষণে দেখা গেছে বেকারত্বের হার মাঝারি, মাত্র ১২ ভাগ উত্তরদাতা বর্তমানে নিজেদের বেকার হিসেবে মনে করেন।** ওয়েট প্রসেস সংক্রান্ত কাজসমুহ শেষ করার ক্ষেত্রে ইউটিলিটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় ট্যানারির কাজে গুরুতর বিপত্তি ঘটতে পারত। তবে শুধুমাত্র কয়েকটি ট্যানারি ড্রাই প্রসেস সংক্রান্ত কার্যক্রম পুনরায় চালু করার অনুমতি পেয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের কাছ থেকে। ড্রাই প্রসেস অপারেশনগুলো চালু রাখায় সব ধরণের উৎপাদন বন্ধ করে দিলে যত চাকরি হারানো শ্রমিকরা কম চাকরি হারিয়েছে। আরেকটি প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ হল যে, তাদের অর্জিত দক্ষতা নিছক চামড়া শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট, তাই তাদের জন্য ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ বা দক্ষতা বৃদ্ধি না করে অন্য শিল্পে নিয়োজিত হওয়া কঠিন বলে মনে করে। তাছাড়া, অন্য কোথাও অনুরূপ বেতন এবং অনুরূপ কাজের অবস্থার কারণে শিল্পের মধ্যে অন্যান্য কারখানায় সরে যাওয়ার জন্য সামান্য প্রণোদনা (বা সুযোগ) আছে। গড়ে, একজন শ্রমিক এই সেক্টরে তাদের কর্মজীবনের এক দশকেরও বেশি সময় ব্যয় করেছে। তারা ৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে (একটি দীর্ঘমেয়াদী সময়ের জন্য) একই কারখানায় আটকে আছে (কাজে নিয়োজিত থাকে) ।

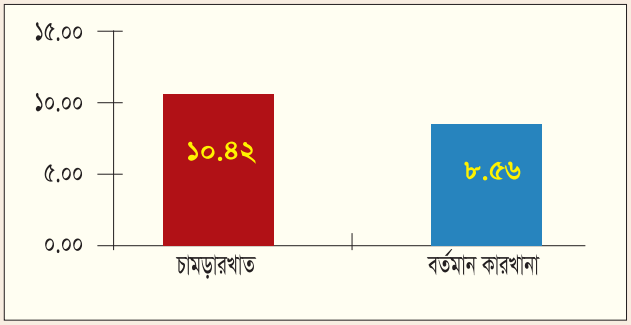

চিত্র ৩: চাকুরীর গড় বয়স সূত্র: হাজারীবাগ ত্বরিত মূল্যায়ন

৩.৩.৪. লিখিত চুক্তি শুধুমাত্র কিছুসংখ্যক শ্রমিকদের দেওয়া হয়েছিল। জরিপে অংশ নেওয়া শ্রমিকদের মধ্যে শুধুমাত্র ৩৪ ভাগ লিখিত কর্মসংস্থান সংক্রান্ত চুক্তিপত্র পেয়েছেন যা যে ধারণা দেয় যে প্রায় সব স্থায়ী শ্রমিক (যেমন ৩১%) লিখিত চুক্তিপত্র পেয়েছেন।[১৪] এই প্রচলিত চর্চা সম্ভবত এটিও বোঝায় যে, বেশিরভাগ অস্থায়ী কর্মী মাসিক বেতন পাওয়ার সময়ও কোন লিখিত চুক্তিপত্র পায়নি। (উদাহরণ স্বরূপঃ ৯৫% কর্মী মাসিক বেতন পায় প্রত্যেক মাসের শেষে)। এই বিষয়টি সম্পর্কে শ্রমিক ইউনিয়নের মনোযোগ আকর্ষণ প্রয়োজন এবং নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। চুক্তিপত্রের পূর্বপ্রচলিত পন্থা হল নিয়োগপত্র (অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার) - জরিপে অংশ নেওয়া শ্রমিকদের মধ্যে ৯৫ ভাগ তাদের কারখানা মালিকদের কাছ থেকে নিয়োগপত্র (অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার) পেয়েছেন।

৩.৩.৫. গড় বেতন ২০১৭ সালের দারিদ্র্য সীমার চেয়ে কম। আনুমানিক গড় মাসিক বেতন হল ৯ হাজার ৫০০ টাকা। ৪.৭ সদস্যের একটি পরিবারের জন্য প্রাপ্তি হল প্রতি মাথাপিছু মাসিক আয় ২০২১ টাকা (অর্থাৎ ৯,৫০০/৪.৭ টাকা)। হায়েস ২০১০ (জাতীয় সুহস্থালি আয়-ব্যয় জরিপ) দারিদ্র্য সীমারেখার উচ্চতর মান হল মাথাপিছু ১,৬০০ টাকা প্রতি মাসে। ২০১০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির[১৫] হার ছিল প্রায় ৪৮%, ২০১৭ সালে দারিদ্র্য সীমারেখার উচ্চতর মান হত মাথাপিছু ২৩৬৮ টাকা প্রতি মাসে (একটি ৪.৭ সদস্যের পরিবারের জন্য সমমানের মাসিক বেতন হল ১১,১৩০ টাকা)। এই হিসাব মতে ট্যানারি শ্রমিকরা যে গড় আয় করে তা ২০১৭ সালের জন্য হিসাবকৃত দারিদ্র্য সীমারেখার উচ্চতর মানের নিচে।

বয়স (অভিজ্ঞতা) এবং মাসিক বেতনের মধ্যে একটি দৃঢ় সম্পর্ক (কোরিলেশন) আছে। ১৮ বছরের কম বয়সী একজন শ্রমিকের গড় মাসিক বেতন প্রতি মাসে ৫,০০০ টাকা। ৬০ বছরের বা তার অধিক বয়স্ক একজন কর্মীর জন্য বেতন দেখা গেছে প্রায় দ্বিগুণ, ১১,০০০ টাকা। বেশিরভাগ শ্রমিকই প্রতি মাসের শেষে তাদের বেতন পায়। কর্মীর মাত্র ২% দৈনিক বেতন পায়। প্রতি সপ্তাহের শেষে বেতন গ্রহণ করে এমন শ্রমিকের অনুপাত মাত্র ৩%। অধিকাংশ শ্রমিক ন্যূনতম মজুরি আইন সম্পর্কে সচেতন নয়। মাত্র

[১৩] *২০১৩ সালের শ্রম শক্তি জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রায় ৮৭% কর্মী অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়।*

[১৪] *সাভারে ত্বরিত মূল্যায়ন অনুযায়ী শ্রমিকদের ১৫% শ্রমিক লিখিত চুক্তি লিখিত চুক্তির কথা বলেছে যা বিষয়টির দুরবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে।*

[১৫] *২০১০ থেকে ২০১৬ এর মধ্যে গড় সিপিআই মুদ্রাস্ফীতির হার প্রায় ৮%।*

৪৬% শ্রমিক সর্বনিম্ন মজুরি আইন সম্পর্কে সচেতন, যাদের মধ্যে বয়সভেদে ব্যাপক বৈচিত্র লক্ষ করা গেছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৮ বছরের কম বয়সী কর্মীদের মধ্যে সর্বনিম্ন মজুরি সম্পর্কে সচেতনতা মাত্র ৩১%। বয়স্ক শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি (যেমন ৩০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে), ৫১% এবং ৫৮% এর মধ্যে।

৩.৩.৬. অন্যান্য কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সুবিধাদি প্রায় অস্তিত্বহীন। অন্যান্য কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সুবিধাদি যেমন প্রভিডেন্ট ফান্ড; বীমা; পরিবহন সুবিধা; এবং চাইল্ড কেয়ার ফ্যাসিলিটি প্রায় নেই বললেই চলে। এটি এমনকি স্থায়ী কর্মীদের জন্যও সত্য- যাদের উপরের কিছু সুবিধাদি পাওয়ার কথা। চামড়া একটি আনুষ্ঠানিক খাত- এবং এই আনুষ্ঠানিক খাতের কিছু বিধান থাকার কথা উচিত ছিল। যদিও, সাধারণ ধ্যানধারণার সাথে মিল রেখে (যেমন শ্রম শক্তি জরিপ) বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক খাতসমূহ একটি আনুষ্ঠানিক খাতের নিয়মনীতি এবং প্রবিধান অনুসরণ করে না।

জরিপে অংশ নেওয়া শ্রমিকের এক-চতুর্থাংশ (২৩%) এরও কম লোকের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের বিধান আছে। এটি সম্ভবত ইঙ্গিত দেয় যে প্রায় ১০ থেকে ১২% স্থায়ী কর্মী লিখিত নিয়োগপ্রাপ্তির পরও তাদের নিয়োগকর্তার কাছ থেকে কোনো প্রভিডেন্ট ফান্ড বা পেনশন তহবিলের সুবিধা পায় না। প্রভিডেন্ট ফান্ড বা পেনশন তহবিলের পরিধি বৃদ্ধি ইত্যাদি হল আরেকটি ক্ষেত্রে যেখানে শ্রমিক ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। গ্রুপ বীমা চামড়া খাতে প্রায় অস্তিত্বহীন, কেবলমাত্র ১% কভারেজ আছে। যদিও, ২৯% মহিলা শ্রমিক এই খাতে নিয়োজিত আছে এখানে কোন চাইল্ড-কেয়ার সুবিধা[১৬] নেই। শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ও শ্রমিকদের সাথে এফজিডি (FGD) বৈঠককালে ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ সাভারে চাইল্ড-কেয়ার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি জানান।

সারণী ৩: বাসস্থান থেকে কর্মক্ষেত্রের দূরত্ব এবং সময়

বয়স বিভাগ	গড় দূরত্ব (কিমি)	গড় সময় (মিনিট)
<১৮ বছর ১.৩০ ১৪		
>=১৮ বছর ও <=৩০ বছর	১.৬৮	১৫
>৩০ বছর ও <=৪০ বছর	১.৩৫	১২
>৪০ বছর ও <=৫০ বছর	৩.৯৩	১৪
>৫০ বছর ও <=৬০ বছর	২.৪৮	১১
>৬০ বছর	২.১৭	৯
সকল	১.৮৬	১৩

সূত্রঃ হাজারীবাগ ত্বরিত মূল্যায়ন

হাজারীবাগ এলাকায় পরিবহন ব্যবস্থা অস্তিত্বহীন। জরিপে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের ৯৯% এরও বেশি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন যে তাদের কোনরূপ পরিবহন সুবিধা নেই। পাশের টেবিলে কিলোমিটারে দূরত্ব দেখানো হয়েছে এবং বাসস্থান থেকে কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত করার জন্য কত মিনিট সময় প্রয়োজন তা দেখানো হয়েছে। যেহেতু বেশিরভাগ শ্রমিকই তাদের কর্মক্ষেত্রে (১.৮৬ কি.মি.) কাছাকাছি অবস্থান করে এবং কর্মক্ষেত্রে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় সময় প্রায় ১৩ মিনিট তাই এখন পর্যন্ত পরিবহনের দিকটি একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়নি। তবে, মালিকপক্ষ পরিবহন সুবিধা সরবরাহ করবে কিনা তা শ্রমিকদের সাভারে যাওয়ার সিদ্ধান্তের পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকের ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩.৩.৭. দক্ষতা বিকাশ বা উন্নয়নের সুযোগ নেই। বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়নে যেরকম অপর্যাপ্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়, এটি বিস্ময়কর নয়। জরিপে অংশ নেওয়া প্রায় ৯৫% শ্রমিক তাদের কাজের বয়সের মধ্যে তাদের দক্ষতা বিকাশ বা উন্নয়নের সুযোগ পায়নি।

৩.৩.৮. ট্যানারি শিল্পের মধ্যে শ্রমিকদের গতিবিধি সীমিত। জরিপে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের মধ্যে কেবলমাত্র ৩১% শ্রমিক কারখানা বদলেছে। ৫০% এর চেয়ে বেশি শ্রমিক বলেছে কারখানা বা কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তনের প্রধান কারণ কম। এরপরে রয়েছে 'অন্যান্য' ক্যাটেগরি (২৭% উত্তরদাতা) এবং অস্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ (১০% উত্তরদাতা) । কারখানাসমূহের মধ্যে শ্রমিকদের গতিবিধি সীমিত থাকার প্রধান কারণ হিসেবে পর্যবেক্ষণ করা গেছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত মজুরি ও কাজের পরিবেশ একই রকম থাকে, শ্রমিকরা একই কারখানায় থাকতে চায়।

৩.৪ শ্রমিক ইউনিয়ন

৩.৪.১. একটি শ্রমিক ইউনিয়ন চামড়া সেক্টরের শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করছে। শুধুমাত্র একটি শ্রমিক ইউনিয়ন চামড়া সেক্টরের শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করছে। ইউনিয়নের নেতাদের মতে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে এর সাথে সংশ্লিষ্টতা নেই। ইউনিয়নের নেতাদের মতে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কোনটির সাথে এর সংশ্লিষ্টতা নেই। যদিও শ্রমিক ইউনিয়নসমূহ স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকদের কল্যাণে দৃষ্টি রাখে, চামড়া খাতের শ্রমিক ইউনিয়নের ভূমিকা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে হাজারীবাগ থেকে সাভার পর্যন্ত ট্যানারির স্থানান্তরের এই সময়ে।

---

[১৬] *বিভিন্ন কারণে (চাইল্ড কেয়ার ফ্যাসিলিটি এবং নিরাপত্তার অভাবসহ) বাংলাদেশে মহিলা শ্রমিকদের অংশগ্রহণের হার কম এবং ৮ থেকে ৯% অর্থনৈতিক বৃদ্ধি অর্জনের জন্য উচ্চতর নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ প্রয়োজন।*

৩.৪.২. উচ্চ সচেতনতা কিন্তু পরিমিত সদস্যপদ। হাজারীবাগে শ্রমিক ইউনিয়নের উপস্থিতি সম্পর্কে প্রায় ৮০% শ্রমিক সচেতন। এটা মনে রাখা প্রাসঙ্গিক যে, শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যালয়টি ট্যানারির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, যার ফলে এলাকায় তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে থাকতে পারে। জরিপে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের মতে ইউনিয়ন নেতারা এই অঞ্চলে সক্রিয় রয়েছেন এবং প্রায় ৯৫% জরিপে অংশগ্রহণকারী শ্রমিক তাদের ট্যানারি এলাকায় ইউনিয়ন নেতাদের উপস্থিতি ও কার্যকলাপের কথা উল্লেখ করেছেন। ট্যানারির কেন্দ্রস্থলে উপস্থিতি সত্ত্বেও, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শ্রমিক এখনো সদস্যপদ নেয়নি এটি সম্ভবত ইউনিয়ন নেতাদের তরফ থেকে আরও প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, সদস্য নয় এমন শ্রমিকদের ৮০% এর বেশী শ্রমিক তথ্যের অভাবকে সদস্যপদ গ্রহণ না করার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছে।

চিত্র ৪: শ্রমিক ইউনিয়ন এবং শ্রমিকের অংশগ্রহণ

প্যানেল এ: সচেতনতার অবস্থা

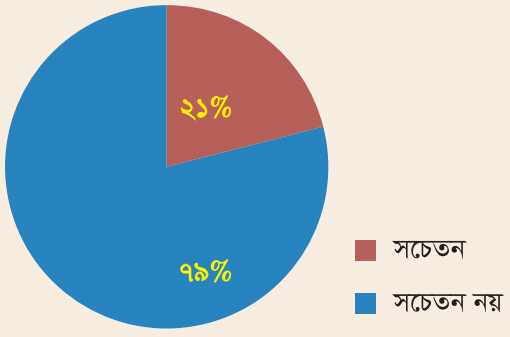

প্যানেল বি: সদস্যপদের অবস্থা

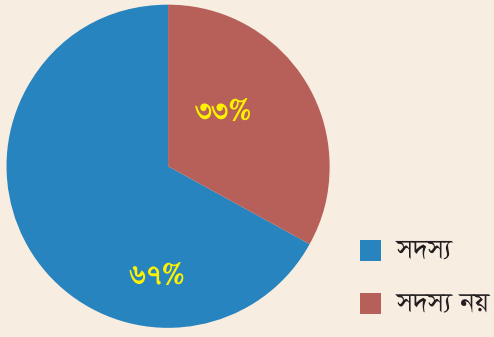

সূত্রঃ হাজারীবাগ ত্বরিত মূল্যায়ন

৩.৪.৩. শ্রমিকদের উপলব্ধি ইতিবাচক হয়েছে। হাজারীবাগের কর্মীরা শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা আছে। ইউনিয়ন এর কার্যকারিতা ৯০% এরও বেশি যা বাংলাদেশের কোনও সংস্থার জন্য একটি ভাল মাপকাঠি। ৩৫% এরও বেশি দাবি করেন যে শ্রমিক ইউনিয়ন তাদের ইস্যুসমূহ সমষ্টিগতভাবে সমাধান করতে পেরেছে, যখন ৬০% এরও বেশি শ্রমিকরা বলেছে যে শ্রমিক ইউনিয়ন তাদের কর্মস্থল সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে সহায়তা করছে যেমন চুক্তিপত্র; ছুটি এবং অন্যান্য সুবিধাদি ইত্যাদি।

৩.৪.৪. শ্রমিক ইউনিয়নের প্রয়োগ ক্ষমতার দুর্বলতা আছে। যেসব শ্রমিক বিশ্বাস করেন যে শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যকর নয় (৭%) তারা শ্রমিক ইউনিয়নের অকার্যকরতার জন্য কিছু কারণ তুলে ধরেছে। একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (যেমন, ৩৮%) মনে করে যে শ্রমিক ইউনিয়ন তাদের আগ্রহের প্রতিনিধিত্ব করে না। এটি একটি উদ্বেগজনক অভিযোগ এবং শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাদের এই অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এই উদ্বেগের বিষয়টি সমাধানের জন্য একটি পন্থা খুঁজে বের করতে হবে।তাদের মধ্যে প্রায় ৭০% (অর্থাৎ ৭% এর ৭০%) বিশ্বাস করে যে শ্রমিক ইউনিয়ন তাদের প্রয়োগ ক্ষমতার দুর্বলতার কারণে অকার্যকর হয়ে পড়েছে। শ্রমিক ইউনিয়নের দুর্বল দিকটি ২৭ মে, ২০১৭ অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভাতে প্রকাশ হয়ে পড়ে যখন তারা দ্বিতীয় সেরা উপায় বেছে নেয়, যেটি হল জুলাই/অগাস্টের বেতন না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া।

৩.৪.৫. স্থানান্তরের বিষয়ে দুর্বল যোগাযোগ। যদিও স্থানান্তরণের বিষয়টি ট্যানারি শ্রমিকদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাদের মধ্যে ৬৫% ইউনিয়ন এবং মালিকদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পর্কে সচেতন নয়। এই চুক্তির বিষয়বস্তু সব শ্রমিকদের জানা উচিত ছিল। এটি শ্রমিক ইউনিয়নের কাজের দুর্বলতাই প্রকাশ করে। যদিও শ্রমিক ইউনিয়নই যেসব কর্মী বিষয়টি সম্পর্কে

অবগত (যেমন ৩৫%) তাদের জন্য এই দ্বিপক্ষীয় চুক্তির ওপর তথ্য সরবরাহের মূল উৎস, তথ্যের অন্য প্রধান উৎসগুলি হলো নিয়োগকর্তা এবং সহকর্মীবৃন্দ।

চিত্র ৫: শ্রমিক ইউনিয়ন এবং শ্রমিকের অংশগ্রহণ

প্যানেল এ: অকার্যকরতার কারণ

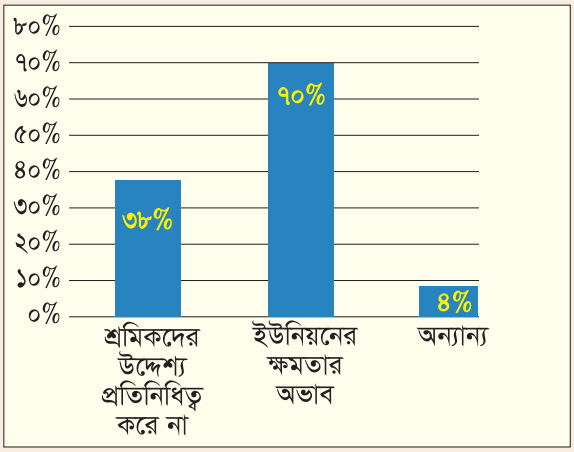

প্যানেল বি: স্থানান্তরের জন্য দ্বিপাকি চুক্তি

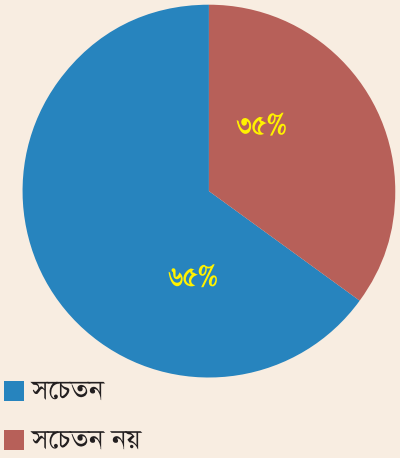

সূত্রঃ হাজারীবাগ ত্বরিত মূল্যায়ন

৪. সাভারে স্থানান্তর

৪.১. হাজারীবাগের শ্রমিকরা স্থানান্তরকে যেভাবে দেখে

৪.১.১. এটি একজন ট্যানারি শ্রমিকের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একদিকে এই ঘটনা শ্রমিকদের মধ্যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে এবং অন্যদিকে তাদের মধ্যে উন্নততর ভবিষ্যতের প্রত্যাশা বেড়েছে আরও ভালো কাজের পরিবেশ; বর্ধিত অধিকার; এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে। এর গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও, শ্রমিকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (১৪%) এই পদক্ষেপ সম্পর্কে সচেতন নয়। স্থানান্তরের খবরের প্রধান উৎস হল কারখানা এবং শ্রমিক ইউনিয়ন। চামড়া শিল্পের প্রায় ৯৫% যে সব শ্রমিক তথ্য পেয়েছে তাদের শ্রমিক কারখানা বা ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অবহিত হয়েছে ।

৪.১.২. নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। বেশিরভাগ শ্রমিক (জরিপে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের ৯০%) মনে করেন যে স্থানান্তরের মাধ্যমে তাদের ক্ষতি হয়েছে (নেতিবাচকভাবে)। প্রত্যাশিতভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল অব্যবহিত সমস্যাগুলোকে নিয়ে এবং এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত (i) আয়ের ক্ষতি এবং কাজ; এবং (ii) ইউটিলিটিগুলিতে কোন অ্যাক্সেস না থাকা। এপ্রিল ২০১৭ এর শুরুতে সব হাজারীবাগের ট্যানারির ইউটিলিটি সংযোগ বন্ধ করে দেওয়ায় কার্যকরভাবে তাদের কার্যক্রম বন্ধ হয়েছে। হাজারীবাগের ট্যানারি শিল্পের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি মানুষ এটি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ট্যানারি মালিকরা তাদের স্থানান্তরের ক্ষতিপূরণ হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ক্ষতিপূরণ লাভ করেছে। তবে সরকার কর্তৃক শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। কেবলমাত্র শ্রমিকদের একটি ছোট অংশ মালিকদের কাছ থেকে সাময়িক চাকরিচ্যুতির জন্য ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন।

চিত্র ৬: পুনর্বাসনের প্রভাব

প্যানেল এ: স্থানান্তর মাধ্যমে প্রভাবিত

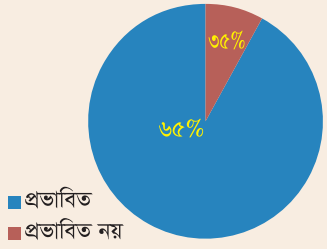

প্যানেল বি: আপনি কিভাবে প্রভাবিত হয়েছেন?

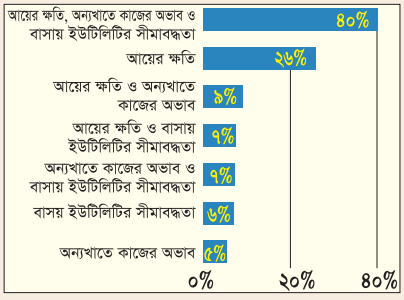

সূত্রঃ হাজারীবাগ ত্বরিত মূল্যায়ন

৪.১.৩. স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত এখনো নিশ্চিত নয়। মে ২০১৭ সালের শেষের দিকে হাজারীবাগের ত্বরিত মূল্যায়নের সময়ে, শ্রমিকদের মধ্যে মাত্র ৩৪% সাভারে স্থানান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাভারে স্থানান্তর করার জন্য তখনো ৫০% শ্রমিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। তারা সম্ভবত বেতন এবং বিভিন্ন সুযোগসুবিধা সম্পর্কে আরো তথ্য পেতে অপেক্ষা করছে যেমন হাউজিং; স্কুল; কাজের অবস্থা ইত্যাদি। এই শ্রমিকদের বৃহৎ অংশকে সাভারে মৌলিক চাহিদাসমূহের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন যা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে। অন্যদিকে, ১৩% তাদের স্থানান্তরের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রায় জরিপে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের ৭০% এর মধ্যে এই আস্থা আছে যে সাভারে এই কাজের ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতার কারণে তারা পুনরায় কাজে নিয়োগ করা হবে। তবে, শ্রমিকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ- ৩০% এর বেশি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে তারা কাজ খুঁজে পাবে সাভারে কাজে রাখা হবে না। শ্রম ও জনশক্তি ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারকদের পাশাপাশি শ্রমিক ইউনিয়ন নেতাদের জন্য এটি উদ্বেগের একটি কারণ। অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে তাদের দ্রুত নিয়োজিত করার জন্য বিশেষায়িত এবং নিবেদিত দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচী পরিকল্পনা ও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

চিত্র ৭: স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত

প্যানেল এ: স্থানান্তরের পরিকল্পনা

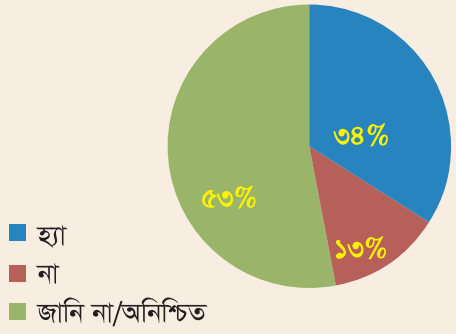

প্যানেল বি: নতুনভাবে চাকরি প্রাপ্তির সম্ভাবনা

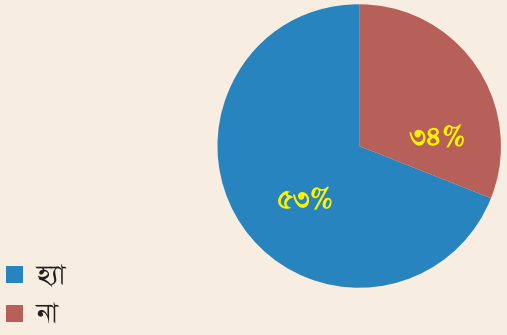

সূত্রঃ হাজারীবাগ ত্বরিত মূল্যায়ন

৪.১.৪. সাভার সম্পর্কে অপর্যাপ্ত জ্ঞান। জীবনের চারটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চাহিদা হল বাসস্থান; স্বাস্থ্য; শিক্ষা এবং পরিবহন। কারখানার কর্মীদের জন্য একটি অতিরিক্ত চিন্তার বিষয় পেশাগত নিরাপত্তা কারণ তারা তাদের জীবনের একটি বড় অংশ কারখানাগুলোতে ব্যয় করে। এটি দেখা যায় যে পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন করে শ্রমিকদের কাছ থেকে সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া যায়নি।

চিত্র ৮: অপর্যাপ্ত জ্ঞান এবং প্রত্যাশিত সমস্যা (একাধিক প্রতিক্রিয়া)

প্যানেল এ: সাভার এলাকা সম্পর্কে জ্ঞান

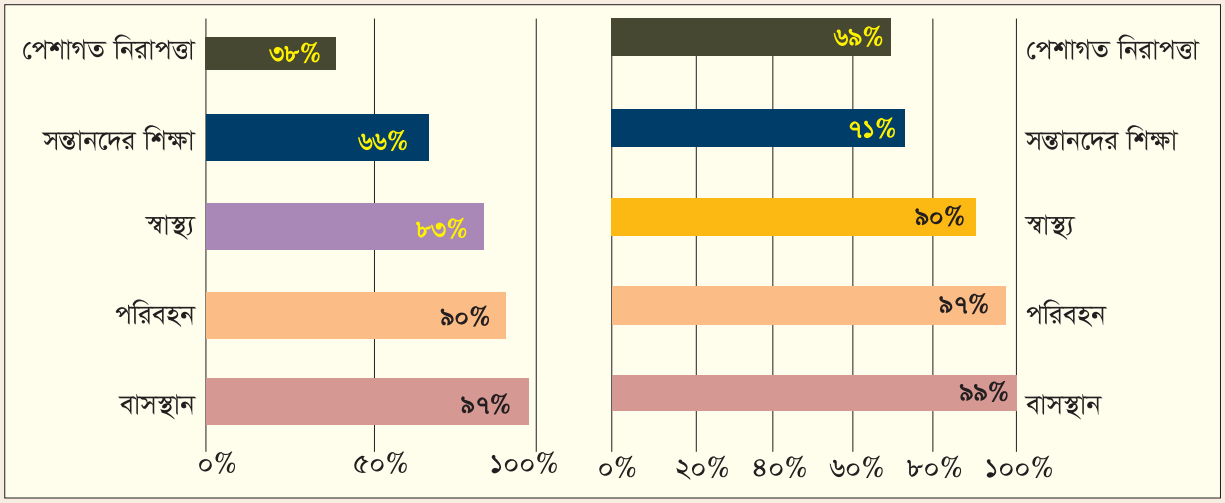

প্যানেল বি: স্থানান্তরের সমস্যা

সূত্রঃ হাজারীবাগ ত্বরিত মূল্যায়ন

৪.১.৫. প্রধান চিন্তা মূলত পাঁচটি মৌলিক চাহিদাতে কেন্দ্রীভূত। যেহেতু শ্রমিকরা তাদের উদ্বেগের সন্তোষজনক জবাব পায়নি, তাদের চিন্তাভাবনা পাঁচটি মৌলিক চাহিদাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। সাভারে স্থানান্তরের বিষয়ে প্রধান উদ্বেগ হল বাসস্থান (৯৯%); পরিবহন (৯৭%) এবং স্বাস্থ্য (৯০%)। জরিপে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের মধ্যে ৯০% এর বেশি উপরে উল্লেখিত তিনটি মৌলিক চাহিদাকে চিহ্নিত করেছে স্থানান্তরের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা হিসেবে। এই সমস্যাসমূহের সাথে শিশুদের শিক্ষা (৭১%) এবং পেশাগত নিরাপত্তা (৬৯%) সংক্রান্ত উদ্বেগের কথাও বলেছে শ্রমিকরা।

চিত্র ৯: সাভার পুনর্বাসন - উদ্বেগ এবং প্রত্যাশা (একাধিক প্রতিক্রিয়া)

প্যানেল এ: উদ্বেগের জায়গাসমূহ

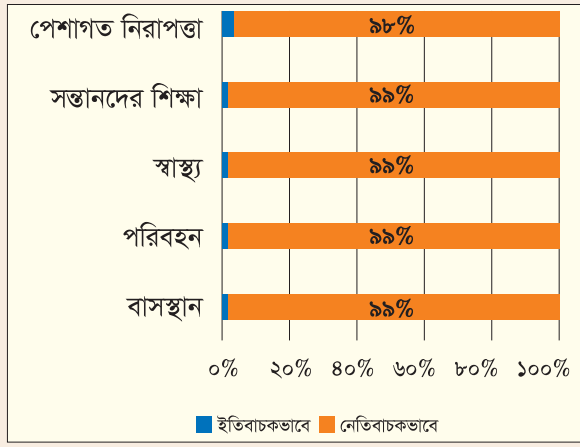

প্যানেল বি: মৌলিক চাহিদা পূরণে আশা

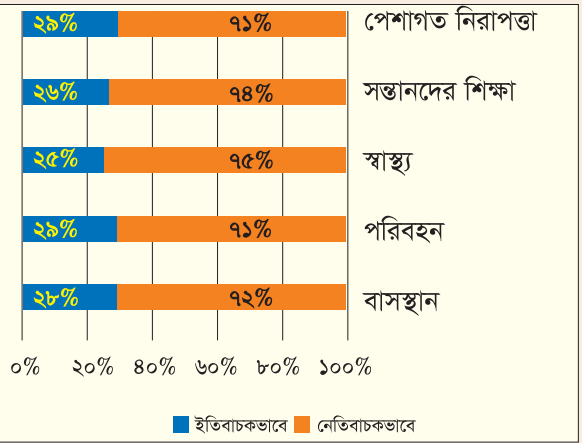

সূত্রঃ হাজারীবাগ ত্বরিত মূল্যায়ন

৪.১.৬. নেতিবাচক ধারণা। এটি খুবই অভাবনীয় ব্যাপার যে শ্রমিকদের মধ্যে স্থানান্তর সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা চালু আছে। বিশেষ করে, তাদের উত্তরগুলো পাঁচটি মৌলিক চাহিদার বেলায় খুব বেশি নেতিবাচক ছিল (যেমন ৯৮ থেকে ৯৯% -এর মধ্যে)। অভিযোগ পাওয়া গেছে যে স্থানান্তর পরিকল্পনা করার সময় শ্রমিক কল্যাণ সংক্রান্ত বিষয়াবলী উপেক্ষিত হয়েছে । এটা বিশ্বাস করতে অভাবনীয় লাগে যে শ্রমিকরা এই স্থানান্তরের কথা নেতিবাচকভাবে বিবেচনা করছে কারণ তাদের ধারণা এই স্থানান্তরের মাধ্যমে তাদের প্রত্যাশা পূরণ হবে না। তাদের কাছ থেকে পাঁচটি মৌলিক চাহিদার বেলায় খুবই উচ্চহারে নেতিবাচক উত্তর পাওয়া গেছে (যেমন ৭১ থেকে ৭৫% সীমার মধ্যে)।

৪.২. স্থানান্তরিত শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা

৪.২.১. সাভারে ট্যানারিসমূহ স্থানান্তরিত হচ্ছে। সাভারে যে ১৫৪টি ট্যানারি জমি পেয়েছে, ৬২টি ইউনিট উৎপাদন শুরু করেছে । ৭৭টি ফার্ম ট্যানিং ড্রাম ইন্সটল করেছে এবং ৭২টি ইউনিট বিদ্যুত সংযোগের জন্য আবেদন করেছে। মাত্র ২০টি ইউনিটকে গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ৫৫টি ইউনিটে পানি সংযোগ দেওয়া হয়েছে। অন্য সকল কারণের মধ্যে, সাভারে ট্যানারিগুলো চলে যাওয়াতেই শ্রমিকদের স্থানান্তরিত হতে হচ্ছে।

সাভারে স্থানান্তরিত ট্যানারি

৪.২.২. স্থানান্তরিত শ্রমিকদের মধ্যে তিনটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গ্রুপ রয়েছে। সাভারে কর্মরত শ্রমিকদেরকে (স্থানান্তরিত) তিনটি ভাবে বিভক্ত হতে পারে তাদের বর্তমান থাকার অবস্থার উপর নির্ভর করে: (i) পরিবারকে নিয়ে স্থানান্তরিত হয়েছে ১০০% এর মধ্যে খুবই অল্প, মাত্র ১৬%; (ii) পরিবারকে ছাড়া স্থানান্তরিত হয়েছে এটি সর্বোচ্চ ৪৬%; এবং (iii) প্রতিদিন যাতায়াতকারী ৩৮%. শ্রমিকদের বেশিরভাগ (প্রায় ৯৭%) ২০১৭ সালে সাভারে কাজ শুরু করেছে. ৬০% বেশি শ্রমিক এপ্রিল ২০১৭ এর পরে সাভারে আসে যেটি মূলত ত্বরান্বিত হয়েছে কারখানা বন্ধের কারণে।

চিত্র ১০: স্থানান্তরিত শ্রমিকের থাকার জায়গার অবস্থা এবং সম্মুখীন সমস্যাবলী

প্যানেল এ: থাকার জায়গার অবস্থা

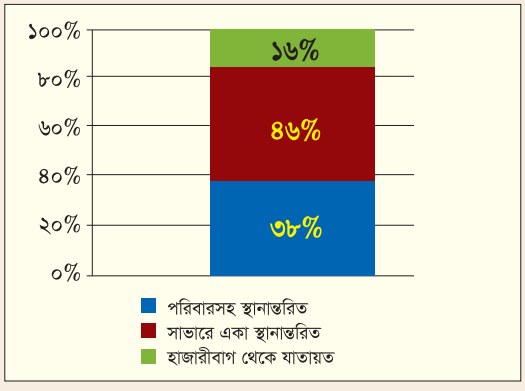

প্যানেল বি: সাভারে সম্মুখীন হওয়া মূল সমস্যাবলী

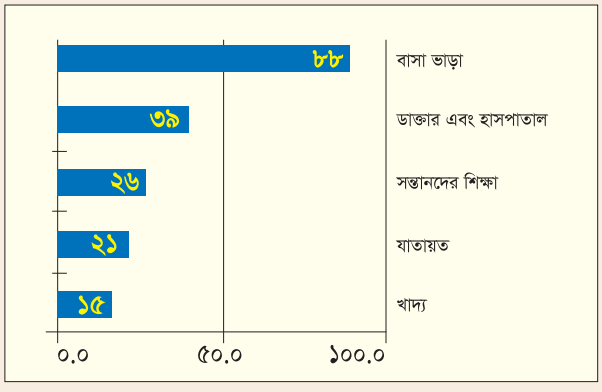

সূত্রঃ সাভার ত্বরিত মূল্যায়ন

৪.২.৩. আবাসন সংকট। পছন্দসই সাশ্রয়ী বাড়িভাড়ায় আবাসন খুঁজে বের করাটা শ্রমিকদের জন্য একটি (৮৮%) বড় সমস্যা। এরপরে রয়েছে ডাক্তার/হাসপাতাল খুঁজে বের করা (৩৯%) এবং সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা (২৬%) । ২০% এর বেশি পরিবহনের সমস্যার কথা বলেছে- এই অংশটি খুব সম্ভবত প্রতিদিন যাতায়াত করে।

চিত্র ১১: কর্মসংস্থান শর্তাবলী এবং বেতন

প্যানেল এ: সাভারে কর্মসংস্থানের শর্তাবলী

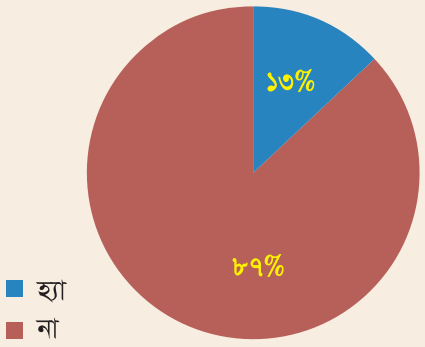

প্যানেল বি: সাভারে কর্মসংস্থানের শর্তাবলী

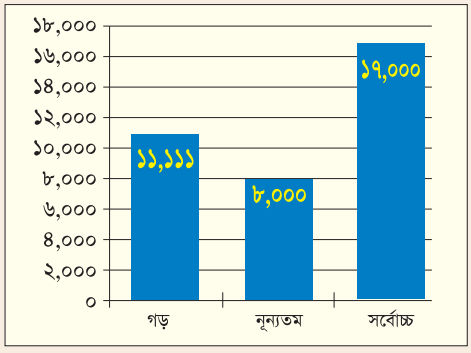

সূত্রঃ সাভার ত্বরিত মূল্যায়ন

বক্স ৪: ট্যানারি শ্রমিকেরা সাভারে তীব্র বাসস্থান সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে[১৭]

'তীব্র বাসস্থান সংকট এবং জীবনযাত্রার উচ্চমূল্য সাভারের নতুন শিল্পাঞ্চলে ট্যানারি শ্রমিকদের জীবনযাপন কঠিন করে তুলেছে। ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীরা নিউ এজকে বলে তারা তাদের এই বাসস্থান সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার এবং কারখানা মালিকদের সম্পূর্ণভাবে উদাসীন মনে করে। তারা বলে, এই দুটি সমস্যা সমানভাবে ১০,০০০ ট্যানারি কর্মীকে প্রভাবিত করেছে যার জন্য তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তারা বলে যে তারা তাদের কাজের জায়গার কাছাকাছি ভাড়া করা জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করতে পারছে না কারণ হাজারীবাগের তুলনায় এখানে দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে। কিছু শ্রমিক তাদের কারখানা মালিকের ট্রাকে করে হাজারীবাগ থেকে সাভারে প্রতিদিন যাতায়াত করে যা কিনা চামড়া পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হয়, তারা বলে এভাবে যাতায়াত করলে তাদেরকে কোন ভাড়া দিতে হয় না। কিন্তু ট্রাকে যাতায়াতের সময় শ্রমিকরা বর্ষার দিনে ভিজে যায়, এর পাশাপাশি কাঁচা চামড়ার তীব্র গন্ধে এই যাত্রা অস্বাচ্ছন্দ্যকর হয়ে পড়ে বলে তারা জানান। পণ্যের মত করে পরিবহন ব্যবহার করা মোটেই আরামদায়ক নয় বলে তারা জানায়। হাজারীবাগ থেকে নিজেরাই যাতায়াত করে এমন শ্রমিকদের প্রতিদিন ১২০ টাকা ভাড়া হিসেবে দিতে হয় বলে জানায় তারা। দুপুরের খাবার বাবদ একজন শ্রমিককে প্রতিদিন ১০০ টাকা খরচ করতে হয়। এসব কারণে তারা বলেছে, প্রত্যেক শ্রমিকের মাসিক ব্যয় ৪০০০ থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত বেড়ে গেছে যদিও তাদের মজুরি আংশিকভাবে মালিকপক্ষ কমিয়ে ফেলেছে এই যুক্তিতে যে কারখানা স্থানান্তরিত হওয়ার পর উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। শাহজাহান আকন্দ নামে ঢাকা হাইড অ্যান্ড স্কিন নামে একটি ট্যানারি কারখানার শ্রমিক, যে এই শিল্পে ১০ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছেন, জানান যে, গত তিন মাস ধরে জীবনযাত্রা অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে, কারণ তার মাসিক আয় ৫০০০ টাকা বেড়েছে, যদিও তার মাসিক আয় ১১ হাজার টাকায় অপরিবর্তিত রয়েছে।'

'ট্যানারি শ্রমিকদের ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এমএ মালেক জানান সরকারের ট্যানারি শিল্প পার্কের ভিতরে আবাসন সুবিধা প্রদান করা উচিত। মালেক বলেন যে ট্যানারি কর্মীদের জন্য সরকার কিছুই করেনি যদিও তারা তাদের কারখানাগুলোকে সাভারে স্থানান্তর করার জন্য মালিকদের উৎসাহিত করতে ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করেছিল। তিনি বলেন যে দারিদ্র্যের কারণে অনেক শ্রমিক তাদের সন্তানদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনতে বাধ্য হয়েছে, কারণ তারা এখন আর খরচ করতে পারছে না। প্রকৃতপক্ষেই শ্রমিকেরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান শাহীন আহমেদ স্বীকার করেন এবং বলেন সরকারকে শ্রমিকদের জন্য স্কুল, হাসপাতাল ও আবাসন সরবরাহ করতে হবে।'

৪.২.৪. এর চেয়ে ভালো চাকরির সুযোগ নেই। প্রায় ৯০% স্থানান্তরিত শ্রমিক সাভারে তাদের বর্তমান চাকরি এবং হাজারীবাগে কারখানা বন্ধের মধ্যে কিছুটা ফাঁক দেখতে পেয়েছে যা স্থানান্তরের কাঠামোগত দৃষ্টিকোণকে উপস্থাপন করে। সাভারে স্থানান্তরিত শ্রমিকদের ক্ষুদ্র সংখ্যক (১০%) অস্থায়ী চাকরিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। আরেকটি বিরক্তিকর তথ্য হল যে তাদেরকে হাজারীবাগের চেয়ে কোন ভালো কর্মসংস্থান প্যাকেজ দেওয়া হয়নি যেখানে বেশিরভাগ শ্রমিক ভেবেছিল যে সাভারে চাকরির শর্তাবলী আরও ভালো হবে ভালো বেতন, অন্যান্য সুবিধা, কাজের নিরাপত্তা এবং কাজের পরিবেশ ইত্যাদি বিবেচনায়।

৪.২.৫. প্রকৃত মজুরি কমে গেছে। সাভারে গড় বেতন সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা হল ১১,১১১ টাকা যা কিনা সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সীমা মধ্যে (যথাক্রমে ১৭,০০০ টাকা ও ৮০০০ টাকা)। টার্মে নমিনাল গড় মজুরি হাজারীবাগের চেয়ে প্রায় ১৭% (উদাহরণ স্বরূপ ঃ ১১,১১১ টাকা/৯,৫০০ টাকা) বেশি টাকা পাচ্ছে শ্রমিকরা। কিন্তু বাড়ি ভাড়ার জন্য বেশি ভাতা দিতে হওয়ায় সাভারে প্রকৃত গড় মজুরি প্রায় ৭,০০০ টাকা থেকে ৮,০০০ টাকায় কমে গেছে (উদাহরণ স্বরূপঃ ১১,১১১ টাকা - ৪,০০০ টাকা [মূলত বাড়িভাড়া বেশি থাকার কারণে]) যা বোঝায় হাজারীবাগের তুলনায় প্রকৃত গড় মজুরি কমে গেছে।

[১৭] *বিস্তারিত জানার জন্য http://www.newagebd.net/article/19479/tannery-workers-facing-acute-accommodation-crisis-at-savar*

৪.২.৬. থাকার পরিবেশ খারাপ হয়েছে। প্রায় ৮৮% বাস্তুচ্যুত শ্রমিকেরা বলেছেন যে হাজারীবাগের তুলনায় তারা সাভারের চেয়ে ভাল নেই যা হাজারীবাগের শ্রমিকদের দ্বারা প্রকাশিত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করেছে। অস্বস্তির কারণগুলি বাসস্থান বা আবাসনসংক্রান্ত বিষয়সমূহের সাথে শিশু শিক্ষা; ডাক্তার/হাসপাতাল; এবং বিনোদনের অভাব ইত্যাদি বিষয়গুলো জড়িত। সাভারের বাসিন্দাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য কি করা দরকার এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রমিকদের প্রায় সবাই বাসস্থানের (১০০%) কথা উল্লেখ করেছে, বাসস্থানকে মূল বিষয় হিসেবে উল্লেখের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতালের (৯৯%) সুযোগসুবিধার কথা বলেছে প্রায় সবাই। মসজিদ নির্মাণ এবং বিনোদনের সুবিধাদির কথা বলেছে যথাক্রমে ৯০% এবং ৭২% উত্তরদাতা।

চিত্র ১২: সাভারে বসবাসের অবস্থা (একাধিক প্রতিক্রিয়া)

প্যানেল এ: অস্বস্তির কারণ

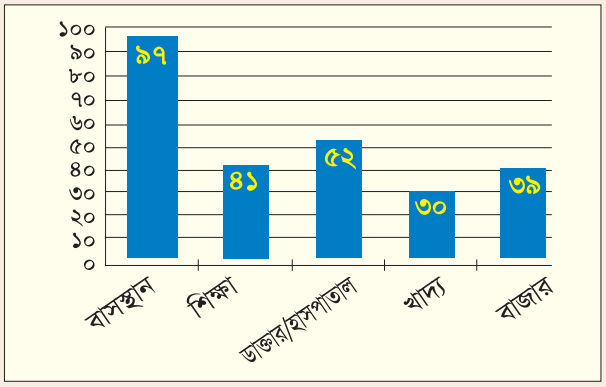

প্যানেল বি: সাভারে জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য ক্ষেত্রসমূহ

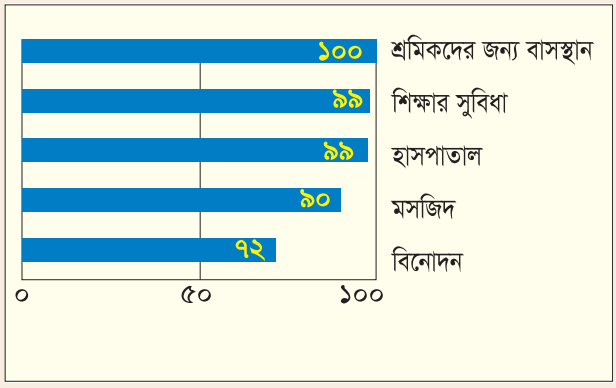

সূত্রঃ সাভার ত্বরিত মূল্যায়ন

৪.২.৭. সবকিছুই খারাপ নয়। কিছু শ্রমিক সাভারের কাজের পরিবেশের উন্নতির কথা জানান। সাভারের শ্রমিকদের (বাস্তুচ্যুত) যারা সাভারের কাজের পরিবেশের ভালো দিক খুঁজে পেয়েছেন যারা পাঁচটি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হল: বেশি জায়গা (৮৭%); আরও ভালো টয়লেটের সুবিধা (৭৮%); পরিষ্কার এবং খোলামেলা (৭১%); ক্যান্টিন সুবিধা (৫৭%) এবং পর্যাপ্ত বায়ুচলাচল (৩৯%) ।

চিত্র ১৩: সাভার ও হাজারীবাগের মধ্যে উন্নত কাজের পরিবেশ (একাধিক প্রতিক্রিয়া)

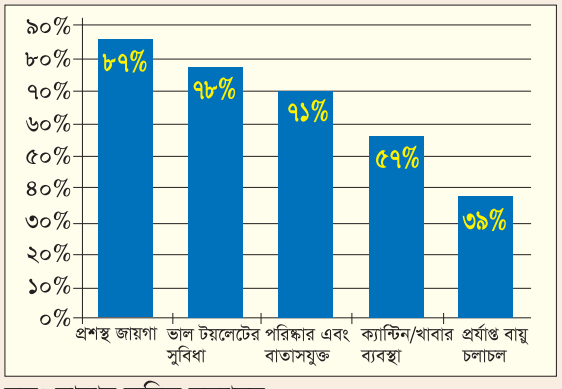

সূত্রঃ সাভার ত্বরিত মূল্যায়ন

৪.২.৮. কারখানা কর্তৃক প্রদত্ত পরিবহন ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত এবং ঝুঁকিপূর্ণ। পরিবহন খরচ বেশি এবং পাবলিক/প্রাইভেট যানবাহনসমূহ যাত্রী পরিবহণের জন্য প্রধান পদ্ধতি (৬৫% এর বেশি নিভরু করে)। হাজারীবাগ থেকে সাভারে একমুখী যাতায়াতে পরিবহণ খরচ গড়ে ১১৬ টাকা যা শ্রমিকদের দৈনিক আয়ের ২৭% ভাগ। প্রাত্যহিক যাতায়াতকারী যাত্রী শ্রমিকদের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি কারখানা কর্তৃক প্রদত্ত পরিবহন ব্যবস্থা ব্যবহার করে। যদিও তাদের মধ্যে কয়েকজন অভিযোগ করেছে যে তাদের পশুর চামড়া এবং সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল বহনকারী ট্রাকগুলতে ভ্রমণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। একমুখী যাতায়াতে গড়ে সময় লাগে এক ঘন্টার (যেমনঃ ৬৭ মিনিট) চেয়েও বেশি। এভাবে প্রতি দিন, শ্রমিকরা হাজারীবাগ থেকে সাভারে যাতায়াতে দুই ঘন্টার মত খরচ করে যা তাদের উৎপাদনশীলতা এবং প্রকৃত আয়ের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

৪.২.৯. পারিবারিক স্থানান্তরের সময়সীমা। এটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য হিসেবে উপস্থাপন করা যায় যে, যেসব শ্রমিক প্রাত্যহিক যাতায়াত করে এবং যারা পরিবারকে ছাড়া স্থানান্তরিত হয়েছে উভয় পক্ষই তাদের পরিবারের সদস্যদের সাভারে স্থানান্তরের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা নির্ধারণ করেছে। যেসব শ্রমিক প্রাত্যহিক যাতায়াত করে এবং যারা পরিবারকে ছাড়া স্থানান্তরিত হয়েছে তাদের জন্য সময়সীমা যথাক্রমে ১.৮ মাস এবং ১.৩ মাস অথবা সেপ্টেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে যেটি কিনা সাভারে হাজারিবাগের ট্যানারিগুলোর সম্পূর্ণ স্থানান্তরের জন্য প্রস্তাবিত সময়সীমা। সেপ্টেম্বরের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ঈদুল আজহার সুবিধা নিতে যা কিনা বার্ষিক উৎপাদন চাহিদা মেটাতে চামড়া সংগ্রহ করার জন্য বছরের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সময় এটি। যেসব শ্রমিক প্রাত্যহিক যাতায়াত করে তাদের অধিকাংশ মনে করে যে (উদাহরণ স্বরূপঃ ৭১%) তারা তাদের পরিবারের সদস্যদের সাভারে জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৭ অথবা এই বছরের মধ্যে নিয়ে আসতে পারবে। যেসব শ্রমিক পরিবারকে ছাড়া স্থানান্তরিত হয়েছে সেই গ্রুপটিকে এই বিষয়ে কিঞ্চিত হতাশ বলে প্রতিপন্ন হয় প্রাত্যহিক যাতায়াতকারী গ্রুপের তুলনায়। এদের প্রায় ৯০% মনে করে যে তারা তাদের পরিবারের সদস্যদের আগামী বছরের প্রথম ভাগ নাগাদ সাভারে নিয়ে আসতে পারবে (উদাহরণস্বরূপঃ জানুয়ারি-মে ২০১৮ এর মধ্যে) ।

সারণী ৪: সাভার- মূল বৈশিষ্ট্য

	প্রাত্যহিক যাত্রী	পরিবার ছাড়া স্থানান্তরিত	পরিবারসহ স্থানান্তরিত
ক) সাভারে কাজ শুরুর মাস	১০০.০	১০০.০	১০০.০
ডিসেম্বর ২০১৬	২.৬		
জানুয়ারি ২০১৭	৭.৯	২.২	
ফেব্রুয়ারি ২০১৭		৪.৪	৬.৩
মার্চ ২০১৭		৮.৭	
এপ্রিল ২০১৭	২৩.৭	২৬.১	৪৩.৮
মে ২০১৭	৬০.৫	৫৪.৪	৩৭.৫
জুন ২০১৭	৫.৩	৪.৪	১২.৫
খ) সাভারে কেন যাননি?			
বাসস্থানের সমস্যা	৯৫.০	৮০.০	
বাচ্চাদের শিক্ষার সমস্যা	৯২.০	৭৪.০	
অন্যান্য	১৮.০	৩০.০	
গ) সাভারে যাতায়াতের পদ্ধতি			
কারখানা কর্তৃক ব্যবস্থাকৃত	৩৪.২		
সরকারি/বেসরকারি পরিবহন (বাস, সিএনজি ইত্যাদি)	৬৫.৮		
ঘ) গড় পরিবহন খরচ / দিন (টাকা)	১১৬		
ঙ) একমুখী যাতায়াতে গড় প্রয়োজনীয় সময় (মিনিট)	৬৭		
চ) আর কতদিন এভাবে প্রতিদিন ভ্রমণ করতে হবে / একা বাস করতে হবে বলে মনে করেন (মাস)?	১.৮	১.৩	
ছ) আপনি কবে সাভারে পরিবারসহ যেতে পারবেন বলে মনে করেন?			
(জুলাই ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০১৭) (%)	৭১.১	১০.৯	
(জানুয়ারি ২০১৮ - মে ২০১৮) (%)	২৮.৯	৮৯.১	

সূত্রঃ সাভার ত্বরিত মূল্যায়ন

৫. কেন্দ্রীয় বর্জ্য-শোধানাগার (Central Effluent Treatment Plant)[১৮]

৫.১ বর্তমান অবস্থা:

৫.১.১ বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত সমস্যার কারণে সিইটিপি (CETP) পুরোপুরি চালু হয় নি। সিভিল ও মেকানিক্যাল উপাদান সংক্রান্ত সকল কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। তবে বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে এখনও সমস্যা রয়ে গেছে। আগস্ট ২০১৭ পর্যন্ত কেবল ৫০% বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫০% বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন করা না হলে সিইটিপি পুরোদমে চালু করা সম্ভব হবে না। উপরন্ত, লবণ পরিশোধন ব্যবস্থা এবং কঠিন বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা এখনও সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়নি। অবশিষ্ট কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য বিসিকের পক্ষ থেকে দুই বছর সময় একটি করার অনুরোধ করা হয়েছে ।

সাভার সিইটিপি এর আন্তরী দৃশ্য (Arial View)

পানি শোধানাগার

বক্স ৫: সিইটিপি এর বর্তমান অবস্থা (আগস্ট ২০১৭)

উপাদান	বিস্তারিত বিবরণ	অবস্থা (সমাপ্তির হার)
৪ মডিউল	মডিউল ১ (এ১+বি১) মডিউল ২ (এ২+বি২) মডিউল ৩ (এ৩+বি৩) মডিউল ৪ (এ৪+বি৪)	১০০% ১০০% ৫০% ৫০%
৮ অক্সিডেশন ট্যাংক	এ১, বি১, এ২, বি২, এ৩, বি৩, এ৪, বি৪	বি৩, বি৪ (১০০%) এ৩, এ৪ (১০০ %) এ১, এ২ (১০০ %) বি১, বি২ (১০০ %)
ক্রোম পুনরুদ্ধার ইউনিট	ইউনিট ১ ইউনিট ২ ইউনিট ৩	ইউনিট ১ (১০০%) ইউনিট ২ (৫০%) ইউনিট ৩ (১০০ %)
কর্দম শোধানাগার স্লাজ পাওয়ার প্ল্যান্ট ডাম্পিং ইয়ার্ড পানি শোধানাগার	 ২২ ML/D	৯০% ০% ০% ১০০%

উৎসঃ বুয়েট

৫.১.২. এরেশন রেট (Aeration rate) তুলনামুলকভাবে কম সন্তোষজনক। বর্তমানে এ হার ৭৫% থেকে ৮৫%, যদিও লক্ষ্যমাত্রা হল ৯৫%-৯৮% হার। এই ত্রুটির কথা জানিয়ে ঠিকাদারের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে যেন তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন। তবে তাদের যুক্তি হল অবশিষ্ট মডিউলে বিদ্যুৎ সংযোগ এবং সিস্টেমে 'কেমিকাল ডোজিং' সহ বাকী কাজ সম্পূর্ণ হলে ৯৫% লক্ষ্যমাত্রা হার অর্জন করা যাবে।

৫.১.৩. সিইটিপি (CETP) এর অযথাযথ ব্যবহারের কারণে অসন্তোষজনক ফলাফল তৈরি হয়। (ক) একটানা 'ব্যাকটেরিয়া' (ব্যাকটেরিয়া জৈব পদার্থকে জারিত করে এবং সিস্টেমে দূষণের মাত্রা কমায়) উৎপন্ন করার জন্য সিইটিপি ২৪ ঘণ্টা চালানো

[১৮] *এই সেকশনটির জন্য প্রয়োজনীয় ডাটা, তথ্য এবং রিপোর্ট প্রদান করেছেন ডঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন, প্রফেসর, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট এবং টিম লিডার, CETP প্রোজেক্ট, বুয়েট। তার একটি ইন্টারভিউ নেয়া হয়েছে।*

উচিৎ। কিন্তু বাস্তবে এটি ২৪ ঘণ্টা চালান হয় না, বরং বিরতি দিয়ে দিয়ে চালান হয়; ফলস্বরূপ ব্যাকটেরিয়া উৎপন্ন হয়ে মারা যায়। এটি মনে রাখা জরুরি যে সিইটিপি ২৪ ঘণ্টা চালনা করলে তা 'BOD' লেভেলকে কমাতে সাহায্য করে। বিরতি দিয়ে চালনোর কারণ জানা যায় নি, যদিও খরচ একটি কারণ হতে পারে। ২৪ ঘণ্টা টানা চালনা করলে প্রতি মাসে ৫০-৬০ লক্ষ টাকার মত খরচ হত, অন্যদিকে বর্তমানে মাসিক খরচ ২০-২৫ লক্ষ্য টাকা। (খ) COD নিয়ন্ত্রনের জন্য 'ডোজিং পাইপ' স্থাপন করা এবং বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা দরকার। যদিও প্রয়োজনীয় 'ডোজিং পাইপ' স্থাপন করা হয়েছে, রসায়নিক পদার্থ এখনও কেনা হয়নি। ফলস্বরূপ COD নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায়নি।

৫.১.৪. ট্যানারি মালিকদের সিইটিপি পরিচালনায় অবশ্যই সহায়ক ভূমিকা রাখতে হবে। (ক) প্রত্যেক আদর্শ ট্যানারি ফ্যাক্টরিতে প্রবাহমান বর্জ্য ও ক্রোম নিষ্কাশনের জন্য (অতি বিষাক্ত বর্জ্য) দুটি পৃথক পাইপ থাকতে হয়। এটি মনে রাখা জরুরি যে (নিম্নে দৃষ্টব্য) যদিও ক্রোমের সীমা <= ২ (মি.গ্রা./ লিটার) বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রোম লেভেলের ঘনত্ব ৫ মি.গ্রা./ লিটার পর্যন্তও পাওয়া গেছে। কিন্তু ট্যানারিগুলোতে এই আদর্শ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে না। বরং কিছু ট্যানারি বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য একটি সাধারণ পাইপ ব্যবহার করে যা সিইটিপিতে নিষ্কাশিত হয়। ট্যানারি মালিকদের সিইটিপি তে দুই ধরণের বর্জ্যের মিশ্রণ একসাথে নিষ্কাশনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করা উচিত; এবং (খ) পাইপ লাইনে বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের পূর্বে কঠিন বর্জ্য ছাঁকার জন্য প্রতিটি ফ্যাক্টরিতে তিনটি করে পর্দা স্থাপন করতে হয়। পর্দা স্থাপন করা হলেও দেখা যায় বর্জ্য নিষ্কাশনের সময় পর্দা উপরে টেনে রাখা হয় (হাজারিবাগে এই পদ্ধতি মেনে চলা হয়)। সাভারে মালিকরা পুরনো পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসতে এবং নির্ধারিত নিয়ম মানতে পারছে না বলে মনে হচ্ছে। এক্ষেত্রেও ট্যানারি মালিকদের সিইটিপি তে বর্জ্যের মিশ্রণ নিষ্কাশনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করা উচিত।

৫.২. ব্যবস্থাপনা

৫.২.১ ব্যবস্থাপনা কমিটি এখনও গঠন করা হয়নি। সিইটিপি পরিচালনার জন্য বিসিক (BSCIC) প্রতিনিধি ও ট্যানারি মালিকদের প্রতিনিধিসহ কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে কোন প্রকার অগ্রগতি হয় নি। উদ্বেগের বিষয় হল অতিসত্বর এই কমিটি গঠন করা না হলে সিইটিপি ব্যবস্থাপনা ক্ষুণ্ণ হবে।

৫.২.২. সিইটিপি পরিচালনার খরচ কে বহন করবে? সিইটিপি পরিচালনার জন্য প্রতি বছরের আনুমানিক খরচ হবে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা। হিসাবের পদ্ধতি হলঃ প্রতি মেট্রিক টন বর্জ্য শোধনের খরচ ৪০ টাকা। হিসাবমতে, প্রতিদিন ২৫,০০০ মেট্রিক টন বর্জ্য শোধন করতে হবে যার খরচ দাঁড়াবে ১০ লক্ষ টাকা (২৫,০০০ * ৪০ টাকা= ১০ লক্ষ টাকা)। এরূপে বাৎসরিক খরচ দাঁড়াবে ১০ লক্ষ * ৩৬৫ দিন= ৩.৬৫ কোটি টাকা। অধিকন্ত, নষ্ট যন্ত্রপাতি মেরামত প্রতিস্থাপনেরও প্রয়োজন হবে।

৫.২.৩. বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বিনির্মাণের কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ঠিকাদার ও বিসিক (BSCIC) এর মধ্যকার চুক্তি অনুযায়ী সিইটিপি এর কাজ সম্পূর্ণ হবার এবং স্থাপনার পর দুই বছর পর্যন্ত ঠিকাদার তা পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে। এই দুই বছরের অধিকাংশ সময় বাংলাদেশি প্রযুক্তিবিদ/প্রকৌশলী/কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে ব্যয় হবে। চুক্তি অনুযায়ী ৬০ জনের মত বাংলাদেশি এই প্রশিক্ষণে অংশ নেবেন। কিন্ত এক্ষেত্রে কোন ধরণের অগ্রগতি দেখা যায় নি।

৫.২.৪. এটি নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। এসকল সমস্যার সমাধানের জন্য বিসিক (BSCIC) এর নিবিড় পর্যবেক্ষণের দরকার। তবে এক্ষেত্রে বিসিক (BSCIC) এর দিক থেকে স্বত্ত্বাধিকারের অভাব প্রকাশ্য। ঠিকাদারের কার্যকলাপও সন্তোষজনক নয়।

৫.৩ নমুনা বিশ্লেষণ

সারণি ৫: সিওডি (COD) ও বিওডি (BOD) নমুনার ফলাফল

সিরিয়াল নং	নমুনা সংগ্রহের তারিখ	COD (মি.গ্রা./লিটার)	BOD5 (মি.গ্রা./লিটার)
০১	০৭/১২/২০১৬	৯৪২	৩৯০
০২	১২ /০১ /২০১৭	৭০০	২৭৫
০৩	২৩/০১/ ২০১৭	৫২৪	-
০৪	২৯/০২/ ২০১৭	৬৪৬	৩৩০
০৫	২৩/০২/ ২০১৭	৫৯৬	১৯৪
০৬	০৯/০৩/ ২০১৭	৩৫৮	১২২
০৭	২৩/০৩/ ২০১৭	৮৩০	২০৪
০৮	০৯/০৪/ ২০১৭	৭৮৭	৩৭৩
০৯	১১/০৪/ ২০১৭	১০৫১	৪৭৫
১০	১৮/০৫/ ২০১৭	১৪৮২	-
১১	২৬/০৫/ ২০১৭	১৪৩৬	-
১২	১৩/০৬/ ২০১৭	১১৫৩	-
১৩	০৬/০৭/ ২০১৭	১০৫১	১৮৮
অনুমোদিত সীমা		<২০০	<৩০

উৎসঃ বুয়েট

৫.৩.১. প্রাপ্ত ফলাফল আশংকাজনক। সিইটিপি এর নির্গমন পয়েন্ট ও নদী থেকে বুয়েট এবং পরিবেশ অধিদপ্তর/বিভাগ এর সংস্হীত নমুনা/ তথ্য বিশ্লেষণ করে ভয়াবহ ফলাফল পাওয়া গেছে। সকল নমুনার পরামিতি (parameters) সীমার বাইরে। সিওডি (COD) এবং বিওডি (BOD) উভয় লেভেল অনুমোদিত সীমার অনেক উপরে- সিওডি (COD) এর জন্য অনুমোদিত সীমা <২০০ (মি.গ্রা./লিটার) এবং বিওডি (BOD) এর জন্য অনুমোদিত সীমা <৩০ (মি.গ্রা./লিটার)। বিওডি (BOD) এর অনুমোদিত সীমা নিয়ে বুয়েট এবং পরিবেশ অধিদপ্তর এর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। বুয়েট থেকে অনুমোদিত সীমা <৩০ (মি.গ্রা./লিটার) ধার্য করা হয়েছে, অন্যদিকে পরিবেশ অধিদপ্তর ৫০-১০০ (মি.গ্রা./লিটার) পর্যন্ত বিভিন্ন অনুমোদিত সীমা ব্যবহার করে থাকে। কথিত আছে, সুবিধার জন্য ও দূষণকারীদের জন্য বিষয়টি সহজ করতে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবর্তনশীল অনুমোদিত সীমা ব্যবহার করে থাকে।

৫.৩.২. পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত ফলাফলও আশংকাজনক। ডিসেম্বর ৭, ২০১৬ থেকে এপ্রিল ৯, ২০১৭ এর মধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর নমুনা সংগ্রহ করে। পরিবেশ অধিদপ্তরের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সকল নমুনার পরামিতি (parameters) নিজ নিজ সহ্যসীমার বাইরে। পরিবেশ অধিদপ্তর এর মন্তব্য অনুযায়ী 'ইসি, টিডিএস, ক্লোরাইড, ডিও, বিওডি, সিওডি, মোট সিআর. পরামিতি (parameters) অনুমোদিত সীমার বাইরে।'

৫.৩.৩. সিইটিপি এর ভবিষ্যৎ নিয়ে অংশীদাররা চিন্তিত [১৯]। বেশিরভাগ ট্যানারি মালিকরা মনে করেন, সিইটিপি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ফলে ধলেশ্বরী নদীতে অশোধিত বর্জ্য সরাসরি এসে পড়বে। আশঙ্কা করা যাচ্ছে যে, ধলেশ্বরী নদীও বুড়িগঙ্গা নদীর মত দূষিত হয়ে পরবে। ধলেশ্বরী নদীর দূষণ নিয়ে সচেতনতা গড়তে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক আইনুন নিশাত বলেন, 'ট্যানারি শিল্পকারখানাগুলোর হাজারীবাগ থেকে সাভারে স্থানান্তরকরা অপরিহার্য, যেহেতু এই শিল্প বছরের পর বছর ধরে অশোধিত বর্জ্য দ্বারা বুড়িগঙ্গা নদীকে ধ্বংস করেছে। নদী রক্ষার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে ধলেশ্বরী নদীর পরিণতি বুড়িগঙ্গা নদীর মত হতে পারে।"

পরিবেশ বিভাগ

ট্যানারি এস্টেটের সিটিইপি এর বর্জ্য পানির নমুনার বিশ্লেষণপত্র, হরিদ্ধারা, সাভার

অবস্থান	তারিখ	সংগ্রহের সময়	তাপমাত্রা (OC): ল্যাব	PH: ল্যাব	EC(micro S/cm)	TDS (mg/L)	SSS (mg/L)	Chloride (mg/L)	DD (mg/L)	BOD5 (mg/L)	COD (mg/L)	মোট Cr (mg/L)	মন্তব্য
সাভার ট্যানারি এস্টেটের সিটিইপি এর চূড়ান্ত আউটলেট	০৭/১২/১৬	১১:০০	২৩.৪	৮.৬৩	১২৭৯০	৮৪৭০	১৮০	৪১৮৩	০.০	৩৯০	৯৪২	৮.৭৬	EC, TDS,SS, Chloride, DO, BOD, COD, মোট Cr. পরামিতি (parameters) অনুমোদিত সীমার বাইরে।
সাভার ট্যানারি এস্টেটের সিটিইপি এর চূড়ান্ত আউটলেট	২৯/১২/১৬	১০.৩০	২৩.৫	৮.৭৭	১৩৩৬০	৭৬৮০	১৭৬	৪০৮৩	০.২	৩৩০	৬৪৬	২.৩৪	EC, TDS,SS, Chloride, DO, BOD, COD, মোট Cr. পরামিতি (parameters) অনুমোদিত সীমার বাইরে।
সাভার ট্যানারি এস্টেটের সিটিইপি এর চূড়ান্ত আউটলেট	১২/০১/১৭	১১:০০	২৩.৫	৮.৩৪	১২৩৪০	৭৮৮০	১৮০	৩৯৯৮	০.০	২৭৫	৭০০	৫.৩০	EC, TDS,SS, Chloride, DO, BOD, COD, মোট Cr. পরামিতি (parameters) অনুমোদিত সীমার বাইরে।
সাভার ট্যানারি এস্টেটের সিটিইপি এর চূড়ান্ত আউটলেট	০৯/০৩/১৭	১১:০০	২৭.৪	৮.০৮	১০৫৮০	৫৬৯০	১৭৬	১৯৯৯	০.০	১২২	৩৫৮	৫.২২	EC, TDS,SS, Chloride, DO, BOD, COD, মোট Cr. পরামিতি (parameters) অনুমোদিত সীমার বাইরে।
সাভার ট্যানারি এস্টেটের এর চূড়ান্ত আউটলেট	০৯/০৪/১৭	১১:৩০	২৫.০	৮.৬১	১২২৬০	৬৭৬০	১৮০	৩৩১৮	০.২	৩৭৩	৭৮৭	৪.৭৮	স্যামপ্লিং এর সময় নদীতে কোন সিটিইপি বর্জ্য পানি নিষ্কাশিত হয় নি।
Bangladesh Standard for Waste Water from Industrial units, discharged to inland surface water as per ECR ১৯৯৭			২০-৩০	৬-৯	১২০০	২১০০	১৫০	৬০০	৪.৫-৪	১০০	২০০	২.০০	

Note: BOD 200C তাপমাত্রায় এবং ৫ দিন

SD/ (20/04/2017)
(সৈয়দ আহমদ কবির)
সিনিয়র কেমিস্ট

SD/ (21/04/2017)
(সোনিয়া আফসানা)
সিনিয়র কেমিস্ট

SD/ (20/04/2017)
(মোঃ মুস্তাফিজুর রাহমান আকন্দ)
ডেপুটি ডিরেক্টর

SD/ (20/04/2017)
(ডাঃ মোঃ সোহরাব আলী)
ডিরেক্টর

[১৯] *দেখুনঃ http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2017/03/29/dhaleshwari-river-threat-pollution. ডেইলি এক্সপ্রেসও এব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। (http://www.thedailystar.net/opinion/no-frills/troubled-times-the-leather-industry-1441675; এবং ডেইলি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস (http://www.thefinancialexpress-bd.com/2017/07/28/78324/Savar-tannery-estate-won%27t-be-fully-operational-before-Eid-ul-Azha*

৬. সমাপ্তিসূচক পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ

৬.১ শীর্ষ পর্যবেক্ষণসমূহ

১। সবচেয়ে বিস্ময়কর পর্যবেক্ষণ যেটি লক্ষ্য করা যায় যে কারখানাগুলি চালু ছিল এবং বড় কোনও শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং বিক্ষোভের খবর পাওয়া যায়নি।

২। সবচেয়ে ইতিবাচক ব্যাপার হচ্ছে ট্যানারির স্থানান্তর। এক দশকেরও বেশি সময় আগে ২০০০ সালে শুরু হওয়া প্রক্রিয়াটি ২০১৭ সালের প্রথম ভাগেই পরিণতি লাভ হয়েছে ।

৩। সবচেয়ে হতাশাজনক ব্যাপার হল শ্রমিক কল্যাণের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে স্থানান্তরের পরিকল্পনায় উপেক্ষা করা হয়েছে ।

৪। সর্বাধিক চিন্তার বিষয় হল সিইটিপিসহ সাভারের ট্যানারি শিল্প নগরীতে দুর্বল অবকাঠামো।

৫। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই উদ্বেগগুলো সমাধান করার জন্য খুব দ্রুত কাজ করা। তাৎক্ষণিকভাবে তিনটি সময়সীমা মাথায় রেখে কৌশলগত কিন্তু এখনো বাস্তবায়ন প্রস্তাবের মধ্যে থাকা একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ; অব্যবহিত, স্বল্পকালীন (৬-১৮ মাস); এবং মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী (২-৫ বছর) ।

৬.২ সুপারিশসমূহ

৬.২.১ বেতন, অন্যান্য সুবিধা এবং কর্ম পরিবেশ

অব্যবহিত[২০]

মালিক কর্তৃক প্রদেয় এক বা দুই মাসের বেতন পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে যেটা মালিক বা শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে সাম্প্রতিক চুক্তি অনুসারে মালিকপক্ষ দিচ্ছে না। যদি ধরা হয় জুলাই/আগস্ট মাসে মোট ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১৫,০০০ (মোট শ্রমিকের সংখ্যা => ৩০,০০০; স্থানান্তর অথবা পুনর্নিয়োগের হার ৫০%; ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৩০,০০০X০.৫=> ১৫,০০০); এবং গড় মাসিক বেতন ১০,০০০ টাকা; প্রতি মাসে মোট টাকা প্রদানের জন্য আনুমানিক লাগবে ১৫,০০০* ১০,০০০ টাকা = ১৫০,০০০,০০০ অথবা ১৫ কোটি টাকা। দুই মাসের জন্য এর পরিমাণ হবে ৩০ কোটি টাকা।

এটা অত্যাবশ্যক যে শ্রমিকদের জুলাই/আগস্টের মাসগুলোর বেতন দিয়ে দেওয়া উচিত কারণ বেতন না পেলে তারা খুব অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়ে যাবে। তাদের অধিকাংশেরই খুব অল্প সঞ্চয় বা কোন সঞ্চয় নেই। আমাদের হিসাব মতে দুই মাসের জন্য প্রয়োজন হবে ৩০ কোটি টাকা। প্রধান সমস্যা হল কিভাবে এই অর্থায়ন করা হবে? নিম্নলিখিত বিকল্পগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে:

অর্থায়নের বিকল্পপন্থা সমূহঃ

- মালিকদের উপর আরোপিত ৩২ কোটি টাকার জরিমানা যেটি পরবর্তীতে হাইকোর্ট কর্তৃক রহিত হয়।
- স্থানান্তর ফান্ড থেকে ২৫০ কোটি টাকা মালিকদের দেওয়া হচ্ছে যাতে করে স্থানান্তর সহজতর হয়।
- সরকারের সামাজিক সুরক্ষা তহবিল বাজেট থেকে।
- সরকারের ব্লক অনুদান থেকে।

দায়িত্বঃ মালিকপক্ষ; শ্রমিক ইউনিয়ন

স্বল্প মেয়াদী

ক) আলোচনা থেকে জানা গেছে সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালের মধ্যে সাভারে প্রায় সব শ্রমিককে পুনর্নিয়োগ করা হবে। তবে, বাসস্থান এবং অন্যান্য সুবিধার অভাবের ফলে সাভারে শ্রমিকদের সম্পূর্ণ পরিবার পুনর্বাসনের জন্য সময় লাগবে। সুতরাং, এই ক্রান্তিকালে, শ্রমিকদের জন্য একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় হবে হাজারীবাগ থেকে সাভারে আসা যাওয়া। তাই যতদিন সম্পূর্ণরূপে স্থানান্তর না করা যায়, শ্রমিকদের পরিবহনের ব্যবস্থা করা গুরুত্বপূর্ণ। একটি কার্যকর পরিবহন ব্যবস্থার আয়োজন করতে হবে যাতে করে শ্রমিকদের উপর এবং সামগ্রিক উৎপাদনশীলতার উপর একটি যথার্থ প্রভাব ফেলার পাশাপাশি সঙ্গে সময় সংরক্ষিত হয়।

খ) উপরন্ত, সাভারে স্থানান্তরণ সহজতর করার জন্য শ্রমিকদেরকে ২৫,০০০ টাকার এককালীন ভাতা প্রদান করা যেতে পারে। এতে খরচের পরিমাণ দাঁড়াতে পারে ৭৫ কোটি টাকা (৩০,০০০X২৫,০০০ টাকা = ৭৫০,০০০,০০০ অথবা ৭৫ কোটি টাকা)। শ্রমিকদের সাথে আলোচনা এবং তাদের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে সাভারে পুরোপুরি স্থানান্তর অত সহজ নয় বরং তা ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ।

গ) অধিকাংশ বাস্তুচ্যুত শ্রমিকের জন্য কর্মাবস্থা (চাইল্ডকেয়ার, ক্যান্টিন এবং টয়লেট) এবং চাকরির শর্তাবলী উন্নত করা হয়নি। চামড়া খাতে জড়িত সকল প্রতিনিধির এটি একটি সুযোগ যে এই স্থানান্তরের মাধ্যমে কাজের পরিবেশ এবং নিরাপত্তা উন্নত করা যেতে (বিশেষত, কারখানার ভেতরে তাদের পর্যাপ্ত টয়লেটের চাহিদা আছে - পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে; জাতীয়ভাবে স্বীকৃত অনুযায়ী বিল্ডিং কোড স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কারখানার ভেতরে উন্নত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা শর্ত (যেমন একটি গার্মেন্টস কারখানার কমপ্লায়েন্সের মত) এবং শ্রমিকদের বর্ধিত সুবিধাদি (যেমন মজুরি, এবং বীমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড বিধান ইত্যাদি)।

---

[২০] *অব্যবহিত বলতে কোন টাইম ফ্রেম বোঝানো হয়নি; স্বল্পমেয়াদী বলতে ৬ থেকে ১৮ মাস বোঝানো হয়েছে জুন ২০১৭ থেকে; মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী বলতে ২ থেকে ৫ বছর বোঝানো হয়েছে জুন ২০১৭ থেকে।*

বিকল্পপন্থাসমূহঃ

- রূপান্তরের সময় শ্রমিকদের জন্য হাজারীবাগ থেকে সাভারের পরিবহনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মালিক এবং কর্মীদের একটি স্বল্প খরচের কার্যকরী সমাধান খুঁজে বের করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির সহায়তায় বিশেষ বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

- শ্রমিকদের এককালীন স্থানান্তর খরচও দেওয়া উচিত। এর জন্য আনুমানিক খরচ ৭৫ কোটি টাকা। যেহেতু বাংলাদেশ সরকার মালিকদের স্থানান্তর তহবিল ২৫০ কোটি টাকার মত সম্প্রসারণ করেছে, শ্রমিক ও তাদের পরিবারের পুনর্বাসন সুবিধা সহজতর করার জন্য আরও ৭৫ কোটি টাকা প্রদান করা উচিৎ। শ্রমিক স্থানান্তর তহবিলের বিতরণ পরিচালনার জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন, সরকার ও মালিক সমিতিগুলির সমন্বয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।

- ভাল কাজের পরিবেশ/নিরাপত্তা, উৎপাদনশীলতা এবং মুনাফার মধ্যে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক দেখাতে একটি গবেষণা চালানো যেতে পারে যাতে করে মালিকপক্ষ ভালো কাজের পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত হন।

- বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগের সাথে কাজ করা যেতে পারে যেটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আওতায় ভবিষ্যৎ প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং বীমা নিশ্চিতের লক্ষে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের মূল সংস্থা।

দায়িত্বঃ মালিকপক্ষ; এবং সরকার (শ্রম মন্ত্রণালয় এবং শ্রমশক্তি এবং শিল্প মন্ত্রণালয়)

মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদে

শ্রমিকদের ধারণা অনুযায়ী সাভারে স্থানান্তর স্থান সংকট কমাবে এবং নতুন অবস্থানে তাদের কিছু দীর্ঘমেয়াদী আকাঙ্খারও বাস্তবায়ন হতে পারে। এগুলো হলঃ

- শ্রমিকদের জন্য বসবাসের জায়গা (ডরমিটরি)
- স্কুল এবং নিবেদিত হাসপাতালের ব্যবস্থা
- খেলার মাঠ; কাব এবং বিনোদনের অন্যান্য সুবিধা
- মসজিদ
- সিবিএ অফিস

চামড়া খাতের নীতিনির্ধারকদের (যেমন, মালিক, সরকার, ক্রেতাদের এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান) শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদি আকাঙ্খার (বা প্রকৃত চাহিদার) প্রতি নজর দেয়া উচিত। এই কারণে নিম্নবর্তী পদক্ষেপগুলো নিতে হবেঃ

বিকল্পপন্থাসমূহঃ

- জমির আবশ্যিকতা, নির্মাণ ব্যয়, অর্থায়ন ব্যবস্থা (সরকারি এবং ব্যাক্তিখাত উভয় উৎস, প্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ - ব্যাংক ঋণ [স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক], বন্ড অর্থায়ন, এফডিআই, যৌথ উদ্যোগ ইত্যাদি) কে কেন্দ্র করে দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাবের খরচ ও লাভ মূল্যায়ন করার জন্য একটি সর্বাঙ্গীণ গবেষণা পরিচালনা করা উচিত। প্রত্যাশিত লাভের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে মোট উপাদানের উৎপাদনশীলতা (টোটাল ফ্যাক্টর প্রডাক্টিভিটি); উন্নত মূল্যের সঙ্গে রপ্তানির চাহিদা বৃদ্ধি এবং চামড়াজাত পণ্যের নতুন টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিবেশবান্ধব গন্তব্য হিসাবে বাংলাদেশকে সফলভাবে ব্র্যান্ডিং করা।

- মালিক; সরকার; ক্রেতা এবং ফাইন্যান্সিয়ারদের (মূলধন যোগানদার) সঙ্গে রিপোর্টের ফলাফল এবং সুপারিশ নিয়ে আলোচনা করতে হবে। এই পরামর্শ সভার একটি প্রধান ফলাফল হবে সব স্টেকহোল্ডারদের (অংশীদারদের) দ্বারা সম্মত একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি বাস্তবায়ন কমিটি বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিরীক্ষণ করবে।

দায়িত্বঃ সরকার (শ্রম মন্ত্রণালয় এবং শ্রমশক্তি এবং শিল্প মন্ত্রণালয়)

৬.২.২ সিইটিপিসহ অবকাঠামো

অব্যবহিত

ক) সিইটিপি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরের (সম্পূর্ণ স্থানান্তরের জন্য যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে) মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। অবকাঠামো নির্মাণের কাজে দেরি হলে সাভার অঞ্চল ও 'ধলেশ্বরী' নদীতে অব্যাহত পানি দূষণ হবে। অন্য কথায় এটি একটি স্থান (হাজারীবাগ) থেকে অন্য স্থানে (সাভার) থেকে পানি ও পরিবেশ দূষণের স্থানান্তর ঘটাবে মাত্র।

কার্য তালিকাঃ

- ২৫ আগস্ট, ২০১৭ এর মধ্যে সিইটিপিতে বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন।
- জীর্ণ সিইটিপি যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন ও নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয়।
- স্থানান্তরিত ট্যানারির জন্য ইউটিলিটি সংযোগ স্থাপন।
- স্লাজ (কর্দম) ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ১০০% কাজ সম্পন্ন করা।
- ট্যানারি মালিকদের এবং পরিচালকদের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন।
- বুয়েটের পরামর্শদাতা কমিটির সুপারিশ অনুসরণ।

- ঠিকাদার দ্বারা প্রস্তাবিত স্লাজ (কর্দম) পাওয়ার প্ল্যান্ট ডিজাইনের পরীক্ষণ সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- সময়ানুগ এবং সন্তোষজনক সমাপ্তির জন্য নির্দেশনা প্রদানে তৃতীয় পরে (বুয়েট ও অন্যান্য) দ্বারা সিইটিপির অগ্রগতির একটি স্বাধীন মূল্যায়ন প্রণয়ন।

দায়িত্বঃ শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার ও ঠিকাদার

স্বল্প মেয়াদী
খ) কিছু সিইটিপি অবকাঠামো নির্মাণ এখনো শুরু হয়নি। এর মধ্যে আছে (i) স্লাজ (কর্দম) পাওয়ার প্ল্যান্ট; এবং (ii) ডাম্পিং ইয়ার্ড।

কার্য তালিকাঃ
- স্লাজ (কর্দম) পাওয়ার প্ল্যান্টের সম্পূর্ণ নির্মাণ।
- স্লাজ (কর্দম) পাওয়ার প্ল্যান্টের সম্পূর্ণ কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ।
- ডাম্পিং ইয়াডেরু সম্পূর্ণ নির্মাণ।

দায়িত্বঃ শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার ও ঠিকাদার

৬.২.৩ *সিইটিপি ব্যবস্থাপনা ও কার্যপ্রণালী*

অব্যবহিত
বিসিক ও ট্যানারি মালিকদের উভয়প থেকে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত কমিটি সিইটিপি পরিচালনা করবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই বিষয়ে কোন অগ্রগতি হয়নি।

অধিকন্ত, ঠিকাদার সম্পূর্ণ ইনস্টলেশন ও সমাপ্তির ২৪ মাসের মধ্যে সিইটিপি পরিচালনার দায়িত্ব হস্তান্তর করবে। এই সময়ের বেশিরভাগ বাংলাদেশি প্রযুক্তিবিদ/প্রকৌশলী/কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হবে। চুক্তির অধীনে ৬০ জন বাংলাদেশি অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষিত করা হবে। কিন্তু এই বিষয়ে কোন অগ্রগতি হয়নি।

কার্য তালিকাঃ
- সিইটিপি ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য বিসিক ও ট্যানারি মালিকদের উভয়প থেকে প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি গঠন।
- সিইটিপি পরিচালনার লে তহবিল সংগ্রহের ব্যবস্থা প্রণয়ন।
- বাংলাদেশি প্রযুক্তিবিদ/প্রকৌশলী/কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও সমতা বৃদ্ধি প্রোগ্রামের আয়োজন।
- বুয়েট ও অন্যান্য স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম।

দায়িত্বঃ শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার ও ঠিকাদার

স্বল্প মেয়াদী
বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তরের আগে বাংলাদেশি প্রযুক্তিবিদ/প্রকৌশলী/কর্মকর্তাদের সক্ষমতা তৈরি করতে হবে।

কার্য তালিকাঃ
- বাংলাদেশী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ এবং সমতা বৃদ্ধি সম্পন্ন করণ।
- ৬০ জন বাংলাদেশি প্রযুক্তিবিদ/প্রকৌশলী/কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করণ।

দায়িত্বঃ শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার ও ঠিকাদার।

সূত্র (রেফারেন্স)

Bangladesh Tanners Association. (2010). Survey Report. Dhaka, Bangladesh.

Dhaka Tribune. (2017, March 29). Dhaleshwari River under threat of pollution. Retrieved from Dhaka Tribune: http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2017/03/29/dhaleshwari-river-threat-pollution/

Dhaka Tribune. (2017, April 08). Power, gas connections cut off in Hazaribagh tanneries. Retrieved from Dhaka Tribune: http://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2017/04/08/power-gas-hazaribagh-cut/

Dhaka Tribune. (2017, March 12). SC upholds order to shut down Hazaribagh tanneries. Retrieved from Dhaka Tribune: http://www.dhakatribune.com/bangladesh/court/2017/03/12/sc-upholds-order-shut-hazaribagh-tanneries/

Ministry of Industries, Government of Bangladesh. (2016). Industrial Policy.

New Age. (2017, July 11). Tannery workers facing acute accommodation crisis at Savar. Retrieved from New Age: http://www.newagebd.net/article/19479/tannery-workers-facing-acute-accommodation-crisis-at-savar

Paul, H. L. (2013). Bangladeshi Leather Industry: An Overview of Recent Sustainable Developments. Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists, 25-32.

The Daily Star. (2017, August 01). Troubled times for the leather industry. Retrieved from The Daily Star: http://www.thedailystar.net/opinion/no-frills/troubled-times-the-leather-industry-1441675

The Daily Star. (n.d.). Leather sector aims for $5b in exports. Retrieved from The Daily Star: http://www.thedailystar.net/leather-sector-aims-for-5b-in-exports-54932

The Financial Express. (2017, July 28). Savar tannery estate won't be fully operational before Eid-ul-Azha. Retrieved from The Financial Express: http://www.thefinancialexpress-bd.com/2017/07/28/78324/Savar-tannery-estate-won%27t-be-fully-operational-before-Eid-ul-Azha

United Nations Industrial Development Organization. (2005). Technical Report.

পরিশিষ্ট ১ : চামড়াখাতের মূল গতিবিধি

চিত্র ১৪ : চামড়া ও চামড়া জাত পণ্য (জিডিপিতে শতকরা অংশ)

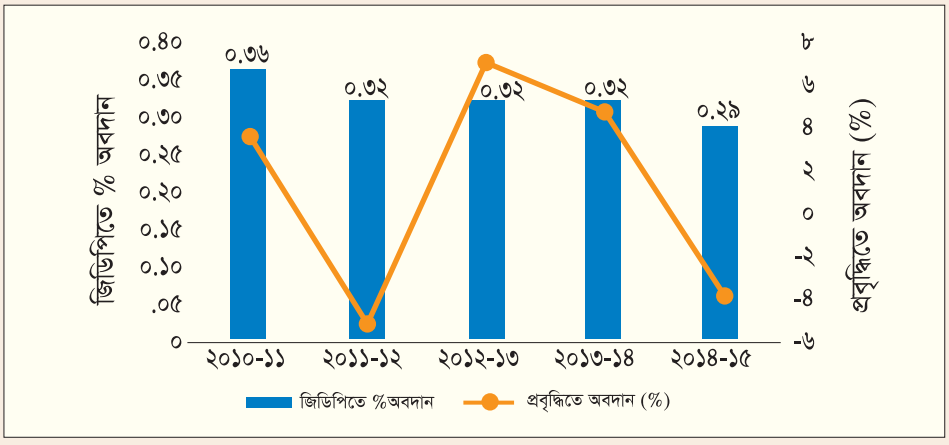

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

চিত্র ১৫: চামড়া ও চামড়া জাত পণ্য (শিল্পোৎপাদনে সংযোজিত মূল্যের শতকরা হার)

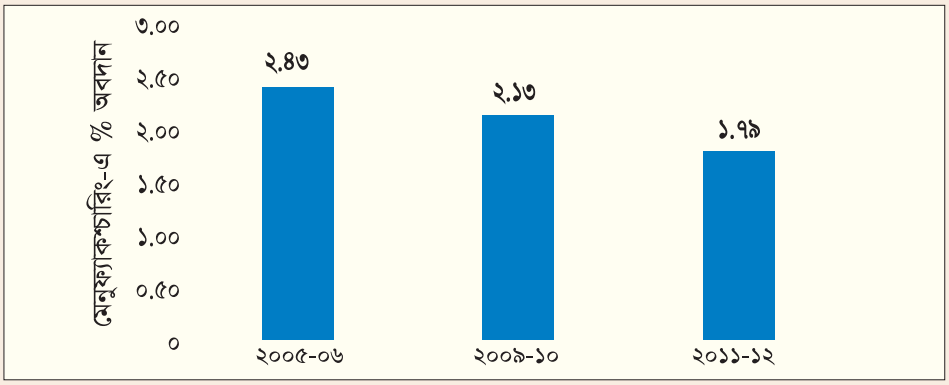

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

চিত্র ১৬: চামড়া ও চামড়া জাত পণ্য (মোট কর্মসংস্থানে শতকরা অংশ)

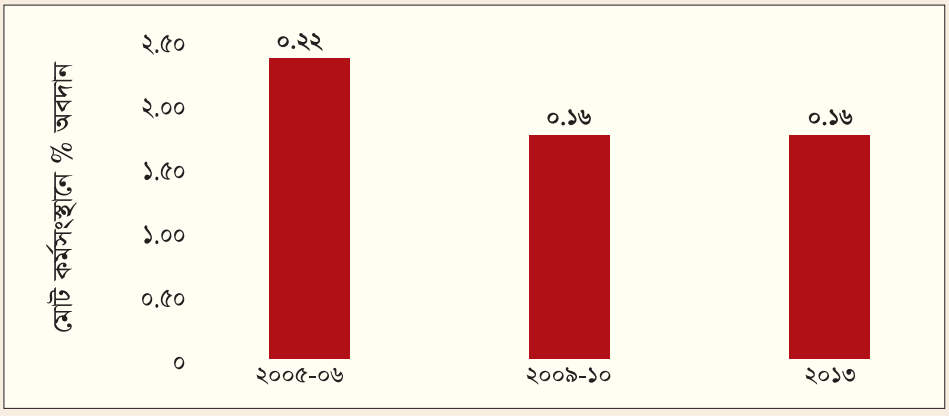

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

চিত্র ১৭: চামড়া ও চামড়া জাত পণ্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে রপ্তানি)

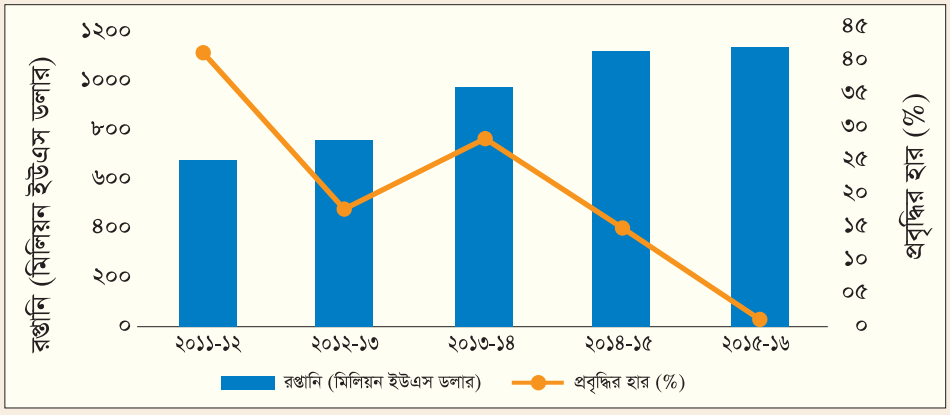

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

চিত্র ১৮ : চামড়া ও চামড়া জাত পণ্য (রপ্তানির গঠন)

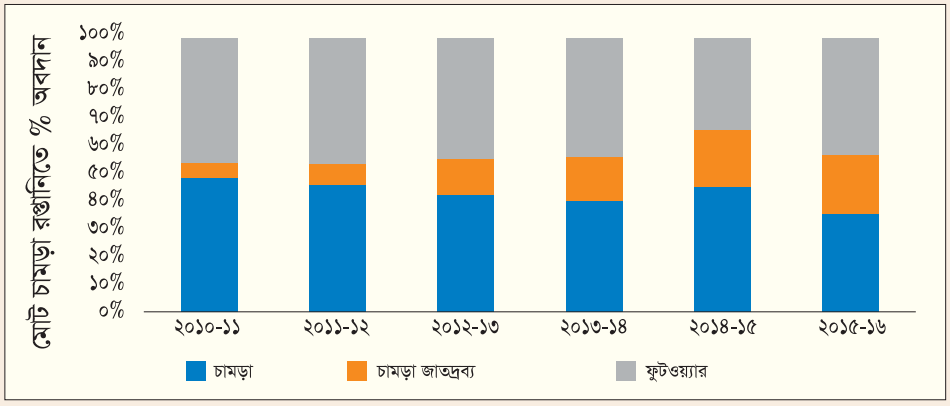

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

চিত্র ১৯: চামড়া ও চামড়া জাত পণ্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে বিদেশি বিনিয়োগ)

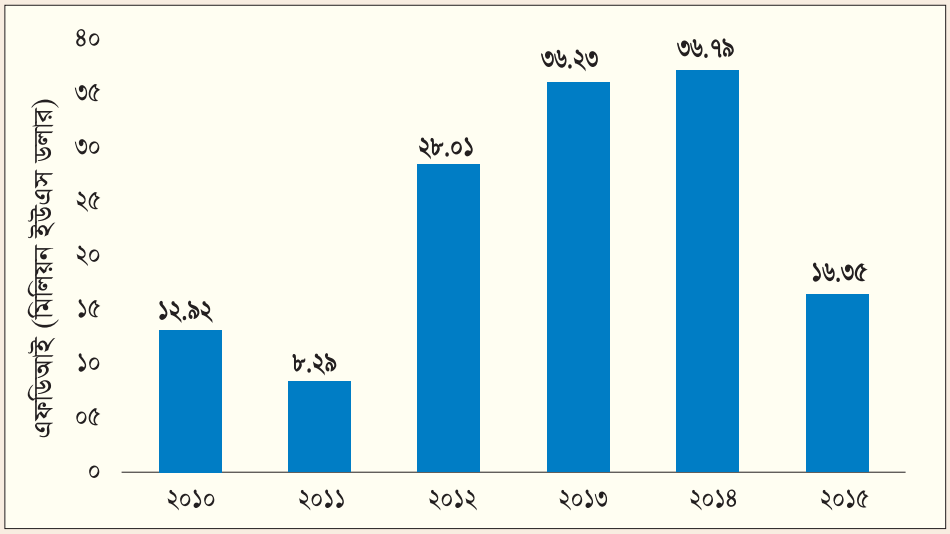

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

পরিশিষ্ট ২: প্রশ্নমালা-ত্বরিত মূল্যায়ন

Questionnaire No:.....

Name of the respondent :
Father's Name :
Mother's Name :
Mobile no :
National ID no :
Present Address :
House No, Road No :
Village/Area :
Union/ Ward :
Thana/ Upazilla :
District :
Permanent Address :
House No, Road No :
Village/Area :
Union/ Ward :
Thana/ Upazilla :
District :

1. Age :
2. Sex : 1. Male 2. Female 3. Others
3. Respondent's marital status
   i. Currently Married ii. Unmarried/Never Married
   iii. Widowed iv. Divorced
   v. Separated vi. Single mother
4. Number of family member of the respondent:
5. How many years do you live in Hazaribagh?

Section 01: Work Related Information

1. Designation :
2. Name of the Factory :
3. Type of the Factory : 1. Tannery 2. Footwear 3. Others, please specify
4. How many workers are there in your factory?
5. Type of employment : i. Permanent ii. Temporary iii. Others, please specify
6. Are you currently employed? 1. Yes 2. No
7. How many years are you working in the recent factory?
8. Is your last factory of employment closed? 1. Yes 2.No
9. For how many years have you been working in Leather sector?
10. Did you ever shift from one factory to another? 1. Yes 2. No
    If yes, please elaborate: .....
11. Did you have any education/ training related to your current job? 1. Yes 2. No
    If yes, answer the following question (12-13):
12. What was the length of the training period?
    1. Below 1 week 2. 1-2 weeks 3. 2-3 weeks
    4. 1 month 5. 2-3 months 6. More than 3 months
13. Did you acquire any other relevant skills outside of your regular work at the factory during your working life? 1. Yes 2. No
    If yes, what are this or those, Please elaborate:
14. Are you aware of worker's unions in the area? 1. Yes 2. No
15. If yes, did you join them? 1. Yes 2. No
16. Are they active in your area/factory? 1. Yes 2. No
17. If no, then probe further to assess why not?
    1. Is it lack of information? 2. the workers do not see the benefit
18. If Yes (for the members in question 15), do you think that the union effectively helps you to meet your rights as a worker at the workplace? 1. Yes 2. No
19. If yes in question 18, then what are they address?
    a) Beneficial for workers in collectively addressing issues
    b) Assists with work place related disputes regarding contracts, leave benefits, etc
    c) Other, specify
20. If No (for the non-members in question 15), do you think that the union could effectively help you to meet your rights as a worker at the workplace? 1. Yes 2. No
21. If No in question 20, then Why do you think so infective?
    1. Does not represent the interests of the workers.
    2. Lack of enforcement capacity for the union.
    3. Other
22. How long you have to work a day?
23. Do you know what are legal allowable working hours? 1. Yes 2. No
24. How many official breaks do you get during a working day?
    1. None 2. One 3.Two 4. Three 5. More than Three
25. Do you get any free meal from your factory? 1. Yes 2. No
26. Is there any subsidized canteen[1] for the workers at your factory? 1. Yes 2. No
27. How many days you have to work in a week?
28. Do you need to work overtime[2]? 1. Yes 2. No
    If yes, provide details of the overtime in slack and peak periods

	Length of the Period	Reasons why it occurs
Slack Period		
Peak Period		

29. Duration of the overtime in a day?
30. How frequently do you need to do overtime in a week?
    1. Once in a week 2. 2-3 days in a week 3. 4-5 days in a week 4. Full week
31. In which form do you receive your salary? 1. Daily 2. Weekly 3. Monthly
32. How much is your average monthly salary currently?
33. How much is your average yearly salary currently?

1 According to the labor law, a tannery with more than 100 workers should run a subsidized canteen for the workers.

2 Overtime is counted as any extra work after the regular eight hours of daily work. It might vary from tannery to tannery depending on the boundary of the regular working hour.

34. Do you know about the minimum wage[3] for the leather sector workers? 1. Yes 2. No
35. When do you usually get your salary[4]?
    1. Within first 7 days of next month 2. Within first 10 days of next month
    3. Within next 10-20th days 4. Within next 20- 30th days
    5. More than a month (Specify)
36. Did you get any written contract of employment? 1. Yes 2. No
37. If yes, what Type of Contract of employment?
    If yes, what Type of Contract: 1. Appointment letter 2. Bond signing
38. Did you have to pay any security money to get the job? 1. Yes 2. No
39. Is there any provident fund for you at the factory? 1. Yes 2. No
40. If yes, is the provident fund maintained as per the regulations ? 1. Yes 2. No
41. Is there any 'Group Insurance'[5] for the workers at your factory? 1. Yes 2. No
42. Distance of the factory from your residence:
43. Time to reach the workplace from home (in hours):
44. Mode of transportation used to reach to the factory: 1. By Foot 2. By Rickshaw/ Van
    3. By Bus 4. Human Hauler 5. Bicycle 6. Others
45. Do you get any transportation facilities from the employer? 1. Yes 2. No
    If yes, please provide the details:
46. Cost of transportation:

Average monthly expenditure (in BDT)	Share of expenditure by the employee (in percentage)	Share of expenditure by the employer (in percentage)

47. Is there any 'day care center' at the factory? 1. Yes 2. No
48. Did you suffer from any types of harassment at your factory? (For female employees only)
    1. Yes 2. No

If yes, please elaborate:

Section 02: Response to the Relocation of Leather factories

49. Are you aware of the bilateral agreement between workers and owners in January 2016 (provide a copy of same if not aware) 1. Yes 2. No
50. If Yes, then who provided information on this
    a) Employers b) Work colleagues c) Workers Union representative d) Other sources
51. Are you aware of the move to Savar? 1. Yes 2. No
52. How do you know about the move? 1. From Factory 2. Worker Union
    3. Newspaper 4. Others (please specify)
53. Are you affected by the Hazaribagh closure? 1. Yes 2. No
54. If yes, how did you affect?
    a) Loss of key source of income? b) No access to jobs or any other leads?
    c) No access to utility in home? d) Other (please specify)
55. Did you get any compensation? 1.Yes 2. No
56. What type of compensation did you get? 1. Severance 2. Unpaid wages 3. Others
57. Do you believe that you will be reallocated in Savar? 1. Yes 2. No
58. Will you get job in Savar? 1. Yes 2. No
59. Did your factory offer compensation after closure? 1. Yes 2. No
60. Amount of compensation offered after closure:
61. Amount of compensation received after closure:
62. Have you got compensation provided by factories after closure according to your contract? 1. Yes 2. No
63. Did your trade union work on getting the full compensation provided by factories after closure? 1. Yes 2. No
64. What are the problems regarding relocating to Savar? 1. Housing 2. Transportation
    3. Health 4. Children's Education 5. Occupational Safety 6. Others, please specify
65. Do you have any knowledge about the following things in Savar Area, or have you been notified by your employer? 1. Housing 2. Transportation 3. Health
    4. Children's Education 5. Occupational Safety
66. Do you want to relocate? 1. Yes 2. No
67. If yes, what are the reasons behind your interest?
68. If no, what are the reasons behind your reluctant?
69. If you are not interested to relocate to Savar then what is your alternative plan to stay at Hazaribagh?
70. Are there any institutions assisting with remediation efforts? Please, specify.
71. How will the relocation affect you?

	Positively	Negatively
Housing		
Transportation		
Health		
Children's Education		
Occupational Safety		
Others		

72. What is your expectation regarding the relocation of tanneries?

	Positively	Negatively
Housing		
Transportation		
Health		
Children's Education		
Occupational Safety		
Others		

Section 03: Perceptions on issues related to welfare of the workers

73. Please list the top 5 things that can best ensure the welfare of the workers:
    i. ii.
    iii. iv.
    v.
74. Any other comments: (Please specify)

.....

.....

3 Minimum wage for unskilled workers is determined at a basic wage of BDT 7000 which stands at BDT 11000 with all other added benefits.

4 According to labor law, for less than 100 workers, the employer should pay salary to the workers within first 7 days of the following month. And for more than 100 workers, the employer should pay salary to the workers within the first 10 days of the following month.

5 The premium of the insurance is to be given by the employer.

পরিশিষ্ট ৩: প্রশ্নমালা- বৈধতা

Questionnaire No: .....

Name of the respondent :

Objective of the survey :

a. Identify any tanneries with ongoing wet tanning processes
b. How many tanneries are conducting wet operations in Hazaribagh? What evidence backs these claims?
c. Identify number of foot wear factories which are continuing production activities in Hazaribagh
d. Validate and identify continuation of water connections to tanneries in contravention of the shutdown.
e. Identify and validate the source of electricity power for the tanneries operations and/or foot wear factories in that area. How many are using generators for operations
f. Provide information and validate an estimated number of workers who are receiving their salaries from owners, as well as rice and other items for Ramadhan. Ascertain whether these are full-time or part-time workers.

Section 01: Work Related Information

1. Designation:
2. Name of the Factory:
3. Name of the Factory: (please confirm the name of the factory)
4. Type of the Factory: 1. Tannery 2. Footwear 3. Others, please specify
5. Was your factory closed after the April Yes or No
6. Did it reopen after closure
   if yes, then after how many days/months
7. Was the factory fully operational? Yes or No
8. If no, then was it just some sections, please specify which ones?
9. How many workers are there in your factory?
10. Type of employment: i. Permanent ii. Temporary iii. Others, please specify
11. Are you currently employed? 1. Yes 2. No
12. How many years are you working in the recent factory?
13. Is your last factory of employment closed? 1. Yes 2. No
14. If no, what type of operation is going on in your last factory of employment? Please list these
    A) B)
    C) D)
    E) F)
    G) H)
15. Is there any water connection in your factory? (if possible, please confirm by checking the factory premises) 1. Yes 2. No
16. Is there any electricity connection in your factory? (if possible, please confirm by checking the factory premises) 1. Yes 2. No
17. What is the source of electricity connection? (if possible, please confirm by checking the factory premises)
18. Does your factory use generators for operations? (if possible, please confirm by checking the factory premises) 1. Yes 2. No
19. Do you receive salaries from your employer for the whole period that the factory was operational? 1. Yes 2. No
20. Do you receive rice and other items for Ramadhan? 1. Yes 2. No
21. Are you full-time or part-time worker?

পরিশিষ্ট ৪: প্রশ্নমালা- সাভার জরিপ

Questionnaire No:.....

Name of the respondent :
Father's Name :
Mother's Name :
Mobile no :
National ID no :
Present Address :
House No, Road No :
Village/Area :
Union/ Ward :
Thana/ Upazilla :
District :
Permanent Address :
House No, Road No :
Village/Area :
Union/ Ward :
Thana/ Upazilla :
District :

1. Age :
2. Sex : 1. Male 2. Female 3. Others
3. Respondent's marital status
   i. Currently Married ii. Unmarried/Never Married
   iii. Widowed iv. Divorced
   v. Separated vi. Single mother
4. Number of family member of the respondent:
5. How many years do you live in Hazaribagh?

Section 01: Work Related Information

6. Designation :
7. Name of the Factory :
8. Type of the Factory : 1. Tannery 2. Footwear 3. Others, please specify
9. How many workers are there in your factory?
10. Type of employment : i. Permanent ii. Temporary iii. Others, please specify
11. Are you currently employed? 1. Yes 2. No
12. How many years are you working in the recent factory?
13. Is your last factory of employment closed? 1. Yes 2.No
14. What type of operation is going on in your last factory of employment? Please list these
    A) B)
    C) D)
    E) F)
    G) H)

15. For how many years have you been working in Leather sector?Did you ever shift from one factory to another? 1. Yes 2. No
If yes, please elaborate: .....

16. Did you have any education/ training related to your current job? 1. Yes 2. No
    If yes, answer the following question (12-13):
17. What was the length of the training period?
    1. Below 1 week 2. 1-2 weeks 3. 2-3 weeks
    4. 1 month 5. 2-3 months 6. More than 3 months
18. Did you acquire any other relevant skills outside of your regular work at the factory during your working life? 1. Yes 2. No
    If yes, what are this or those, Please elaborate:
19. Are you aware of worker's unions in the area? 1. Yes 2. No
20. If yes, did you join them? 1. Yes 2. No
21. Are they active in your area/factory? 1. Yes 2. No
22. If no, then probe further to assess why not?
    1. Is it lack of information? 2. the workers do not see the benefit
23. If Yes (for the members in question 16), do you think that the union effectively helps you to meet your rights as a worker at the workplace? 1. Yes 2. No
24. If yes in question 19, then what are they address?
    a) Beneficial for workers in collectively addressing issues
    b) Assists with work place related disputes regarding contracts, leave benefits,
    c) Other, specify
25. If No (for the non-members in question 16), do you think that the union could effectively help you to meet your rights as a worker at the workplace? 1. Yes 2. No
26. If No in question 21, then Why do you think so ineffective?
    1. Does not represent the interests of the workers.
    2. Lack of enforcement capacity for the union.
    3. Other
27. How long you have to work a day?
28. Do you know what are legal allowable working hours? 1. Yes 2. No
29. How many official breaks do you get during a working day?
    1. None 2. One 3.Two 4. Three 5. More than Three
30. How many days you have to work in a week?
31. Do you need to work overtime[1]? 1. Yes 2. No
    If yes, provide details of the overtime in slack and peak periods

	Length of the Period	Reasons why it occurs
Slack Period		
Peak Period		

32. Duration of the overtime in a day?
33. How frequently do you need to do overtime in a week?
    1. Once in a week 2. 2-3 days in a week 3. 4-5 days in a week 4. Full week
34. In which form do you receive your salary? 1. Daily 2. Weekly 3. Monthly
35. How much is your average monthly salary currently?
36. How much is your average yearly salary currently?

1 Overtime is counted as any extra work after the regular eight hours of daily work. It might vary from tannery to tannery depending on the boundary of the regular working hour.

37. Do you know about the minimum wage[2] for the leather sector workers? 1. Yes 2. No
38. When do you usually get your salary[3]?
    1. Within first 7 days of next month 2. Within first 10 days of next month
    3. Within next 10-20th days 4. Within next 20- 30th days
    5. More than a month (Specify)
39. Did you get any written contract of employment? 1. Yes 2. No
40. If yes, what Type of Contract of employment?
    If yes, what Type of Contract
    1. Appointment letter 2. Bond signing
41. Did you have to pay any security money to get the job? 1. Yes 2. No
42. Is there any provident fund for you at the factory? 1. Yes 2. No
43. If yes, is the provident fund maintained as per the regulations? 1. Yes 2. No
44. Is there any 'Group Insurance'[4] for the workers at your factory? 1. Yes 2. No
45. Distance of the factory from your residence:
46. Time to reach the workplace from home (in hours):
47. Mode of transportation used to reach to the factory:
    1. By Foot 2. By Rickshaw/ Van 3. By Bus 4. Human Hauler 5. Bicycle 6. Others
48. Do you get any transportation facilities from the employer? 1. Yes 2. No
    If yes, please provide the details:
49. Cost of transportation:

Average monthly expenditure (in BDT)	Share of expenditure by the employee (in percentage)	Share of expenditure by the employer (in percentage)

50. Did you suffer from any types of harassment at your factory? (For female employees only)
    1. Yes 2. No
    If yes, please elaborate:

Section 02: Response to the Relocation of Leather factories

51. Are you aware of the bilateral agreement between workers and owners in January 2016 (provide a copy of same if not aware) 1. Yes 2. No
52. If Yes, then who provided information on this
    a) Employers b) Work colleagues
    c) Workers Union representative d) Other sources
53. Were you aware of the move to Savar? 1. Yes 2. No
54. How do you know about the move?
    1. From Factory 2. Worker Union
    3. Newspaper 4. Others (please specify)
55. Did you want to relocate to savar? 1. Yes 2. No

2 Minimum wage for unskilled workers is determined at a basic wage of BDT 7000 which stands at BDT 11000 with all other added benefits.

3 According to labor law, for less than 100 workers, the employer should pay salary to the workers within first 7 days of the following month. And for more than 100 workers, the employer should pay salary to the workers within the first 10 days of the following month.

4The premium of the insurance is to be given by the employer.

56. When did you relocate SAVAR? Answer in Month.
57. Are you affected by the Hazaribagh closure? 1. Yes 2. No
58. If yes, how did you affect?
    a) Loss of key source of income? b) No access to jobs or any other leads?
    c) No access to utility in home? d) Other (please specify)
59. Did you get any compensation? 1.Yes 2. No
60. What type of compensation did you get? 1. Severance 2. Unpaid wages 3. Others
61. Did your factory offer compensation after closure? 1. Yes 2. No
62. Amount of compensation offered after closure:
63. Amount of compensation received after closure:
64. Have you got compensation provided by factories after closure according to your contract? 1. Yes 2. No
65. Did your trade union work on getting the full compensation provided by factories after closure? 1. Yes 2. No
66. What are the problems regarding relocating to Savar?
    1. Housing 2. Transportation 3. Health
    4. Children's Education 5. Occupational Safety 6. Others, please specify
67. Did you have any knowledge about the following things in Savar Area, or have you been notified by your employer?
    1. Housing 2. Transportation 3. Health
    4. Children's Education 5. Occupational Safety 6. Others, please specify
68. Are there any institutions assisting with remediation efforts? Please, specify.
69. How will the relocation affect you?

	Positively	Negatively
Housing		
Transportation		
Health		
Children's Education		
Occupational Safety		
Others		

70. What is your expectation regarding the relocation of tanneries?

	Positively	Negatively
Housing		
Transportation		
Health		
Children's Education		
Occupational Safety		
Others		

71. Do you have any knowledge about ETP? 1. Yes 2. No
72. If Yes, Is it fully operational? 1. Yes 2. No
73. Was there a gap between your current employment in Savar and close down in Hazaribagh 1. Yes 2. No
74. If yes: did you get salary or compensation for the closed days/months 1. Yes 2. No
75. If Yes: How much did you get?
76. Did you offer a better employment terms in Savar? 1. Yes 2. No
77. If yes, please specify:

78. Are there any noticeable changes in working condition between Savar and Hazaribagh?
    I. More space II. Better toilet facilities
    III. Clean and airy IV. Canteen /meal
    V. Adequate ventilation VI. Adequate fans for cooling the factory premises
79. What are major problems facing in Savar?
    a. Housing or housing rent b. Children education c. Doctors and hospital
    d. transportation e. food f. others
80. Are you and your family better off in Savar compared to Hazaribagh? 1. Yes 2. No
    If No please specify why?
81. What should be done to improve living and working conditions in Savar?
    a. Housing for workers b. Education facilities c. Hospital
    d. Mosque e. Entertainment
82. Are you commuting from Hazaribagh? 1. Yes 2. No
    For those commuting:
    If yes, then answer the below questions:
83. When did you start working in Savar
84. Why did not you move to Savar:
    1. housing problem 2. Children education 3. others
85. How are you commuting to Savar: 1. factory arranged 2. public transport (bus etc.)
86. IF (ii) how much money is required for transportation
87. IF (ii) how much time is required for transportation
88. How long do you think you can continue to commute from Hazaribagh to Savar?
89. When do you think you can move to Savar permanently to Savar with family?
90. Have you moved alone to savar? 1. Yes 2. No
    If yes then answer the following questions
    For those have moved (alone) to:
91. When did you start working in Savar
92. Why did not your family move to Savar: 1. housing problem 2. Children education 3. others
93. How long do you think you can continue live alone in Savar?
94. When do you think your family can move to Savar permanently?
    For those have moved (with family) to:
95. When did you start working in Savar

Section 03: Perceptions on issues related to welfare of the workers

96. Please list the top 5 things that can best ensure the welfare of the workers:
    i. ii.
    iii. iv.
    v.
97. Any other comments: (Please specify)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

পরিশিষ্ট ৫: সিইটিপি

চিত্র ২০: সিইপিটির ত্রি-মাত্রিক স্থাপত্য দৃশ্য

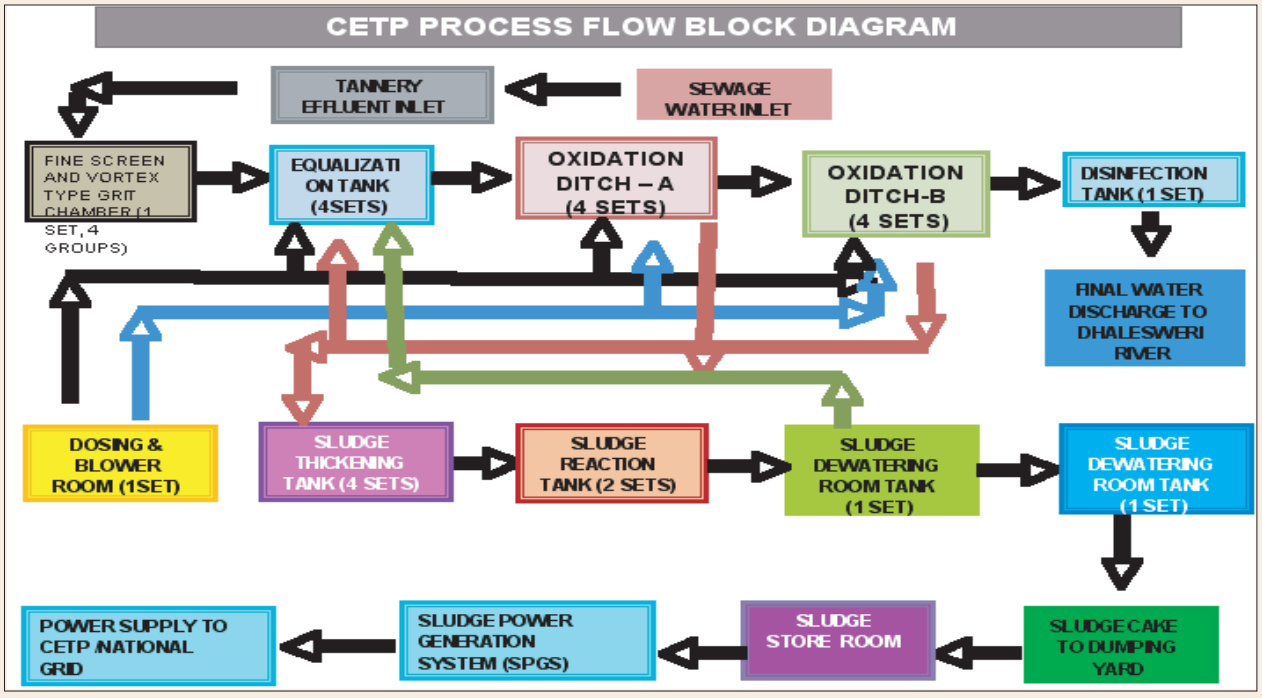

চিত্র ২১: সিইপিটির প্রক্রিয়া করণের গতিবিধির ব্লক ডায়াগ্রাম

পরিশিষ্ট ৬: ডিএই নমূনার ফলাফল

Dhaka Laboratory

Government of the People's Republic of Bangladesh
Department of Environment
Dhaka Laboratory, Dhaka.
E-16, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka
www.doe.gov bd.

Analysis Sheet of Water Sample of the Daleshory River-Apirl'17

Location	Date	Lab. Code No	Time of Collection	Temp.(°C):Lab.	pH : Lab.	EC(micro S/cm)	TDS (mg/L)	SS (mg/L)	Chloride (mg/L)	Turbidity, NTU	DO (mg/L)	BOD_5 (mg/L)	COD (mg/L)	NH_3 as N (mg/L)	Total Cr (mg/L)	Remarks
150M Upstream of Daleshory River	09/04/17	D-1	11:30	32.0	7.98	1278	551	18	73	7.6	4.5	4	12	0.15	ND	No discharge from CETP during Sampling
100M down of Daleshory River		D-2	11:45	31.8	7.93	1365	580	15	72	2.5	4.09	5	14	0.25	ND	
Near of CETP, Doleshory River		D-3	12:15	31.5	7.94	1340	570	14	70	2.0	4.08	6	16	0.16	ND	
Standard as per ECR'1997 for Surface water used in Fisheries				-	6.5-8.5	-	-	-	-	-	≥5	≤6	-	-	-	-

Note: BOD at 20°C and 5 days. ND-Not Detected

20/04/17
(Syed Ahmmad Kabir)
Senior Chemist

20/4/17
(Sonia Afsana)
Senior Chemist

(Md. Mustafizur Rahman Akhand)
Deputy Director

20/4/17
(Dr. Md. Sohrab Ali)
Director

Dhaka Laboratory

The People's Republic of Bangladesh
Department of Environment
Dhaka Laboratory, Dhaka
E-16, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka
www.doe.gov.bd

Analysis Sheet of Water Sample of the Daleswry River from Oct'2016 to March'17

Location	Date	Lab. Code No	Time of Collection	Temp.(°C) Lab.	pH: Lab.	EC(micro S/cm)	TDS (mg/L)	SS (mg/L)	Chloride (mg/L)	Turbidity, NTU	DO (mg/L)	BOD_5 (mg/L)	COD (mg/L)	Total Cr (mg/L)
Daleshory River,150M Upstream of CETP, Tannery Shilpo Nogori, Savar, Dhaka	16/10/16	D-1	10:30	24.2	7.59	170	88	20	5	18.4	4.5	2.2	-	-
Daleshory River, 150M Upstream of CETP, . Tannery Shilpo Nogori, Savar, Dhaka	09/11/16	D-1	10:00	23.6	7.57	234	121.5	27	11	7.2	4.2	6.8	-	-
Daleshory River 150M Upstream of CETP, . Tannery Shilpo Nogori, Savar, Dhaka	06/12/16	D-1	12:00	21.8	7.65	431	223	12	38	2.90	3.8	4.5	-	-
Daleshory River,150M Upstream of CETP, Tannery Shilpo Nogori, Savar, Dhaka	29/12/16	D-1	11:00	23.5	7.61	604	303	16	49	6.9	3.4	21	58	ND
Near Dropping of CETP, Doleshory River		D-2	11:15	23.3	7.39	600	300	22	50	8.4	2.4	20	58	ND
Daleshory River,100M Upstream of CETP, Tannery Shilpo Nogori, Savar, Dhaka		D-3	11:30	23.4	7.60	588	294	18	51	7.6	3.5	21	58	ND
Daleshory River, 150M Upstream of CETP, Tannery Shilpo Nogori, Savar, Dhaka	19/01/17	D-1	11:30	18.8	7.04	627	328	34	48	2.60	1.2	12.8	48	ND
Daleshory River, 150M Upstream of CETP, Tannery Shilpo Nogori, Savar, Dhaka	13/02/17	D-1	11:00	23.4	7.65	850	430	40	56	2.90	3.2	8.6	36	ND
Daleshory River, 150M Upstream of CETP, Tannery Shilpo Nogori, Savar, Dhaka	09/03/17	D-1	11:30	27.0	7.92	951	460	18	73	10	3.4	8	18	ND
Daleshory River, 100M down of CETP, Tannery Shilpo Nogori, Savar, Dhaka		D-2	11:45	27.2	7.85	951	460	5	72	2.5	3.2	12	20	ND
Dropping of CETP, Doleshory River		D-3	12:15	27.1	8.03	940	450	4	70	2.0	3.0	14	25	ND
Standard as per ECR'1997 for Surface water used in Fisheries		-	-	-	**6.5-8.5**	-	-	-	-	-	≥6	≤6	-	-

Note: BOD at 20°C and 5 days. ND-Not Detected

(Syed Ahmmad Kabir)
Senior Chemist

(Sonia Afsana)
Senior Chemist

(Md. Mustafizur Rahman Akhand)
Deputy Director

(Dr. Md. Sohrab Ali)
Director

বজলুল হক খন্দকার ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং বর্তমানে অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। তার দক্ষতার ক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে দারিদ্র্য এবং সামাজিক সুরক্ষার বিশ্লেষণ; আঞ্চলিক বৈষম্য সনাক্তকরণ এবং বিস্তৃত ভিত্তির বৃদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির প্রচার; স্ট্যাটিক এবং ডায়নামিক ম্যাক্রো মডেলের পাশাপাশি মাইক্রো-সিমুলেশন মডেল ব্যবহার করে করনীতির বিতরণমূলক প্রভাব মূল্যায়নসংক্রান্ত সংস্কার (সামাজিক সুরক্ষাসহ); এবং ন্যাশনাল ট্রান্সফার অ্যাকাউন্ট (এনটিএ) পদ্ধতির মাধ্যমে ইন্টারজেনারশনাল ইকুইটির প্রবণতাগুলির মূল্যায়ন করা।

তিনি বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন এবং নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন, দারিদ্র্য এবং সামাজিক সুরাসহ বাণিজ্য, কর ও ব্যয় নীতির সংস্কারে অর্থনৈতিক ও কল্যাণমূলক প্রভাব ইত্যাদি সামাজিক বিষয় নিয়ে বই লিখেছেন। তিনি তার বিশ্লেষণমূলক কাজসমূহ ঢাকা, দি হেগ, কুইবেক সিটি, কাম্পালা, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, কাঠমান্ডু, কলম্বো, নাইরোবি (কেনিয়া) আবুজা (নাইজেরিয়া), ইয়াউন্দে (ক্যামেরুন), মার্সের (লেসেথো), কারাকাস (ভেনেজুয়েলা), হাওয়াই এবং বোস্টনে অনুষ্ঠিত ইউএনডিপি কান্ট্রি অফিস, এশিয়া এবং আফ্রিকায় ইউএনডিপি আঞ্চলিক অফিস, বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, ইস্ট ওয়েস্ট সেন্টার এবং ভেনেজুয়েলার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মত সংস্থাগুলোর সম্মেলনে উপস্থাপন করেছেন। এছাড়াও তাঁর মঙ্গোলিয়া (ইউএনডিপি/এডিবির সাথে); ইন্দোনেশিয়া (আইএলও); শ্রীলঙ্কা (ইউএনআরবিএপি); ভুটান (ইউএনডিইএসএ); মরক্কো (বিশ্বব্যাংক); লেসেথো (ইউনিসেফ); ভিয়েতনাম (ইউএনডিপি); ফিলিপাইন (হেল্পএজ ইন্টারন্যাশনাল); মায়ানমার (হেল্পএজ ইন্টারন্যাশনাল); হাওয়াই (ইস্ট ওয়েস্ট সেন্টার); এবং ভেনেজুয়েলা (ভেনেজুয়েলার কেন্দ্রীয় ব্যাংক) ইত্যাদি দেশে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

মুহাম্মদ মশিউর রহমান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ইকোনমিক মডেলিং (সানেম) এ জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহযোগী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। স্নাতকোত্তর পর, তিনি ২০১২ সালে সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)-এ একটি গবেষণা সহযোগী হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ন্যাশনাল ট্রান্সফার অ্যাকাউন্টস (এনটিএ) বাংলাদেশ এর একজন সদস্য।

তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি), এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ইউএনএসকেপ), কানাডার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্র (আইডিআরসি), জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অফিস (ইউএনএফপিএ-এপিআরও), ইস্ট ওয়েস্ট সেন্টার (হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়), কেপ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন জাতীয়, সরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে কাজ করেছেন।

সানেম দক্ষিণ এশিয়ার একটি অন্যতম গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যা এ অঞ্চলের অর্থনীতিবিদ এবং নীতি নির্ধারকদের নেটওয়ার্ক তৈরীর উদ্দেশ্যে ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সানেম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আঞ্চলিক একত্রীকরণ, দারিদ্র, বৈষম্য এবং প্রবৃদ্ধি, শ্রম বাজার, পরিবেশ এবং জলবায়ুর পরিবর্তন, রাজনৈতিক অর্থনীতি ও শাসন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ও আর্থিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মডেলিং এর উপর বিশেষ মৌলিক গবেষণা জ্ঞান উৎপাদন, বিনিময় এবং প্রচারের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

স্বতন্ত্র ও সাংগঠনিক উভয় সক্ষমতা ব্যবহার করে গবেষণা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সানেম সরকারি নীতি নির্ধারণে অবদান রাখে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সানেম বিশ্বব্যাপী, আঞ্চলিক ও স্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পৃথক গবেষকাদের সাথে শক্তিশালী গবেষণা সহযোগীতা বজায় রেখেছে। সানেম অর্থনীতি, ব্যবসায় এবং সামাজিক বিজ্ঞানের তরুণ গবেষকদের তার বার্ষিক অর্থনীতিবিদ সম্মেলনের মাধ্যমে সম-সাময়িক বিষয়গুলিতে নতুন গবেষণার জন্য উদ্বুদ্ধ করে এবং নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের জন্য নিয়মিত ইন্টার্ণশীপ প্রোগ্রাম চালু রেখেছে। এছাড়াও এটি অর্থনৈতিক মডেলিং এবং সম-সাময়িক অর্থনীতির বিষয়গুলির উপর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করে।

SANEM

RESEARCH I KNOWLEDGE I DEVELOPMENT